অধ্যায় ১৮

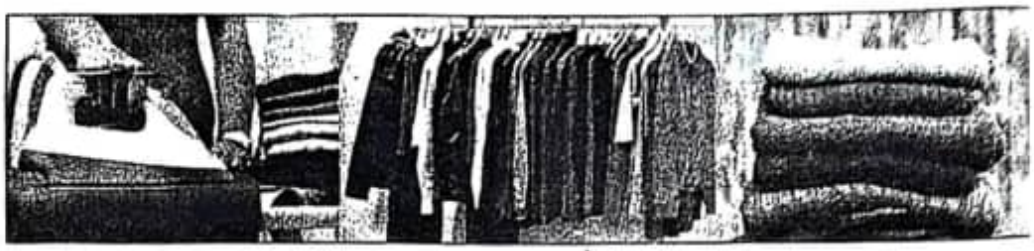

পোশাকের যত্ন ও পারিপাট্য

Cave and Tidiness of Clothes to History

এ অধ্যায়ে অনন্য A+ সংযোজন

এক নজরে অধ্যায় বিশ্লেষণ | প্রস্তুতি সহায়ক সুপার কুইজ | টপিকের ধারায় প্রশ্নোত্তর | বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর | মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্নোত্তর | যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

▸ বস্ত্র ধৌতকরণ ▸ বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বপ্রস্তুতি ▸ রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণ ও শুষ্ক ধৌতকরণ ▸ সংরক্ষণ ▸ পারিপাট্যতা ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ▸ পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ ▸ অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবহার।

ভূমিকা — অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

পোশাক ব্যক্তির সৌন্দর্যবোধ, রুচি এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরে। নিজের পছন্দমতো পোশাক শুধু ক্রয় করলেই চলে না। বরং পোশাকের কর্ম উপযোগী ও টেকসই রাখতে হলে পোশাকের যত্ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ক্রমাগত পরিধানের ফলে নতুন পোশাকও পুরোনো ও জীর্ণ হয়ে পড়ে। এমন পুরনো বা জীর্ণ বস্ত্র বা পোশাককে উপযুক্ত সংস্কারের সাহায্যে নতুনভাবে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা যায়। অনেক সময় পোশাকে দাগ লেগে পোশাকটির সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। এ ধরনের ক্ষতি কমানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে পোশাকের দাগ উঠিয়ে ফেলা উচিত। পোশাকের স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য ও ব্যবহারোপযোগিতা বজায় রাখার জন্য যথাযথভাবে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সঠিক নিয়মে যত্ন নিলে কাপড়চোপড় অনেকদিন টেকে, সুন্দর অবস্থায় থাকে এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। পরিষ্কার ও পরিপাটি পোশাক দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখে।

এক নজরে অধ্যায় সূচি — অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- Part-01 : বিশ্লেষণ (Analysis) ---- পৃষ্ঠা ৪৪৭
  - ছকচিত্রে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ৪৪৭
  - লেখচিত্রে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ৪৪৭
  - টপিক বিশ্লেষণ : বোর্ড মার্কের মাধ্যমে টপিকের গুরুত্ব নির্ধারণ ---- পৃষ্ঠা ৪৪৭
- Part-02 : অনুশীলন (Practice) ---- পৃষ্ঠা ৪৪৮
  - সুপার কুইজ ---- পৃষ্ঠা ৪৪৮
  - বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৪৪৯
  - সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর ---- পৃষ্ঠা ৪৫৩
  - জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৪৫৬
  - সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৪৫৯
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৪৫৯
    - ☑ সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৪৬০
    - ☑ শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৪৬৩
    - ☑ মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৪৬৫
  - অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান ---- পৃষ্ঠা ৪৬৯
- Part-03 : এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স (Exclusive Suggestions) ---- পৃষ্ঠা ৪৭১
- Part-04 : যাচাই ও মূল্যায়ন (Assessment & Evaluation) ---- পৃষ্ঠা ৪৭২

PART 01

বিশ্লেষণ
Analysis

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যবইয়ের শিখনফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায়ের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ

সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব

ছকে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায় থেকে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় (২০১৫—২০২৪) কয়টি বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। ছকের বিশ্লেষণ দেখে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবে অধ্যায়টি এবারের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বোর্ড / সাল	ঢাকা		রাজশাহী		যশোর		কুমিল্লা		চট্টগ্রাম		সিলেট		বরিশাল		দিনাজপুর		ময়মনসিংহ	
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
২০২৪	২	১	২	১	২	১	২	–	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১
২০২৩	১	১	১	–	১	–	১	–	১	–	১	১	১	–	১	–	১	১
২০২২	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২০২০	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
২০১৯	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
২০১৮	২	–	২	–	২	–	২	–	২	–	২	–	২	–	২	–	–	–
২০১৭	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	–	–
মোট	৭	৪	৭	৩	৭	৩	৭	২	৭	৩	৭	৪	৭	৩	৭	৩	৪	৩

লেখচিত্রে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে লেখচিত্রে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো। বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল উভয় লেখচিত্রের X অক্ষে 'বোর্ড' এবং Y অক্ষে 'প্রশ্নসংখ্যা' উপস্থাপিত হলো।

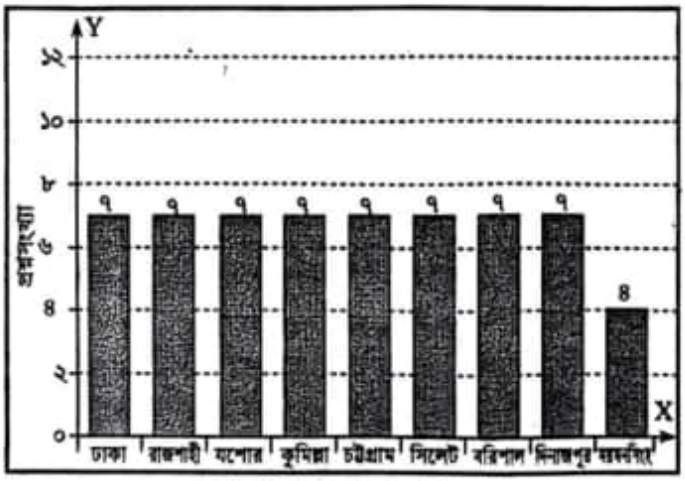

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বিশ্লেষণ

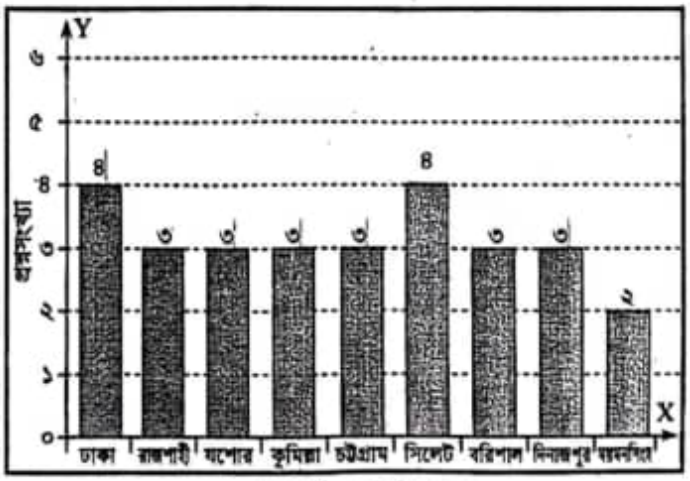

সৃজনশীল প্রশ্ন বিশ্লেষণ

টপিক বিশ্লেষণ (Topic Analysis)

বোর্ড মার্কের মাধ্যমে টপিক/ বিষয়বস্তুর গুরুত্ব নির্ধারণ

টপিক/অনুচ্ছেদ	বোর্ড ও সাল	গুরুত্ব
বস্ত্র ধৌতকরণ	ঢা. বো. '২৩, '২২; কু. বো. '২৩, '২২; সি. বো. '২৪, '২২	★★★
বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বপ্রস্তুতি	রা. বো. '২০; চ. বো. '২৪, '২০; ব. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০	★★★
রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণ ও শুষ্ক ধৌতকরণ	ঢা. বো. '২৪, '২৩, '২২; রা. বো. '২০; কু. বো. '২২; চ. বো. '২০; সি. বো. '২৩, '২২; ব. বো. '২৪, '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২৪, '২০; সকল বো. '১৭	★★★
সংরক্ষণ	ঢা. বো. '২৩, '২০; য. বো. '২০; কু. বো. '২০; সি. বো. '২৩, '২০; সকল বো. '১৭	★★★
পারিপাট্য ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতা	ঢা. বো. '২০; য. বো. '২০; কু. বো. '২০; সি. বো. '২০; সকল বোর্ড '১৫	★★
পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ	সকল বোর্ড '১৫	★
অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবহার		★

ঘ বিভাগ

PART 02 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য
১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং
টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

সুপার কুইজ

**যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায়
অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর**

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারাবাহিকতায় ভিন্ন ধারার কুইজ টাইপ প্রশ্নাবলি এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ঝটপট গড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

পাঠ ১ : বস্ত্র ধৌতকরণ ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৭০

১। পোশাকের যত্নে সবচেয়ে অধিক প্রচলিত পদ্ধতিটি কী?
উ: ধৌতকরণ

২। পোশাক ধৌত করার মূল উদ্দেশ্য কী? উ: পরিষ্কারকরণ

৩। 'সাবান' কোন কাজে ব্যবহার করা হয়? উ: পরিষ্কারকরণ

৪। সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক দ্রব্য কোনটি? উ: সাবান

৫। সোডার ক্ষারে কোন কাপড় নষ্ট হয়ে যায়? উ: রেশমি

৬। বস্ত্রের শুষ্ক ধৌতকরণে ব্যবহৃত হয় কোনটি? উ: বেনজল

৭। বেশিরভাগ কাপড় কী দ্বারা কাচা হয়? উ: সাবান

৮। কাপড় কাচা সোডাকে কী বলে? উ: সোড়িয়াম কার্বনেট

৯। বেশি ময়লা তৈলাক্ত কাপড় সহজে পরিষ্কার হয় কী দিয়ে?
উ: সোডা

১০। কোন সাবান দিয়ে পরিমাণমতো পানি দিয়ে সহজে কাপড় কাচা যায়? উ: গুঁড়া সাবান দিয়ে

১১। কাপড়ের দাগ তুলতে কী ব্যবহার করা হয়? উ: বোরাক্স

১২। চাল, আলু, ভুট্টা থেকে কী প্রস্তুত করা হয়? উ: স্টার্চ

১৩। 'অ্যামোনিয়া' এক প্রকার কী? উ: তীব্র গ্যাস

পাঠ ২ : বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বপ্রস্তুতি ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৭২

১৪। কাপড় ধোয়ার সময় নানা ভাগে ভাগ করা হয় কেন?
উ: ধোয়ার সুবিধার্থে

১৫। যেসকল কাপড় ধোয়ার পদ্ধতি একই রকম সে কাপড় রাখতে হবে কীভাবে? উ: আলাদা করে

১৬। ধৌত করার আগে কাপড়ের ছেঁড়া অংশে কী করতে হবে?
উ: রিফু লাগাতে হবে

১৭। কলেরা রোগীর জামাকাপড় জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহার করা হয় কোনটি? উ: ক্লোরিন

১৮। বোরাক্স তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? উ: সোডিয়াম কার্বন

১৯। রিঠা কোন ধরনের পোশাক পরিষ্কার করতে ব্যবহৃত হয়?
উ: রেশম ও পশম

২০। অতিরিক্ত তাপে সাদা রেশমের কী ধরনের পরিবর্তন হয়?
উ: উজ্জ্বলতা কমে যায়

২১। বেশি ময়লা ও তৈলাক্ত কাপড় কোনটির সাহায্যে পরিষ্কার করা হয়? উ: সোডিয়াম কার্বনেট

২২। ধৌত করার আগে কাপড়ের ছেঁড়া অংশে রিফু করার কারণ কী? উ: না ছিঁড়তে

২৩। পোশাকের ছেঁড়া অংশ সুচের সাহায্যে সুতা সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে ভরে দেওয়াকে কী বলে? উ: রিফু করা

২৪। কাপড়ের ছেঁড়া অংশের ওপর অন্য কাপড় দিয়ে সেলাই করাকে কী বলে? উ: তালি দেওয়া

২৫। তালি কয় ধরনের? উ: দুই ধরনের

২৬। কাপড়ের ছেঁড়া অংশে গোলাকার তালি দেওয়াকে কী বলে?
উ: সাধারণ তালি

২৭। ছেঁড়া অংশ অপেক্ষা তালির কাপড় কেমন হবে? উ: বড়

২৮। লিনেন কাপড় পরিষ্কার করতে কী পানি ব্যবহার করা হয়?
উ: ঠান্ডা পানি

২৯। সাবান মাখানোর পর কাপড় কত ঘন্টা রেখে দিতে হবে?
উ: আধঘন্টা

৩০। বেশি ময়লা কাপড় আধঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কী? উ: ময়লা আলগা করতে

৩১। নীল প্রয়োগ করা হয় কোন কাপড়ে? উ: সাদা কাপড়ে

৩২। কাপড় ধোয়ার পর কাপড়ে ধবধবে ভাব না আসার কারণ কী?
উ: ঠিকভাবে কাপড় না শুকালে

৩৩। কাপড়ে আর্দ্রভাব আসে কীভাবে? উ: ইস্ত্রি দিয়ে

পাঠ ৩ : রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণ ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৭৪

৩৪। কোন বস্ত্র বেশি উত্তাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না?
উ: রেশমি

৩৫। ঘাম, ময়লাযুক্ত রেশমি বস্ত্র দ্রুত ধোয়া উচিত কেন?
উ: ঘামের এসিড রেশমকে দুর্বল করে বলে

৩৬। রেশমি বস্ত্রের কাঠিন্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে কী ব্যবহার করা হয়? উ: গাঁদ

৩৭। রেশমি বস্ত্র সবসময় কোথায় শুকাতে হয়? উ: ছায়ায়

৩৮। পশমি কাপড় কোন তন্তু থেকে উৎপন্ন হয়? উ: প্রাণিজ

৩৯। পশমি কাপড় ধোয়ার কাজে কোন পানি ব্যবহার করতে হয়?
উ: ঈষদুষ্ণ পানি

৪০। রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য সৃষ্টি করতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? উ: গাঁদ

৪১। কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করতে কী ব্যবহার করা হয়?
উ: ভিনিগার

৪২। নকশা তালির ক্ষেত্রে কোন ফোঁড় ব্যবহৃত হবে? উ: বোতাম

৪৩। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের হাতিয়ার কোনটি? উ: পোশাক

৪৪। পশম কত ডিগ্রি তাপে ইস্ত্রি করা হয়? উ: ৩০০° ফাঃ

৪৫। শুষ্ক ধৌতকরণের ক্ষেত্রে কোন রাসায়নিক পদার্থটি বেশি ব্যবহৃত হয়? উ: পেট্রোল

৪৬। লিনেন কাপড় পরিষ্কার করতে কী পানি ব্যবহার করা হয়?
উ: ঠান্ডা পানি

৪৭। গ্রীষ্মকালের জন্য আরামদায়ক পোশাক কোনটি? উ: ফতুয়া

৪৮। খর পানি মৃদু করা হয় কোনটির সাহায্যে? উ: অ্যামোনিয়া

৪৯। কাপড়ের কাঠিন্য এবং ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়? উ: বোরাক্স

৫০। শুষ্ক ধৌতকরণের ক্ষেত্রে কোন রাসায়নিক পদার্থটি বেশি ব্যবহৃত হয়? উ: পেট্রোল

৫১। বস্ত্র ধৌত করার মূল উদ্দেশ্য কয়টি? উ: ২টি

৫২। সুতি কাপড় ইস্ত্রি করার জন্য কত ডিগ্রি ফা. তাপের প্রয়োজন?
উ: ৪০০-৪৫০ ফা. প্রায়

৫৩। কীভাবে পাপোস তৈরি করা হয়? উ: পুরাতন বস্ত্র দিয়ে

৫৪। কাঁপড়ে লবণ ব্যবহার করা হয় কেন?
উ: কাঁচা রং পাকা করার জন্য

পাঠ ৪ : শুষ্ক ধৌতকরণ ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৭৬

৫৫। পানি ব্যবহার না করে বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাকে কী বলে?
উ: শুষ্ক ধৌতকরণ

৫৬। শুষ্ক ধৌতকরণে অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য উপকরণ কী?
উ: পেট্রোল

৫৭। কোন পাত্রের তরলে কিছুটা ভিনিগার মিশিয়ে নেওয়া উত্তম?
উ: চতুর্থ

পাঠ ৫ : সংরক্ষণ ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৭৮

৫৮। ঠিক নিয়মে কাপড় রেখে দেওয়াকে কী বলে? উ: সংরক্ষণ

৫৯। কাপড়ের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করা যায় কীভাবে?
উ: রোদে শুকিয়ে

৬০। পশমি বস্ত্র ব্যবহার করা হয় কখন? উ: শীতকালে

৬১। পশমি বস্ত্র বছরে কত মাস ব্যবহার করা হয়? উ: ২-৩ মাস

৬২। পশমের সবচেয়ে বড় শত্রু কী? উ: মথ পোকা

পাঠ ৬ : পারিপাট্য ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৭৯

৬৩। পোশাক পরিচ্ছদ ধোয়া প্রয়োজন কেন? উ: পরিপাট্যের জন্য

৬৪। কথা বলার সময় কেমন ভঙ্গি বজায় রাখতে হবে? উ: স্বাভাবিকতা

৬৫। ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত কী? উ: সুস্বাস্থ্য

৬৬। পায়ে তেল দিতে হবে কী কারণে? উ: মসৃণ করতে

পাঠ ৭ : পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা

৬৭। সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করাকে কী বলে?
উ: ব্যক্তিত্ব

৬৮। পরিবেশ অনুযায়ী সঠিক না হলে মনে কী হয়? উ: অস্বস্তি সৃষ্টি হয়

৬৯। আনন্দদায়ক রং বলতে কোন রং বোঝানো হয়? উ: উজ্জ্বল রং

পাঠ ৮ : অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবহার ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৮৩

৭০। কাঁথায় নানা ধরনের লতা, পাতা, দৃশ্য ফুটিয়ে তোলাকে বলা হয়? উ: নকশি কাঁথা

৭১। 'পাপোশ' কী কাজে প্রয়োগ করা হয়? উ: পা মুছতে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় নির্ভুল উত্তর সংবলিত A+ গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

১. সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক দ্রব্য কোনটি?
ক ডিটারজেন্ট খ রিঠা
গ গঁদ ঘ সাবান

২. বারবার পানি দিয়ে ধুয়ে কাপড় থেকে সাবান ও ময়লা বের করাকে কী বলা হয়?
ক কলপ দেওয়া খ হাওয়া লাগানো
গ প্রক্ষালন করা ঘ শুষ্ক ধৌতকরণ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব রফিক শীতের মৌসুমের পর গরম কাপড়গুলো উঠিয়ে রাখেন। পরেরবার শীতের মৌসুমের আগে কাপড়গুলো ব্যবহার করতে গিয়ে দেখেন অনেকগুলো কাপড় পোকার দ্বারা নষ্ট হয়েছে।

৩. জনাব রফিক কাপড়টি সংরক্ষণের আগে প্রথমেই কী করতে হতো?
ক কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে নেপথলিন দেওয়া
খ নিমপাতা, তামাকপাতা কাপড়ে দেওয়া
গ সঠিক নিয়মে কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে রাখা
ঘ সংরক্ষণের আগে আলমারিতে কীটনাশক স্প্রে করা

৪. কাপড়টি নষ্ট হওয়ার কারণ—
i. কাপড়গুলোর ওপর কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করা হয়নি
ii. মাঝে মাঝে হালকা রোদ ও বাতাসে কাপড় শুকানো হয়নি
iii. কালোজিরা, চাপাতা, নিমপাতা ব্যবহার করা হয়নি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ষ বিভাগ

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

৫. সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক দ্রব্য কোনটি? [সকল বোর্ড '২৪]
ক রিঠা খ গঁদ
গ সাবান ঘ ডিটারজেন্ট

৬. সোডার ক্ষারে কোন কাপড় নষ্ট হয়ে যায়? [সকল বোর্ড '২৪]
ক সুতি খ লিনেন
গ নাইলন ঘ রেশমি

৭. বস্ত্রের শুষ্ক ধৌতকরণে ব্যবহৃত হয় কোনটি? [সকল বোর্ড '২৩]
গ ক সাবান খ ডিটারজেন্ট গ বেনজল ঘ রিঠা

৮. কলেরা রোগীর জামাকাপড় জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহার করা হয় কোনটি? [সকল বোর্ড '২২]
ক ক্লোরিন খ অ্যামোনিয়া
খ গ তুষের ছাই ঘ সোডিয়াম কার্বনেট

৯. বোরাক্স তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? [সকল বোর্ড '১৮]
ক সাবান খ সোডিয়াম কার্বন
খ গ ক্লোরিন ঘ ডিটারজেন্ট

১০. জামিল সাহেব চাল, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি দিয়ে এক ধরনের দ্রব্য তৈরি করেন। উক্ত দ্রব্য নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে? [সকল বোর্ড '১৮]
ক ব্লিচিং খ সাবান
গ গ স্টার্চ ঘ ক্লোরিন

১১. রিঠা কোন ধরনের পোশাক পরিষ্কার করতে ব্যবহৃত হয়? [সকল বোর্ড '১৭]
ক সুতি ও লিলেন খ রেয়ন ও নাইলন
গ গ রেশম ও পশম ঘ সুতি ও রেশম

১২. অতিরিক্ত তাপে সাদা রেশমের কী ধরনের পরিবর্তন হয়? [সকল বোর্ড '১৬]
ক কুঁচকে যায় খ রং নষ্ট হয়ে যায়
গ গ হলুদ রং ধারণ করে ঘ উজ্জ্বলতা কমে যায়

১৩. বেশি ময়লা ও তৈলাক্ত কাপড় কোনটির সাহায্যে পরিষ্কার করা হয়? [সকল বোর্ড '১৬]
ক রিঠা খ সোডিয়াম কার্বনেট
খ গ সিনথেটিক ডিটারজেন্ট ঘ অ্যামোনিয়া

১৪. রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য সৃষ্টি করতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? [সকল বোর্ড '১৫]
গ ক রিঠা খ স্টার্চ গ গঁদ ঘ ভিনিগার

১৫. শীতের ক্ষেত্রে রুমা তার ব্যবহৃত শালটি ধোয়ার পর কীভাবে শুকাবে? [সকল বোর্ড ২০২০]
i. রোদে
ii. বাতাসপূর্ণ খোলামেলা জায়গায়
iii. ছায়াযুক্ত কোনো সমতল জায়গায়
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

১৬. কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করতে কী ব্যবহার করা হয়? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
গ ক লবণ খ স্টার্চ গ ভিনিগার ঘ বিরা

১৭. নকশা তালির ক্ষেত্রে কোন ফোঁড় ব্যবহৃত হবে? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
গ ক রান খ হেম গ বোতাম ঘ বখেয়া

১৮. ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের হাতিয়ার কোনটি? [জিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ঘ ক শিক্ষা খ সৌন্দর্য গ অলংকার ঘ পোশাক

১৯. পশম কত ডিগ্রি তাপে ইস্ত্রি করা হয়? [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক ক ৩০০° ফা: খ ৪০০° ফা:
ক গ ৪০০°-৫০০° ফা: ঘ ৬০০° ফা:

২০. শুষ্ক ধৌতকরণের ক্ষেত্রে কোন রাসায়নিক পদার্থটি বেশি ব্যবহৃত হয়? [এস ও এস হারমান মেইনার কলেজ, ঢাকা]
ক বেনজল খ বেনজিন
ঘ গ পেট্রোলিয়াম ইথার ঘ পেট্রোল

২১. সিনেন্ কাপড় পরিষ্কার করতে যে পানি ব্যবহার করা হয়— [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক গরম পানি খ ঠান্ডা পানি
খ গ দূষিত পানি ঘ বিশুদ্ধ পানি

২২. গ্রীষ্মকালের জন্য আরামদায়ক পোশাক কোনটি? [আওয়ার লেডী অব ফাতেমা গার্লস হাই স্কুল, কুমিল্লা]
খ ক শার্ট খ ফতুয়া গ পাঞ্জাবি ঘ সাফারি

২৩. খর পানি মৃদু করা হয় কোনটির সাহায্যে? [আওয়ার লেডী অব ফাতেমা গার্লস হাই স্কুল, কুমিল্লা]
ক রিঠা খ ভিনেগার
ঘ গ বোরাক্স ঘ অ্যামোনিয়া

২৪. কাপড়ের কাঠিন্য এবং ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়? [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ভিনেগার খ স্টার্চ
গ গ বোরাক্স ঘ অ্যামোনিয়া

২৫. শুষ্ক ধৌতকরণের ক্ষেত্রে কোন রাসায়নিক পদার্থটি বেশি ব্যবহৃত হয়? [খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুল ও কেসিসি উইমেন্স কলেজ, খুলনা]
ক বেনজল খ বেনজিন
ঘ গ পেট্রোলিয়াম ইথার ঘ পেট্রোল

২৬. বস্ত্র ধৌত করার মূল উদ্দেশ্য কয়টি? [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
ক ক ২টি খ ৩টি গ ৪টি ঘ ৫টি

২৭. সুতি কাপড় ইস্ত্রি করার জন্য কত ডিগ্রি ফা. তাপের প্রয়োজন? [সেন্ট স্কলাস্টিকাস গার্লস হাই স্কুল, চট্টগ্রাম]
ক ৩০০ ফা. প্রায় খ ৪০০-৪৫০ ফা. প্রায়
খ গ ৪৫০-৪৭৫ ফা. প্রায় ঘ ৫০০ ফা. প্রায়

২৮. কীভাবে পাপোস তৈরি করা হয়? [সেন্ট স্কলাস্টিকাস গার্লস হাই স্কুল, চট্টগ্রাম]
ক পুরাতন শাড়ি দিয়ে খ বিছানার চাদর দিয়ে
গ গ পুরাতন বস্ত্র দিয়ে ঘ পুরাতন পর্দা দিয়ে

২৯. কাপড়ে লবণ ব্যবহার করা হয় কেন? [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক কোমলতার জন্য খ কাঁচা রং পাকা করার জন্য
খ গ রং উজ্জ্বল করার জন্য ঘ জীবাণুমুক্ত করার জন্য

৩০. সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করাকে কী বলে? [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ঘ ক সামাজিকতা খ সাম্যতা গ মানবিকতা ঘ ব্যক্তিত্ব

৩১. চুলের মসৃণতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা যায়— [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. লেবুর রস
ii. চায়ের লিকার
iii. টক দই
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩২ ও ৩৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ফারহানা বেগম সাদা কাপড় ধোয়ার পর কাপড়ে নীল ব্যবহার করেন। কিন্তু কাপড়ে নীল বেশি হওয়ায় তিনি এক ধরনের আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করেন। [জিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

৩২. সাদা কাপড়ে ফারহানা বেগমের ব্যবহৃত দ্রব্যের কাজ—
i. জীবাণুমুক্ত করা
ii. উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা
iii. হলুদ ভাব দূর করা
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত আনুষঙ্গিক দ্রব্য কোনটি?
ঘ ক স্টার্চ খ গঁদ গ লবণ ঘ ভিনেগার

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নবম শ্রেণির ছাত্রী সুমনা। প্রতিদিন গোসল করে না। মাসে একদিনও সে চুল পরিষ্কার করে কিনা সন্দেহ। সে কুঁজো হয়েও হাঁটে। [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

৩৪. সুমনার সপ্তাহে কতবার চুল পরিষ্কার করা উচিত?
খ ক এক খ দুই গ তিন ঘ চার

৩৫. দীর্ঘদিন এভাবে অপরিচ্ছন্ন ও কুঁজো হয়ে চললে সে ভুগবে—
i. দৈহিক আড়ষ্টতায়
ii. ত্বকের লাবণ্যহীনতায় ও চর্মরোগে
iii. মেরুদন্ড বাঁকা হয়ে যেতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুমনা বর্ষার মৌসুমে পরার জন্য একটি জামা তৈরি করেছে। সুতির জামা ইস্ত্রি করার পর সে নতুন জামাটি ইস্ত্রি করতে গেল। এতে জামার হাতার নিচের অংশ পুড়ে গেল। [চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

৩৬. সুমনার জামাটি ছিল—
ঘ ক লিলেন খ নাইলন গ রেয়ন ঘ রেশম

৩৭. জামাটি ব্যবহার করার জন্য তাকে—
i. রিফু করতে হবে
ii. এপলিক করতে হবে
iii. হাতা কেটে ছোট করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১. বস্ত্র ধৌতকরণ ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১৭০

৩৮. পোশাকের যত্নে সবচেয়ে অধিক প্রচলিত পদ্ধতিটি হলো—
গ ক ইস্ত্রিকরণ খ ধৌতকরণ গ মাড় লাগানো ঘ নীল লাগানো

৩৯. পোশাক ধৌত করার মূল উদ্দেশ্য হলো—
গ ক ময়লাকরণ খ ইস্ত্রিকরণ গ অপরিচ্ছারকরণ ঘ পরিচ্ছারকরণ

৪০. 'সাবান' নিচের কোনটির ক্ষেত্রে প্রযোজ—
ক ময়লাকরণ খ পরিচ্ছারকরণ
খ গ মাড় লাগানো ঘ নীল লাগানো

৪১. বেশিরভাগ কাপড় কাচা হয় x দিয়ে। এখানে x এর সাথে কিসের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক সাবান খ সোডা
ক গ বোরাক্স ঘ স্টার্চ

৪২. কাপড় কাচা সোডাকে বলে—
ক পটাসিয়াম কার্বনেট খ হাইড্রো কার্বনেট
ঘ গ মিথাইন কার্বনেট ঘ সোডিয়াম কার্বনেট

৪৩. বেশি ময়লা তৈলাক্ত কাপড় সহজে পরিষ্কার হয় কী দিয়ে?
ক সাবান খ সোডা
খ গ বোরাক্স ঘ স্টার্চ

৪৪. পরিমাণমতো পানি দিয়ে সহজে কাপড় কাচা যায়—
ক সাবান দিয়ে খ বোরাক্স দিয়ে
ঘ গ স্টার্চ দিয়ে ঘ গুঁড়া সাবান দিয়ে

৪৫. কাপড়ের দাগ তুলতে ব্যবহার করা হয় T। এখানে T এর সাথে মিল রয়েছে—
ক সাবান খ গুঁড়া সাবান
ঘ গ সোডা ঘ বোরাক্স

৪৬. চাল, আলু, ভুট্টা থেকে কী প্রস্তুত করা হয়?
ক বোরাক্স খ সাবান
গ গ স্টার্চ ঘ সোডা

৪৭. 'অ্যামোনিয়া' এক প্রকার—
ক তীব্র গ্যাস খ হালকা গ্যাস
ক গ কঠিন গ্যাস ঘ তরল গ্যাস

২. বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বপ্রস্তুতি ▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১৭২

৪৮. কাপড় ধোয়ার সময় নানা ভাগে ভাগ করা হয় কেন?
ক কাপড়ের সুবিধার্থে খ ধোয়ার সুবিধার্থে
খ গ কাজের সুবিধার্থে ঘ সময়ের অসুবিধার্থে

৪৯. যেসকল কাপড় ধোয়ার পদ্ধতি একই রকম সে কাপড় রাখতে হবে কীভাবে?
ক এক সাথে খ আলাদা করে
খ গ রঙিন কাপড়ের সাথে ঘ ময়লা কাপড়ের সাথে

৫০. ধৌত করার আগে কাপড়ের ছেঁড়া অংশে—
ক হুক লাগাতে হবে খ বোতাম লাগাতে হবে
গ গ রিফু লাগাতে হবে ঘ ক্লপ লাগাতে হবে

৫১. ধৌত করার আগে কাপড়ের ছেঁড়া অংশে রিফু করার কারণ হলো—
ক বেশি ছিঁড়তে খ কম ছিঁড়তে
গ গ না ছিঁড়তে ঘ ফেঁসে যেতে

৫২. পোশাকের ছেঁড়া অংশে সুচের সাহায্যে সুতা সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে ভরে দেওয়াকে বলে—
ক বোতাম লাগানো খ হুক লাগানো
ঘ গ সেলাই করা ঘ রিফু করা

৫৩. কাপড়ের ছেঁড়া অংশের চারদিকে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতে হয়—
ক রিফু করার সময় খ সেলাই করার সময়
ক গ বোতাম লাগানোর সময় ঘ হুক লাগানোর সময়

৫৪. কাপড়ের ছেঁড়া অংশের ওপর অন্য কাপড় দিয়ে সেলাই করাকে বলে—
ক রিফু করা খ বোতাম লাগানো
ঘ গ হুক লাগানো ঘ তালি দেওয়া

৫৫. তালি কয় ধরনের?
ক দুই ধরনের খ তিন ধরনের
ক গ চার ধরনের ঘ পাঁচ ধরনের

৫৬. কাপড়ের ছেঁড়া অংশে গোলাকার তালি দেওয়াকে বলে—
ক নকশা তালি খ সাধারণ তালি
খ গ চারকোনা তালি ঘ লম্বা তালি

৫৭. ছেঁড়া অংশ অপেক্ষা তালির কাপড় হবে—
ক লম্বা খ তিন কোনাচে
ঘ গ ছোট ঘ বড়

৫৮. তালি লাগানোর আগে টুকরা কাপড়টি—
ক ধোয়া যাবে না খ ইস্ত্রি করা যাবে না
গ গ ধুতে হবে ঘ নকশা করতে হবে

৫৯. লিনেন কাপড় পরিষ্কার করতে যে পানি ব্যবহার করা হয়—
ক গরম পানি খ ঠান্ডা পানি
খ গ দূষিত পানি ঘ বিশুদ্ধ পানি

৬০. সাবান মাখানোর পর কাপড় কত ঘণ্টা রেখে দিতে হবে?
ক আধঘণ্টা খ এক ঘণ্টা
ক গ দু ঘণ্টা ঘ তিন ঘণ্টা

৬১. বেশি ময়লা কাপড় আধঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখার উদ্দেশ্য হলো—
ক ময়লা বসাতে খ ময়লা গাঢ় করতে
ঘ গ ময়লা হালকা করতে ঘ ময়লা আলগা করতে

৬২. নীল প্রয়োগ করা হয়—
ক লাল কাপড়ে খ কালো কাপড়ে
ঘ গ হলুদ কাপড়ে ঘ সাদা কাপড়ে

৬৩. কাপড় ধোয়ার পর কাপড়ে ধবধবে ভাব না আসার কারণ হলো—
ক ঠিকভাবে কাপড় না শুকালে খ ঠিকভাবে কাপড় শুকালে
ক গ ঠিকভাবে কাপড় ভেজালে ঘ ঠিকভাবে কাপড় না ভেজালে

৬৪. কাপড়ে আর্দ্রতার আসে কীভাবে?
ক মাড় দিয়ে খ নীল দিয়ে
গ গ ইস্ত্রি দিয়ে ঘ সাবান দিয়ে

৩. রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণ ▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১৭৪

৬৫. কোন বস্ত্র বেশি উত্তাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না?
ক সুতি খ রেশমি
খ গ পশমি ঘ লিনেন

৬৬. ঘাম, ময়লাযুক্ত রেশমি বস্ত্র দ্রুত ধোয়া উচিত কেন?
ক ঘামের এসিড রেশমকে দুর্বল করে বলে
খ ঘামের এসিড রেশমকে উজ্জ্বল করে বলে
গ ঘামের এসিড পশমিকে দুর্বল করে বলে
ক ঘ ঘামের এসিড পশমিকে উজ্জ্বল করে বলে

৬৭. রেশমি বস্ত্রের কাঠিন্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে কী ব্যবহার করা হয়?
ক সাবান খ লবণ
গ গ গঁদ ঘ ক্লোরিন

৬৮. রেশমি বস্ত্র সবসময় কোথায় শুকাতে হয়?
ক রোদে খ ছায়ায়
খ গ আগুনের তাপে ঘ বাতাসে

৬৯. পশমি কাপড় কোন তন্তু থেকে উৎপন্ন হয়?
ক উদ্ভিজ্জ খ প্রাণিজ
খ গ খনিজ ঘ রাবার

৭০. পশমি কাপড় ধোয়ার কাজে কোন পানি ব্যবহার করতে হয়?
ক গরম পানি খ ঠান্ডা পানি
ঘ গ ফুটানো পানি ঘ ঈষদুষ্ণ পানি

৪. শুষ্ক ধৌতকরণ ▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১৭৬

৭১. পানি ব্যবহার না করে বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাকে কী বলে?
ক রিফু করা খ শুষ্ক ধৌতকরণ
খ গ দাগ অপসারণ ঘ প্রক্ষালন

৭২. শুষ্ক ধৌতকরণে অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য উপকরণ কী?
ক বেনজল খ পেট্রোলিয়াম ইথার
ঘ গ বেনজিন ঘ পেট্রোল

৭৩. কোন পাত্রের তরলে কিছুটা তিসির মিশিয়ে দেওয়া উত্তম?
ক প্রথম খ চতুর্থ
খ গ তৃতীয় ঘ দ্বিতীয়

৫. সংরক্ষণ ▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১৭৮

৭৪. ঠিক নিয়মে রেখে দেওয়াকে বোঝায়—
ক সংকলন খ সংরক্ষণ
খ গ সংগ্রহ ঘ সংযোজন

৭৫. কাপড়ের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করা যায় কীভাবে?
ক কাপড় ধুঁয়ে খ কাপড়ে মাড় দিয়ে
ঘ গ ছায়ায় শুকিয়ে ঘ রোদে শুকিয়ে

৭৬. পশমি বস্ত্র ব্যবহার করা হয়—
ক শীতকালে খ গরমকালে
ক গ বর্ষাকালে ঘ শরৎকালে

ঘ বিভাগ

৭৭. পশমি বস্ত্র বছরে কত মাস ব্যবহার করা হয়?
ক) ১-২ মাস খ) ২-৩ মাস
ঘ গ) ৩-৪ মাস ঘ) ৫-৬ মাস

৭৮. পশমের সবচেয়ে বড় শত্রু কী?
ক) উই পোকা খ) ঝিঁঝি পোকা
ঘ গ) উনি পোকা ঘ) মথ পোকা

৬. পারিপাট্য ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১৭৯

৭৯. পোশাক পরিচ্ছদ ধোয়া প্রয়োজন কেন?
ক) পরিপাট্যের জন্য খ) ইস্ত্রি করার জন্য
ক গ) সাবলীলতার জন্য ঘ) স্বাভাবিকতার জন্য

৮০. কথা বলার সময় যে ভঙ্গি বজায় রাখতে হবে—
ক) স্বাভাবিকতা খ) চঞ্চলতা
ক গ) উগ্রতা ঘ) উচ্ছৃঙ্খলতা

৮১. ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত—
ক) দুস্বাস্থ্য খ) সুস্বাস্থ্য
খ গ) শৌখিনতা ঘ) অলসতা

৮২. শাড়ির সাথে x মানানসই নয়। এখানে x এর সাথে কিসের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক) হাত ব্যাগ খ) গহনা
ঘ গ) কাজল ঘ) কেডস

৮৩. পায়ে তেল দিতে হবে যে কারণে—
ক) মসৃণ করতে খ) খসখসে করতে
ক গ) খড়খড়ে করতে ঘ) উসখুসে করতে

৭. পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১৮১

৮৪. সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করাকে বলে—
ক) সামাজিকতা খ) অসামাজিকতা
গ গ) ব্যক্তিত্ব ঘ) মানবিকতা

৮৫. পরিবেশ অনুযায়ী সঠিক না হলে মনে—
ক) অস্বস্তি সৃষ্টি হয় খ) স্বস্তি সৃষ্টি হয়
ক গ) শান্তি সৃষ্টি হয় ঘ) সাহস সৃষ্টি হয়

৮৬. ক) সোডার ক্ষারে কোন্ কাপড় নষ্ট হয়ে যায়?
ক) সুতি খ) লিনেন
ঘ গ) নাইলন ঘ) রেশমি

৮৭. কলেরা রোগীর জামাকাপড় জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহার করা হয় কোনটি?
ক) ক্লোরিন খ) অ্যামোনিয়া
ক গ) তুষের জল ঘ) সোডিয়াম কার্বনেট

৮৮. জামিল সাহেব চাল, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি দিয়ে এক ধরনের দ্রব্য তৈরি করেন। উক্ত দ্রব্য নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে?
ক) ব্লিচিং খ) সাবান
গ গ) স্টার্চ ঘ) ক্লোরিন

৮৯. রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য সৃষ্টি করতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক) রিঠা খ) স্টার্চ
গ গ) গঁদ ঘ) ভিনিগার

৯০. শীতের ক্ষেত্রে রুমা তার ব্যবহৃত শালটি ধোয়ার পর কীভাবে শুকাবে?
i. রোদে
ii. বাতাসপূর্ণ খোলামেলা জায়গায়
iii. ছায়াযুক্ত কোনো সমতল জায়গায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
খ গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯১. নকশা তালির ক্ষেত্রে কোন ফোঁড় ব্যবহৃত হবে?
ক) রান খ) হেম
গ গ) বোতাম ঘ) বখেয়া

৯২. কাপড়ে লবণ ব্যবহার করা হয় কেন?
ক) কোমলতার জন্য খ) কাঁচা রং পাকা করার জন্য
খ গ) রং উজ্জ্বল করার জন্য ঘ) জীবাণুমুক্ত করার জন্য

৯৩. চুলের মসৃণতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা যায়—
i. লেবুর রস
ii. চায়ের লিকার
iii. টক দই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
ঘ গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯৪. কাপড়ের কাঠিন্য এবং ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক) ভিনেগার খ) স্টার্চ
গ গ) বোরাক্স ঘ) অ্যামোনিয়া

৯৫. লিনেন কাপড় পরিষ্কার করতে যে পানি ব্যবহার করা হয়—
ক) গরম পানি খ) ঠান্ডা পানি
খ গ) দূষিত পানি ঘ) বিশুদ্ধ পানি

৯৬. পশম কত ডিগ্রি তাপে ইস্ত্রি করা হয়?
ক) ৩০০° ফাঃ খ) ৪০০° ফাঃ
ক গ) ৪০০°-৫০০° ফাঃ ঘ) ৬০০° ফাঃ

৯৭. পোশাক ধৌত করার মূল উদ্দেশ্য হলো—
ক) ময়লাকরণ খ) ইস্ত্রিকরণ
ঘ গ) অপরিষ্কারকরণ ঘ) পরিষ্কারকরণ

৯৮. কাপড়ের ছেঁড়া অংশের চারদিকে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতে হয়—
ক) রিফু করার সময় খ) সেলাই করার সময়
ক গ) বোতাম লাগানোর সময় ঘ) হুক লাগানোর সময়

৯৯. ঘাম, ময়লাযুক্ত রেশমি বস্ত্র দ্রুত ধোয়া উচিত কেন?
ক) ঘামের এসিড রেশমকে দুর্বল করে বলে
খ) ঘামের এসিড রেশমকে উজ্জ্বল করে বলে
গ) ঘামের এসিড পশমিকে দুর্বল করে বলে
ক ঘ) ঘামের এসিড পশমিকে উজ্জ্বল করে বলে

১০০. রেশমি বস্ত্র সবসময় কোথায় শুকাতে হয়?
ক) রোদে খ) ছায়ায়
খ গ) আগুনের তাপে ঘ) বাতাসে

১০১. পরিবেশ অনুযায়ী সঠিক না হলে মনে—
ক) অস্বস্তি সৃষ্টি হয় খ) স্বস্তি সৃষ্টি হয়
ক গ) শান্তি সৃষ্টি হয় ঘ) সাহস সৃষ্টি হয়

১০২. আনন্দদায়ক রং বলতে বোঝানো হয়—
ক) হালকা রং খ) উজ্জ্বল রং
খ গ) নীল রং ঘ) গোলাপি রং

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১০৩ ও ১০৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুমনা বর্ষার মৌসুমে পরার জন্য একটি জামা তৈরি করেছে। সুতির জামা ইস্ত্রি করার পর সে নতুন জামাটি ইস্ত্রি করতে গেল। এতে জামার হাতার নিচের অংশ পুড়ে গেল।

১০৩. সুমনার জামাটি ছিল—
ক) লিনেন খ) নাইলন
গ গ) রেয়ন ঘ) রেশম

১০৪. জামাটি ব্যবহার করার জন্য তাকে—
i. রিফু করতে হবে
ii. এপলিক করতে হবে
iii. হাতা কেটে ছোট করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

৮. অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবহার ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ১৮৩

১০৫. কাঁথায় নানা ধরনের লতা, পাতা, দৃশ্য ফুটিয়ে তোলাকে বলা হয়—
ক) শীতের কাঁথা খ) নকশি কাঁথা
খ গ) গরমের কাঁথা ঘ) নতুন কাঁথা

১০৬. 'পাপোশ' যে কাজে প্রয়োগ করা হয়—
ক) মাথা মুছতে খ) হাত মুছতে
ঘ গ) মুখ মুছতে ঘ) পা মুছতে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১০৭. কাপড় ধোয়ার উদ্দেশ্য হলো–
i. ময়লা দূর করতে
ii. সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে
iii. সৌন্দর্যহানি করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১০৮. স্টার্চ প্রস্তুত করা হয়–
i. চাল দিয়ে
ii. আলো দিয়ে
iii. ভুট্টা দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১০৯. কাপড় রিফু করতে প্রয়োজন–
i. সুচ
ii. সুতা
iii. পেন্সিল রবার
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১১০. কাপড়ের তালির প্রকারভেদের অন্তর্ভুক্ত হলো–
i. সাধারণ তালি
ii. নকশা তালি
iii. বাঁকা তালি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১১১. কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়–
i. নীল
ii. মাড়
iii. গরম পানি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১১২. 'প্রক্ষালন' বলতে বোঝানো হয়–
i. ময়লা ছাড়ানোর জন্য পানি
ii. সাবান ছাড়ানোর জন্য পানি ব্যবহার করা
iii. নীল ছাড়ানোর জন্য পানি ব্যবহার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১১৩. রেশমি কাপড়ে ব্যবহার করা হয়–
i. মৃদু গরম পানি
ii. বেশি ক্ষারযুক্ত সাবান
iii. কম ক্ষারযুক্ত সাবান
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১১৪. পোশাক পরিপাট্যের জন্য প্রয়োজন–
i. ধোয়া
ii. ইস্ত্রি করা
iii. মেরামত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১১৫. পোশাক পরিধান মানুষের–
i. মৌলিক অধিকার
ii. মানসিক অধিকার
iii. সামাজিক অধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১৬ ও ১১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নিলুফা বেগম তার পরিবারের কাপড়গুলো ময়লা হলে আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করে ধৌত করে। তিনি ছেঁড়া কাপড়গুলো ধৌত করার আগে ঠিক করে নেয়।

১১৬. নিলুফা বেগম ছেঁড়া কাপড়গুলো ধৌত করার আগে কী করে?
ক ⓚ বোতাম লাগায় ⓛ সুতা লাগায়
গ ⓜ রিফু করে ⓝ ফুল লাগায়

১১৭. উক্ত কাজ করতে প্রয়োজন–
i. সুচ
ii. চক
iii. সুতা
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১৮ ও ১১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পারভিন আক্তার তার সাংসারিক সব কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকেন। একদিন তার স্বামীর একটা সার্ট পোকায় কেটে ছিদ্র করলে, পারভিন তা এক পরতা কাপড়ের উপর আরেক পরতা কাপড় রেখে সেলাই করে ঠিক করে।

১১৮. পারভিন আক্তার তার স্বামীর পোকায় কাঁটা সার্টটি যে প্রক্রিয়ায় ঠিক করে তাকে বলে–
ক ⓚ তালি দেওয়া ⓛ জোড়া দেওয়া
গ ⓜ সেলাই করা ⓝ বুনন করা

১১৯. উক্ত কাজটি করা হয়ে থাকে সাধারণত–
i. কাপড় ছিদ্র হলে
ii. পুড়ে গেলে
iii. ছিঁড়ে গেলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

ঘ বিভাগ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান ২

পাঠ ১ : বস্ত্র ধৌতকরণ

▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৭০

প্রশ্ন ১। বস্ত্র ধৌতকরণের মূল উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : বস্ত্র ধৌতকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো–
১. কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা।
২. পরিষ্কার কাপড়ে আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা।

প্রশ্ন ২। সাবান কী? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : সাবান একটি সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক উপকরণ। বাড়ির বেশির ভাগ কাপড়ই সাবান দিয়ে কাচা হয়। বাজারে বিভিন্ন প্রকার সাবান পাওয়া যায়। সাবানে কস্টিক সোডার পরিমাণ বেশি থাকলে সেই সাবান বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য উপযোগী নয়।

প্রশ্ন ৩। বস্ত্র পরিষ্কারক হিসেবে সাবানের গুণ লেখ।
উত্তর : বস্ত্র পরিষ্কারক সাবানের কয়েকটা গুণ অবশ্যই থাকতে হবে। যেমন– সাবান দেখতে হলদে বা গাঢ় রঙের হবে না; সাবান এমন শক্ত হবে যাতে আঙুলের সাহায্যে চাপ দিলে গর্ত হবে না; সাবানের গা মসৃণ হবে।

প্রশ্ন ৪। কাপড়ে কাঠিন্য এবং ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করতে বোরাক্স ব্যবহার করা হয় কেন?
উত্তর : বোরাক্স জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয়। তাই কাপড়ে কাঠিন্য এবং ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই দ্রব্যটি অনেক সময় কাপড়ের দাগ তুলতেও ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ৫। সোডার ব্যবহার সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : বেশি ময়লা তৈলাক্ত কাপড় সোডা দিয়ে সহজে পরিষ্কার করা যায়। বেশি ময়লা এবং তৈলাক্ত সুতি ও লিনেন কাপড় সিদ্ধ করা, জীবাণুমুক্ত করা ও দুর্গন্ধমুক্ত করার জন্য সোডা ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ৬। গুঁড়া সাবানের ব্যবহার লেখ।

উত্তর : বর্তমানে আমাদের দেশে গুঁড়া সাবানের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। পাত্রে পরিমাণমতো পানি নিয়ে গুঁড়া সাবান দিয়ে সহজে অনেক কাপড় কাচা যায়। গুঁড়া সাবানে বার জাতীয় উপাদান থাকে বলে কাপড়ের ধরন বুঝে ব্যবহার করতে হয়।

প্রশ্ন ৭। তুষের পানি কীভাবে ব্যবহার উপযোগী হয়?

উত্তর : তুষের জল দিয়ে সিনটজ এবং কিটোন জাতীয় ছাপা ও রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করা হয়। তুষকে একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পানিতে ভিজিয়ে রেখে যখন পানি বাদামি বর্ণ ধারণ করবে, তখনই তুষের পানি ব্যবহার উপযোগী হবে।

প্রশ্ন ৮। রিঠা দিয়ে কীভাবে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা হয়?

উত্তর : প্রাচীনকাল থেকেই রিঠা ফল রেশম, পশমের বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রিঠার খোসার মধ্যে স্যাপোনিন নামে একটা পদার্থ আছে। এই স্যাপোনিনই কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে। এতে কাপড়ের উজ্জ্বলতা, কোমলতা বাড়ায় ও রং ভালো থাকে।

প্রশ্ন ৯। ডিটারজেন্ট কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : ডিটারজেন্ট এক ধরনের বারবিহীন পরিষ্কারক উপকরণ। রেশম, পশম ইত্যাদি মূল্যবান বস্ত্রাদি ডিটারজেন্টের সাহায্যে নির্ভয়ে পরিষ্কার করা যায়। ডিটারজেন্টে রঙিন বস্ত্রাদির রং চটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

প্রশ্ন ১০। স্টার্চ সম্পর্কে ধারণা দাও।

উত্তর : চাল, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি থেকে স্টার্চ প্রস্তুত করা হয়। স্টার্চ ব্যবহারে কাপড়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য এবং ধবধবে ভাব ফিরে আসে। স্টার্চ ব্যবহারের ফলে কাপড়গ সহজে ময়লা হয় না।

প্রশ্ন ১১। নীলের ব্যবহার লেখ।

উত্তর : কাপড় পরিষ্কার করার সময় সাবান ব্যবহারের ফলে কাপড়ে হলদে ভাবের সৃষ্টি হয়। একমাত্র নীল ব্যবহারের ফলে হলদে ভাব কেটে নীলাভ শুভ্রতা দেখা দেয়। কাপড়ে ব্যবহারের জন্য নীল তরল ও পাউডার দুই ভাবেই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ১২। জীবাণুনাশক ব্যবহার করা হয় কেন?

উত্তর : কোনো সংক্রামক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার পর ব্যবহৃত জামাকাপড় জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক উপকরণ দিয়ে ধোয়া হয়। যেমন– ক্লোরিন, ব্লিচিং।

প্রশ্ন ১৩। বস্ত্র পরিষ্কারক হিসেবে ভিনিগার ব্যবহার করা হয় কেন?

উত্তর : বস্ত্র পরিষ্কারক দ্রব্য ভিনিগারকে কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া রঙিন কাপড়ের রং চটে গেলে পানিতে সামান্য ভিনিগার মিশিয়ে ওই পানিতে কিছুক্ষণ রাখলে রং ফিরে আসে।

প্রশ্ন ১৪। কাপড়ে লবণের ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : নতুন রঙিন কাপড়ের কাঁচা রং পাকা করার জন্য লবণের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার সময় সাবান পানিতে সামান্য পরিমাণে লবণ গুলে নিলে কাপড়ের রং নষ্ট হয় না। কাপড়ের দাগ তুলতেও লবণ ব্যবহার করা হয়।

পাঠ ২ : বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৭২

প্রশ্ন ১৫। ধৌতকরণের পূর্বে কীভাবে বস্ত্র বাছাই করতে হয়?

উত্তর : পরিষ্কার করার সুবিধার জন্য ময়লার তারতম্য অনুসারে জামাকাপড়, বিছানার চাদর, নিত্যব্যবহার্য কাপড়, ছোট ছোট কাপড় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিলে সুবিধা হয়। তবে কাজেই বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বে তন্তু, রং, আকার ও ময়লা অনুযায়ী বস্ত্র বাছাই করতে হবে।

প্রশ্ন ১৬। ধৌত করার পূর্বে কাপড়ের ছেঁড়া অংশ মেরামত করা হয় কেন?

উত্তর : ধৌত করার পূর্বে পোশাকের বা বস্ত্রের প্রয়োজনীয় মেরামত করে নিতে হয়। তা না হলে ধৌত করার সময় আরও বেশি ছিঁড়ে যেতে পারে। এই ছেঁড়া বড় হলে পোশাক পরার অযোগ্য হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ১৭। রিফু কাকে বলে? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : পোশাকের কোনো স্থানে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেলে বা ফেঁসে গেলে ছেঁড়া স্থান সুতা দিয়ে সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে সুচের সাহায্যে ভরে দেওয়াকে রিফু বলা হয়। এজন্য বস্ত্রের সুতা অনুযায়ী সুচ ও সুতার প্রয়োজন। তাছাড়া রিফু করার সুতা ও কাপড়ের রং এক হতে হয়।

প্রশ্ন ১৮। রিফু করার প্রক্রিয়াটি লেখ।

উত্তর : রিফু করার সময় ছেঁড়া অংশের চারদিকে প্রথমে পেনসিলের দাগ দিয়ে নিতে হয়। দাগের উপর দিয়ে ছোট করে রান ফোঁড় দিয়ে সেলাই করলে কাপড়ের সুতা খুলে আসবে না। এরপর এক একটি সুতার ভিতর দিয়ে সুচ দিয়ে সুতার অংশ পরিপূর্ণ করতে হয়। ছেঁড়া অংশের সম্পূর্ণটা টানা সুতায় ভরে তুলে সুতার উপর ও নিচ দিয়ে সেলাই করে পূরণ করতে হয়।

প্রশ্ন ১৯। তালি দেওয়া কাকে বলে? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : বস্ত্র ও পোশাকের কোনো অংশ ছিঁড়ে গেলে এক পরতা কাপড়ের উপর আরেক পরতা কাপড় রেখে সেলাই করে আটকানোকেই তালি দেওয়া বলা হয়। পোশাক-পরিচ্ছদের কোনো অংশ ছিদ্র হলে, পুড়ে গেলে বা পোকায় কাটলে তালি দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন ২০। তালি কয় প্রকার এবং কী কী?

উত্তর : তালি দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা– ১. সাধারণ তালি ও ২. নকশা তালি।

প্রশ্ন ২১। কাপড়ে দাগ লাগলে ধোয়ার পূর্বেই ঐ দাগ সম্পর্কে জানতে হয় কেন?

উত্তর : নানা কারণে জামাকাপড়ে দাগ লাগে এবং ব্যবহারের অনুপযোগী হয়। দেখতেও খারাপ লাগে। তাই সম্পূর্ণ কাপড়টি ধোয়ার আগে দাগযুক্ত স্থানটির দাগের উৎস, তন্তুর প্রকৃতি জানতে হবে। কেননা রং অন্যান্য পরিষ্কারক দ্রব্যের সংস্পর্শে এসে দাগটি স্থায়ীভাবে বসে যেতে পারে।

প্রশ্ন ২২। বেশি ময়লা কাপড় পানিতে ভিজিয়ে পরিষ্কার করতে হয় কেন?

উত্তর : বেশি ময়লা কাপড় (মশারি, পর্দা, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি) সাবান পানিতে দেওয়ার আগে ঠান্ডা বা ঈষদুষ্ণ পানিতে আধঘণ্টা বা একঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে কাপড়ের ময়লা আলগা হয়। এরপর সাবান পানি দিয়ে ধুলে কাপড় ভালো পরিষ্কার হয় এবং সাবানও কম খরচ হয়।

প্রশ্ন ২৩। প্রক্ষালন কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করার পর বড় বালতি বা গামলায় বেশি করে পানি নিয়ে কাপড় বারবার ধুয়ে ময়লা ও সাবান ছাড়াতে হয়। ময়লা ও সাবান ছাড়ানোর জন্য বারবার পানি বদলানোর প্রক্রিয়াকেই প্রক্ষালন বলা হয়।

প্রশ্ন ২৪। কোন ধরনের কাপড়ে মাড় দেওয়া হয়?

উত্তর : সাধারণত সুতি ও লিনেনের কাপড়ে মাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কতটা ঘন মাড় দেওয়া হবে তা নির্ভর করে কাপড়ের প্রকৃতির ওপর। মোটা কাপড়ে পাতলা মাড় দেওয়া হয়।

পাঠ ৩ : রেশমি বস্ত্র ধৌতকরণ ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৭৪

প্রশ্ন ২৫। রেশমি বস্ত্র দ্রুত ধোয়া উচিত কেন?
উত্তর : রেশমি বস্ত্র বেশি উত্তাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঘাম, ময়লাযুক্ত রেশমি বস্ত্র দ্রুত ধোয়া উচিত। কারণ ঘামের এসিড রেশমকে দুর্বল করে।

প্রশ্ন ২৬। ধোয়ার সময় সাদা ও রঙিন বস্ত্র আলাদা করা উচিত কেন?
উত্তর : ধোয়ার সময় সাদা ও রঙিন রেশমি বস্ত্র আলাদা করে নিতে হয়। রঙিন রেশমি বস্ত্র ভিজিয়ে রাখলে রং ওঠে এবং সাদা রেশমি বস্ত্রের সাথে একত্রে ধুলে সাদা বস্ত্রে রং লেগে যেতে পারে। তাই সাদা ও রঙিন বস্ত্র আলাদা ধোয়া উচিত।

প্রশ্ন ২৭। রেশমি বস্ত্র কীভাবে ইস্ত্রি করতে হয়?
উত্তর : রেশমি বস্ত্র কিছুটা আর্দ্র অবস্থায় ইস্ত্রি করতে হয়। সুতা কাপড়ের মতো রেশমি বস্ত্রে পানি ছিটানো বা স্প্রে করতে হয় না। এতে কাপড়ে পানির ফোঁটার দাগ বসে যায়। রেশমি কাপড় উল্টা পিঠে মৃদু তাপে ইস্ত্রি করলে উজ্জ্বলতা ঠিক থাকে। ইস্ত্রি শেষে কাপড়ের জলীয় বাষ্প শুকিয়ে গেলে যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে হয়।

প্রশ্ন ২৮। পশমের সাদা কাপড়ে কীভাবে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়?
উত্তর : পশমের সাদা কাপড় তিন-চারবার ঈষদুষ্ণ পানি দিয়ে ভালোভাবে ধোয়া উচিত। পশমের সাদা জামাকাপড় শেষবার পানি দিয়ে ধোয়ার সময় পানির মধ্যে কয়েক ফোঁটা সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস মিশিয়ে নিলে কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ২৯। রঙিন পশমি কাপড় ধোয়ার প্রক্রিয়াটি লেখ।
উত্তর : রঙিন পশমি কাপড় ধোয়ার সময় পানিতে ভিনিগার মিশিয়ে নিলে কাপড়ের রং ভালো থাকে। ধোয়ার পর একটি মোটা বড় পরিষ্কার তোয়ালের মধ্যে ভেজা কাপড়টিকে জড়িয়ে দুই হাতে চেপে চেপে পানি বের করতে হয়। কাপড় কখনোই মুচড়িয়ে নিংড়াতে হয় না। এতে কাপড়ের ক্ষতি হয়।

প্রশ্ন ৩০। পশমি কাপড় কীভাবে শুকাতে হয়?
উত্তর : পশমি বস্ত্র মৃদু সূর্যকিরণ অথবা আলো-বাতাসপূর্ণ ছায়াযুক্ত স্থানে শুকাতে হয়। মেশিনে তৈরি পশমি বস্ত্র সমতল স্থানে পাটি, মাদুর, কাঁথা প্রভৃতি মেলে তার ওপর ভেজা কাপড়গুলো বিছিয়ে শুকাতে হয়। মাঝে মাঝে কাপড়গুলো এপিঠ-ওপিঠ করে নেড়ে দিলে তাড়াতাড়ি শুকায়।

প্রশ্ন ৩১। পশমি বস্ত্র কোন প্রক্রিয়ায় ইস্ত্রি করতে হয়?
উত্তর : পশমি বস্ত্র কিছুটা আর্দ্র অবস্থায় উল্টা দিক দিয়ে মৃদু তাপে এবং হালকা চাপে ইস্ত্রি করতে হয়। ইস্ত্রি করার সময় একটা পাতলা ভেজা কাপড় উপরে বিছিয়ে নিয়ে তার উপর ইস্ত্রি চালাতে হয়। এতে তন্তুর ক্ষতি হয় না এবং উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। কাপড় ইস্ত্রি করার পর কিছুক্ষণ বাতাসে রেখে উত্তমরূপ জলীয় বাষ্প দূর করে নিতে হয়।

পাঠ ৪ : শুষ্ক ধৌতকরণ ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৭৬

প্রশ্ন ৩২। শুষ্ক ধৌতকরণ কাকে বলে? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : পানি ব্যবহার না করে বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাকেই শুষ্ক ধৌতকরণ বলা হয়। এই পদ্ধতিতে কাপড় ধোয়া হলে কাপড়ের আকার, আকৃতি ও উজ্জ্বলতা বজায় থাকে।

প্রশ্ন ৩৩। শুষ্ক ধোলাইকরণের প্রক্রিয়াটি লেখ।
উত্তর : শুষ্ক ধোলাইয়ের জন্য অনেক প্রকার রাসায়নিক দ্রাবক ব্যবহৃত হয়। এসব তরল পদার্থ সম্পূর্ণ পানিশূন্য থাকে। আর তাতে কিছুটা পানি থাকলেও তা তুলা বা কোনো প্রকার শোষক দিয়ে পানিশূন্য করা হয়। কেননা, এ জাতীয় তরলে পানি থাকলে তা দিয়ে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা যায় না।

প্রশ্ন ৩৪। শুষ্ক ধৌতিতে বিভিন্ন পরিষ্কারকের মধ্যে পেট্রোলই বেশি ব্যবহার কেন?
উত্তর : শুষ্ক ধৌতিতে ব্যবহৃত পরিষ্কারক দ্রব্যাদি বা তরল পদার্থের মধ্যে পেট্রোলিয়াম ইথার, টারপেনটাইন কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজল, বেনজিন ও পেট্রোল উল্লেখযোগ্য। এসব পরিষ্কারক দ্রব্যের মধ্যে পেট্রোলই বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ পেট্রোল অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য।

পাঠ ৫ : সংরক্ষণ ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৭৮

প্রশ্ন ৩৫। সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : সংরক্ষণ বলতে সঠিক নিয়মে রেখে দেওয়াকে বোঝায়। এখানে ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ধোয়া ও ইস্ত্রি করার পর যথাযথ স্থানে স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য রেখে দেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৬। কাপড় সংরক্ষণে লক্ষণীয় দুটি বিষয় লেখ।
উত্তর : কাপড় সংরক্ষণে লক্ষণীয় অন্যতম দুটি বিষয় হলো–
১. দামি কাপড়, সাধারণ কাপড় ভাগ ভাগ করে রাখলে সুবিধা হয়।
২. বড় কাপড়, ছোট ছোট কাপড় ভাগে ভাগে সংরক্ষণ করা হলে প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ৩৭। পশম কাপড়ের সবচেয়ে বড় শত্রু কোনটি?
উত্তর : পশমের সবচেয়ে বড় শত্রু মথ। ময়লা পশমি কাপড়ে এদের আরও বেশি উপদ্রব হয়। মথ পোকার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে কাপড় সংরক্ষণের আগেই সঠিক নিয়মে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।

প্রশ্ন ৩৮। ইস্ত্রি করা রেশমি বস্ত্রে জলীয়বাষ্প দূরীভূত করতে হয় কেন?
উত্তর : ইস্ত্রি করা রেশমি বস্ত্রের জলীয়বাষ্প উত্তমরূপে দূরীভূত করতে হবে। তা না হলে ফাঙ্গাস সৃষ্টি হয়ে বস্ত্রের তন্তু দুর্বল হয়ে যায় এবং ব্যবহারের সময় ফেঁসে যায়।

পাঠ ৬ : পারিপাট্য ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৭৯

প্রশ্ন ৩৯। সাজসজ্জার পারিপাট্য বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : কোনো ব্যক্তির সাজসজ্জার পারিপাট্য বলতে ব্যক্তির দেহের সাথে মানানসই পোশাক-পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন কার্যের মিলিত অবস্থাকে বোঝায়। শারীরিক সৌন্দর্য তখনই উদ্ভাসিত হয়, যখন শরীর সুস্থ থাকে। সুস্থ দেহে সুস্থ মনে থাকে। সুস্থ মনই শৈল্পিকভাবে পারিপাটি থাকতে তাগিদ সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ৪০। পারিপাট্য বজায় রাখার জন্য করণীয় দুটি বিষয় উল্লেখ কর।
উত্তর : পারিপাট্য বজায় রাখার জন্য করণীয় দুটি বিষয় হলো–
১. পারিপাট্যের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের নিয়মিত যত্ন তথা ধোয়া, ইস্ত্রি ও মেরামত প্রয়োজন।
২. সময়োপযোগী পোশাক নির্বাচন ও পরিধান করা পারিপাট্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

প্রশ্ন ৪১। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা কী? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য প্রয়োজন দেহের পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে মানবদেহে গঠিত। যেমন– হাত, পা, দাঁত, চোখ, নখ, কান, নাক, গলা, চুল, ত্বক ইত্যাদি। এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর পরিচ্ছন্নতার সার্বিক রূপই হলো দৈহিক পরিচ্ছন্নতা।

প্রশ্ন ৪২। কীভাবে ব্যক্তিত্বে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে?
উত্তর : অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যত্নের মাধ্যমে দাঁত, ত্বক, চুল তথা সমগ্র দেহাবয়ব মোহনীয় হয়ে উঠলে মানসিক জড়তা দূর হয়ে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। নিজেকে ব্যক্তিত্বসম্পন্নভাবে সবার সামনে প্রকাশ করতে কোনো সংকোচ থাকে না।

প্রশ্ন ৪৩। হাতের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য কী কী বিষয় লক্ষ রাখা প্রয়োজন?

উত্তর : হাতের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য যেসব বিষয় লক্ষ রাখা প্রয়োজন সেগুলো হলো– কোনো কাজ করার পর হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। হাতে বিভিন্ন তরকারির কষের দাগ কিংবা রান্নার মসলার দাগ লাগলে লেবু দিয়ে ঘষলে হাত দাগমুক্ত হয়ে যায়। হাতের নখ কেটে ছোট করতে হবে।

প্রশ্ন ৪৪। দাঁতের যত্নে লক্ষণীয় বিষয়গুলো লেখ।

উত্তর : দাঁতের যত্নে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো– প্রতিদিন মানসম্মত পেস্ট বা দাঁতের মাজন ব্যবহার করতে হবে। খাওয়ার পর দাঁত পরিষ্কার করে নিতে হবে। দাঁত মাজার জন্য ছাই, কয়লা পোড়ামাটি স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

প্রশ্ন ৪৫। চোখের নিরাপত্তার কোন বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হয়?

উত্তর : প্রতিদিন ভোরে চোখ পরিষ্কার করে ঠান্ডা পানির ঝাপটা দিতে হবে। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। চোখের সুস্থতার জন্য ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করতে হয় প্রভৃতি।

প্রশ্ন ৪৬। পোশাকের পরিচ্ছন্নতার সাথে দেহের সুস্থতা জড়িত কেন?

উত্তর : পোশাকের পরিচ্ছন্নতা সাথে দেহের সুস্থতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ পোশাক মানুষের দেহের সাথে সংলগ্ন থাকে এবং দেহের পরিচ্ছন্নতাকে সংরক্ষণ করে। অপরিচ্ছন্ন পোশাক দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে বাধাপ্রাপ্ত করে। এই অপরিচ্ছন্ন পোশাক পারিপাট্যের অন্তরায়। এ জন্য দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে নিশ্চিত করার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য।

পাঠ-৭ : পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা

প্রশ্ন ৪৭। ব্যক্তিত্ব শব্দটির মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ লেখ।

উত্তর : ব্যক্তিত্ব শব্দটির মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হলো 'সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যক্তির গঠন, আচরণের ধরন, আগ্রহ, ভাবভঙ্গি, সামর্থ্য এবং প্রবণতার সংহতি এবং ঐক্য।' অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব দেহ ও মনের জীবন্ত ঐক্য বিশেষ।

প্রশ্ন ৪৮। কোন রঙের পোশাক স্থূল দেহের ব্যক্তিদের হালকা দেখায়?

উত্তর : দেহের ত্বক, চুল, চোখের রঙের সাথে মানানসই পোশাকের রং নির্বাচন করে দেহের ক্ষীণতা ও স্থূলতা ঢাকা যায়। নীল, সবুজ, নীলাভ সবুজ ইত্যাদি স্নিগ্ধ রঙের পোশাকগুলো স্থূল দেহের ব্যক্তিদের আপাতভাবে হালকা দেখায়।

প্রশ্ন ৪৯। পরিবেশ অনুযায়ী সঠিক পোশাক না হলে মনের অবস্থা কেমন হয়?

উত্তর : পরিবেশ অনুযায়ী সঠিক পোশাক না হলে মনে অস্বস্থি সৃষ্টি হয় এবং জড়তা তৈরি হয়। ফলে শরীর, মন আড়ষ্ট হয়ে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। নিজেকে আড়াল করার প্রবণতা দেখা যায়।

প্রশ্ন ৫০। খর্বকার ও স্থূল দেহাকৃতির ব্যক্তির জন্য উপযোগী পোশাক কীরূপ?

উত্তর : কম নকশাযুক্ত ছোট ছোট ছাপা এবং হালকা জমিনের বস্ত্রের তৈরি পোশাক খর্বকায় ও স্থূল দেহাকৃতির ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী।

পাঠ ৮ : অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবহার ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৮৩

প্রশ্ন ৫১। কীভাবে নকশি কাঁথা তৈরি করা হয়?

উত্তর : পুরোনো বস্ত্র, শাড়ি, বিছানার চাদর, পর্দা ইত্যাদির রং চটে গেলে, সামান্য ছিঁড়ে গেলে ফেলে রাখা হয়। পুরোনো কাপড়ের সাহায্যে গ্রামের মেয়েরা সুন্দর করে নকশি কাঁথা বানায়। পুরোনো কাপড়ের কাঁথায় নানা ধরনের লতাপাতা, দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়। এভাবে তৈরি হয় নকশি কাঁথা।

প্রশ্ন ৫২। পুরানো চাদর দিয়ে পাপোশ তৈরির ধাপগুলো লেখ।

উত্তর : পুরানো চাদর দিয়ে পা মোছার পাপোশ তৈরি করা যায়। প্রথমে চাদরের একমাথায় গিট দিয়ে নিতে হবে। এবার চারদিকে লম্বালম্বিভাবে তিন ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। তারপর চাদরটিকে কোথাও ঝুলিয়ে নিয়ে লম্বালম্বি করে শক্তভাবে বেণি করে নিতে হবে। এখন কাপড়ের বেণিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটার সাথে অন্যটা সুচ সুতা দিয়ে আটকিয়ে ফেলতে হবে।

প্রশ্ন ৫৩। টুকরা কাপড়কে কীভাবে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয়?

উত্তর : বাড়িতে কাপড় সেলাইয়ের কাজ করার পর বিভিন্ন টুকরা কাপড় অপ্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে বের হয়। বড় টুকরাগুলোকে একত্র করে একই মাপ ও একই আকৃতিতে কেটে সব কাপড় পরপর মেশিনে জোড়া লাগিয়ে চারপাশে কাপড়ের পাড় বা অন্য কাপড়ের বর্ডার দিয়ে বেড কভার, টেবিল কভার ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। পোশাক ব্যক্তির কোন পরিচয় তুলে ধরে?

[ঢা. বো. '২৪; রা. বো. '২৪; য. বো. '২৪; চ. বো. '২৪; সি. বো. '২৪; ব. বো. '২৪; দি. বো. '২৪; ম. বো. '২৪]

উত্তর : পোশাক ব্যক্তির সৌন্দর্যবোধ, রুচি ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরে।

প্রশ্ন ২। রিঠা কী? [ঢা. বো. '২৩, '২২; কু. বো. '২২; সি. বো. '২৩, '২২; ম. বো. '২৩]

উত্তর : রিঠা বা রিঠা ফল হলো একটি বিশেষ পরিষ্কারক দ্রব্য, যা রেশমি ও পশমি কাপড়ের উজ্জ্বলতা, কোমলতা ও রং উজ্জ্বল রাখে।

প্রশ্ন ৩। রিঠা কী? [ঢা. বো. '২২; কু. বো. '২২; সি. বো. '২২]

উত্তর : রিঠা বা রিঠা ফল হলো একটি বিশেষ পরিষ্কারক দ্রব্য, যা রেশমি ও পশমি কাপড়ের উজ্জ্বলতা, কোমলতা ও রং উজ্জ্বল রাখে।

প্রশ্ন ৪। প্রক্ষালন কাকে বলে?

[ঢা. বো. '২০; য. বো. '২০; কু. বো. '২০; সি. বো. '২০]

উত্তর : কাপড়ের ময়লা ও সাবান ছাড়ানোর জন্য বারবার পানি বদলানোর প্রক্রিয়াকেই প্রক্ষালন বলা হয়।

প্রশ্ন ৫। রিফু কাকে বলে?

[রা. বো. '২০, চ. বো. '২০; ব. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০]

উত্তর : পোশাকের কোনো স্থানে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেলে ছেঁড়া স্থানের পড়েন সুতা সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে সুচের সাহায্যে ভরে দেওয়াকে রিফু বলা হয়।

প্রশ্ন ৬। পোশাকে ছন্দ আনার পদ্ধতি কয়টি? [সকল বোর্ড '১৫]

উত্তর : পোশাকে চারটি পদ্ধতিতে ছন্দ আনা যায়। যথা—

১. পুনরাবৃত্তি, ২. বিকিরণ, ৩. ক্রমবিন্যাস ও ৪. নিরবচ্ছিন্নতা।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৭। পশমি কাপড়ের বড় শত্রু কী? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
উত্তর : পশমি কাপড়ের বড় শত্রু মথ।

প্রশ্ন ৮। বস্ত্র ধৌতকরণের উদ্দেশ্য কয়টি? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
উত্তর : বস্ত্র ধৌতকরণের উদ্দেশ্য ২টি।

প্রশ্ন ৯। অ্যামোনিয়া কী? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর: অ্যামোনিয়া এক প্রকার তীব্র গ্যাস।

প্রশ্ন ১০। সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক দ্রব্য কোনটি? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
উত্তর : সাবান একটি সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক দ্রব্য।

প্রশ্ন ১১। বস্ত্র ধৌতকরণের মূল উদ্দেশ্য কী? [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
উত্তর : বস্ত্র ধৌতকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো কাপড়ের ময়লা দূর করে পরিষ্কার করে বস্ত্রের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা।

প্রশ্ন ১২। নিজেদের সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা মানুষের কী? [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

প্রশ্ন ১৩। শুষ্ক ধৌতকরণে কোন পরিষ্কারক দ্রব্যটি বেশি ব্যবহৃত হয়? [রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : শুষ্ক ধৌতকরণে পেট্রোল পরিষ্কারক দ্রব্যটিই বেশি ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ১৪। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা কী? [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অটুট রাখাই হলো ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা।

প্রশ্ন ১৫। কাপড়ের ময়লা দূর করার জন্য কী ব্যবহার করা হয়? [কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুল]
উত্তর : কাপড়ের ময়লা দূর করার জন্য কাপড় কাচার সাবান গুঁড়া সাবান, সোডা, তুষের জল, অ্যামেনিয়া ইত্যাদি পরিষ্কারক ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ১৬। কোন আলো চোখের ক্লান্তি দূর করে? [ড. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
উত্তর : নীল বা সবুজ আলো চোখের ক্লান্তি দূর করে।

প্রশ্ন ১৭। কাপড় কাচার সোডাকে কী বলে? [সিলভার বেলস বালিকা বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
উত্তর : কাপড় কাচার সোডাকে বলে সোডিয়াম কার্বনেট।

প্রশ্ন ১৮। তরকারির কষের দাগ কোন রস দিলে ওঠে যায়? [চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : তরকারির কষের দাগ লেবুর রস দিলে ওঠে যায়।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১৯। পোশাক ব্যক্তির কিসের পরিচয় তুলে ধরে?
উত্তর : পোশাক ব্যক্তির সৌন্দর্যবোধ, রুচি ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরে।

প্রশ্ন ২০। ক্রমাগত পরিধানের ফলে নতুন পোশাকও কেমন হয়ে পড়ে?
উত্তর : ক্রমাগত পরিধানের ফলে নতুন পোশাকও পুরাতন এবং জীর্ণ হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ২১। পরিষ্কার ও পরিপাটি পোশাক দেহ ও মনে কী বজায় রাখে?
উত্তর : পরিষ্কার ও পরিপাটি পোশাক দেহ ও মনে সুস্থতা বজায় রাখে।

প্রশ্ন ২২। বস্ত্র ধৌতকরণের একটি সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক উপকরণ কী?
উত্তর : বস্ত্র ধৌতকরণের একটি সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক উপকরণ হচ্ছে সাবান।

প্রশ্ন ২৩। সোডিয়াম কার্বনেট কাকে বলে?
উত্তর : কাপড় কাচা সোডাকে সোডিয়াম কার্বনেট বলে।

প্রশ্ন ২৪। ডিটারজেন্ট কী?
উত্তর : ডিটারজেন্ট এক প্রকার ক্ষারবিহীন পরিষ্কারক উপকরণ।

প্রশ্ন ২৫। তালি দেওয়া কাকে বলে?
উত্তর : বস্ত্র ও পোশাক কোথাও ছিঁড়ে গেলে একপরতা কাপড়ের ওপর আরেক পরতা কাপড় রেখে সেলাই করে আটকানোকে তালি দেওয়া বলে।

প্রশ্ন ২৬। সাধারণত কী কী কাপড়ে মাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয়?
উত্তর : সাধারণত সুতি ও লিনেনের কাপড়ে মাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন ২৭। কাপড় মসৃণ ও পরিপাটি করার জন্য কী করা হয়?
উত্তর : কাপড় মসৃণ ও পরিপাটি করার জন্য ইস্ত্রি করা হয়।

প্রশ্ন ২৮। প্রাণিজ তন্তু থেকে কী কাপড় উৎপন্ন হয়?
উত্তর : প্রাণিজ তন্তু থেকে পশমি কাপড় উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন ২৯। শুষ্ক ধৌতকরণ কাকে বলে?
উত্তর : পানি ব্যবহার না করে বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাকেই শুষ্ক ধৌতকরণ বলে।

প্রশ্ন ৩০। বছরের কয় মাস পশমি বস্ত্র ব্যবহৃত হয়?
উত্তর : বছরের ২–৩ মাস পশমি বস্ত্র ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ৩১। কী গঠনের জন্য প্রয়োজন দেহের পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন?
উত্তর : সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য প্রয়োজন দেহের পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন।

প্রশ্ন ৩২। নিয়মিত গোসলের অভ্যাস কিসের পরিচ্ছন্নতা বাড়ায়?
উত্তর : নিয়মিত গোসলের অভ্যাস ত্বকের পরিচ্ছন্নতা বাড়ায়।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। পোশাকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন কেন? [ঢা. বো. '২৩; সি. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]
উত্তর : পোশাকের স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য ও ব্যবহারোপযোগিতা বজায় রাখার জন্য যথাযথভাবে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সঠিক নিয়মে পোশাকের যত্ন নিলে কাপড়-চোপড় অনেক দিন টেকে, সুন্দর অবস্থায় থাকে এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। পরিষ্কার ও পরিপাটি পোশাক দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখে। তাই পোশাকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন ২। প্রক্ষালন বলতে কী বোঝ? [ঢা. বো. '২৩; সি. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]
উত্তর : কাপড়ের ময়লা ও সাবান ছাড়ানোর জন্য বারবার পানি বদলানোর প্রক্রিয়াকে প্রক্ষালন বলে। কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করার জন্য বড় বালতি বা গামলায় বেশি করে পানি নিয়ে কাপড় ধুয়ে ময়লা ও সাবান ছাড়াতে হয়।

প্রশ্ন ৩। কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করার উপায় ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২২; কু. বো. '২২; সি. বো. '২২]
উত্তর : কাপড় পরিষ্কারের আনুষঙ্গিক দ্রব্য হিসেবে নীল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাধারণত কাপড়ের হলদে ভাব দূর করে নীলাভ শুভ্রতা সৃষ্টিতে নীলের ব্যবহার জনপ্রিয় হলেও কখনো অতিরিক্ত নীলের ভুল প্রয়োগে সে প্রচেষ্টা বিপরীত হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করতে সীমিত পরিমাণ হালকা গরম পানিতে অধিক নীলযুক্ত কাপড়টি কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে। এতে কাপড়ে বসে যাওয়া নীল ধীরে ধীরে ভিজিয়ে রাখা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে শুভ্র কাপড়ের অধিক নীল রংটিকে হালকা করে দেছে। আর এভাবেই কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করা সম্ভব।

প্রশ্ন ৪। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষায় দৈহিক পরিচ্ছন্নতার প্রভাব কী?

[ঢা. বো. '২০; য. বো. '২০; কু. বো. '২০; সি. বো. '২০]

উত্তর : ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষায় দৈহিক পরিচ্ছন্নার প্রভাব অনস্বীকার্য। ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত হলো সুস্বাস্থ্য। আর সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য প্রয়োজন দেহের পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতার সার্বিক রূপই হলো দৈহিক পরিচ্ছন্নতা। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অটুট রাখাই দৈহিক পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্নের মাধ্যমে দাঁত, ত্বক, চুল তথা সমগ্র দেহাবয়ব মোহনীয় হয়ে উঠলে মানসিক জড়তা দূর হয়ে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

প্রশ্ন ৫। পানিতে কাপড় বার বার ধোয়াকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর।

[রা. বো. '২০, চ. বো. '২০; ব. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০]

উত্তর : পানিতে কাপড় বারবার ধোয়াকে প্রক্ষালন বলা হয়। ময়লা কাপড় সাবান দিয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখার পর বেশি ময়লা অংশগুলো ঘষে পরিষ্কার করতে হয়। তারপর বড় বালতি বা গামলায় বেশি করে পানি নিয়ে কাপড় বারবার ধুয়ে ময়লা ও সাবান ছাড়াতে হয়। ময়লা ও সাবান ছাড়ানোর জন্য বারবার পানি বদলানোর এ প্রক্রিয়াই প্রক্ষালন।

প্রশ্ন ৬। রিফু বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড '১৫]

উত্তর : পোশাকের কোনো স্থানে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেলে বা ফেঁসে গেলে ছেঁড়া স্থানে পড়েন সুতা সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে সুচের সাহায্যে ভরাট দেওয়াকে রিপু বলা হয় এজন্য বস্ত্রের সুতা অনুযায়ী সুচ ও সুতার প্রয়োজন।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৭। শুষ্ক ধৌতকরণ বলতে কী বোঝ?

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : পানি ব্যবহার না করে বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাকেই শুষ্ক ধৌতকরণ বলা হয়। কিছু কিছু রেশমি ও পশমি কাপড় সাবান পানিতে ধুলে সংকুচিত হয় কিংবা রং চটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতিতে কাপড় ধোয়া হলে কাপড়ের আকার আকৃতি ও উজ্জ্বলতা বজায় থাকে।

প্রশ্ন ৮। কাপড় ধোয়ার পূর্বে প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো কী কী?

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা; রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা]

উত্তর : কাপড় ধোয়ার পূর্বে প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো হলো—

পরিষ্কার করার সুবিধার জন্য ময়লার তারতম্য অনুসারে জামাকাপড়, বিছানার চাদর, নিত্যব্যবহার্য কাপড়, ছোট কাপড় ভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিলে সুবিধা হয়। ধৌত করার পূর্বে কাপড়ের কোনো অংশে ছেড়া থাকলে তা রিফু বা তালি দিয়ে ঠিক করে নিতে হয়। তা না হলে ধৌত করার সময় আরও ছিড়ে যেতে পারে। অতঃপর কাপড়ে যদি কোনো দাগ থাকে তা অপসারণ করে নিতে হবে এবং বস্ত্র ধৌতকরণের আগেই বস্ত্রের তন্তুর প্রকৃতি, ময়লার ধরন, রং, আকার-আয়তন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে উপযুক্ত পরিষ্কারক দ্রব্য নির্ধারণ করে নিতে হবে।

প্রশ্ন ৯। কাপড়ে নীল বা মাড় প্রয়োগ করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : কাপড় পরিষ্কার করার সময় সাবান ব্যবহারের ফলে কাপড়ে হলদে ভাবের সৃষ্টি হয়। একমাত্র নীল ব্যবহারের মাধ্যমে কাপড়ের হলদে ভাব দূর করে শুভ্রতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তাই কাপড়ে নীল ব্যবহার করা হয়। আর ধোয়ার পর কাপড় অনেক সময়ই মলিন হয়ে ওঠে এবং কাপড়ে পুরোনো ভাব চলে আসে। তাই বস্ত্রের কাঠিন্যতা সৃষ্টি করতে এবং আড়ষ্টভাব ফিরিয়ে আনতে কাপড়ে মাড় প্রয়োগ করা হয়। নীল ও মাড় প্রয়োগের ফলে কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ১০। বস্ত্র ধৌতকরণের উদ্দেশ্য লেখ।

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : পোশাকের যত্নে সবচেয়ে অধিক প্রচলিত পদ্ধতিটি হলো বস্ত্র ধৌতকরণ। ধৌতকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো— কাপড়ের ময়লা দূর করে পরিষ্কার করা এবং পরিষ্কার কাপড়ে আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা।

প্রশ্ন ১১। সাবানের গুণাবলি ব্যাখ্যা কর।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]

উত্তর : সাবান একটি সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক। বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য সাবানের কিছু গুণাবলি থাকবে। যেমন— এটি হলদে বা গাঢ় রঙের হবে না। সাবান শক্ত হতে হবে। সাবানের গা মসৃণ হবে। এটি পানির প্রসারণ ক্ষমতা ও ভিজানোর ক্ষমতা বাড়ায়, কাপড়ের ময়লাকে বের করে ফলে কাপড় পরিষ্কার হয়ে ওঠে। পানি দিয়ে ধুলে ময়লাসহ সাবান ধুয়ে যায়।

প্রশ্ন ১২। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা বলতে কী বোঝায়?

[বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে মানবদেহ গঠিত। যথা— হাত, পাতা, দাঁত, চোখ, নখ, কান, নাক, গলা, চুল, ত্বক ইত্যাদি। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর পরিচ্ছন্নতার সার্বিক পরিচ্ছন্নতা অতি প্রয়োজনীয়। আর এ পরিচ্ছন্নতাকে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা বলে।

প্রশ্ন ১৩। কীভাবে চোখের যত্ন করতে হবে ব্যাখ্যা কর।

[ভ. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে চোখ সবচেয়ে বেশি কোমল ও সূক্ষ্ম। চোখের যত্নে প্রতিদিন ভোরে চোখে পরিষ্কার ঠান্ডা পানির ঝাপটা দিতে হবে। তীব্র বা নিষ্প্রভ আলোতে পড়াশুনাসহ অন্যান্য কাজ করা যাবে না। পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। যেকোনো সমস্যায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১৪। যথাযথভাবে পোশাকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন কেন?

উত্তর : যথাযথভাবে পোশাকের যত্ন নিলে কাপড় অনেকদিন টেকে। তাছাড়া কাপড়চোপড় সুন্দর অবস্থায় থাকে এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। আর তাই যথাযথভাবে পোশাকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন ১৫। কাপড়ের ধরন বুঝে গুঁড়া সাবান ব্যবহার করতে হয় কেন?

উত্তর : গুঁড়া সাবান দিয়ে সহজে অনেক কাপড় কাচা যায়। হুইল, তিব্বত, জেট ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বাজারে গুঁড়া সাবান রয়েছে। কিন্তু এসব গুঁড়া সাবানে ক্ষারজাতীয় পদার্থ থাকে। আর তাই কাপড়ের ধরন বুঝে গুঁড়া সাবান ব্যবহার করতে হয়।

প্রশ্ন ১৬। ডিটারজেন্ট ব্যবহারে রঙিন বস্ত্রাদির রং চটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না কেন?

উত্তর : রেশম, পশম ইত্যাদি মূল্যবান বস্ত্রাদি ডিটারজেন্টের সাহায্যে নির্ভয়ে পরিষ্কার করা যায়। কারণ ডিটারজেন্ট এক প্রকার ক্ষারবিহীন

পরিষ্কারক উপকরণ। আর তাই ডিটারজেন্ট ব্যবহারে রঙিন বস্ত্রাদির রং চটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রশ্ন ১৭। বস্ত্র পরিষ্কারক দ্রব্য ভিনিগারের প্রয়োজনীয়তা কী?

উত্তর : বস্ত্র পরিষ্কারক দ্রব্য ভিনিগারকে কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া রঙিন কাপড়ের রং চটে গেলে পানিতে সামান্য ভিনিগার মিশিয়ে ওই পানিতে কিছুক্ষণ রাখলে রং ফিরে আসে।

প্রশ্ন ১৮। সাদা ও রঙিন বস্ত্র আলাদাভাবে ধোয়া উচিত কেন?

উত্তর : রঙিন রেশমি বস্ত্র ভিজিয়ে রাখলে রং ওঠে যায়। আর রেশমি রঙিন বস্ত্র সাদা রেশমি বস্ত্রের সাথে ধুলে সাদা বস্ত্রে রং লেগে যেতে পারে। তাই সাদা ও রঙিন বস্ত্র আলাদাভাবে ধোয়া উচিত।

প্রশ্ন ১৯। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে মানবদেহ গঠিত। যেমন– হাত, পা, দাঁত, নখ, মুখ, ত্বক, চুল ইত্যাদি। এসকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতার সার্বিক রূপই হলো দৈহিক পরিচ্ছন্নতা। আর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অটুট রাখাই দৈহিক পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ২০। দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে নিশ্চিত করার জন্য পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য কেন?

উত্তর : পোশাক মানুষের দেহের সাথে সংলগ্ন থাকে এবং দেহের পরিচ্ছন্নতাকে সংরক্ষণ করে। আর অপরিচ্ছন্ন পোশাক দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে বাধাপ্রাপ্ত করে। অর্থাৎ অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরিপাট্যের অন্তরায়। সেজন্যই দৈহিক পরিচ্ছন্নতাকে নিশ্চিত করার জন্য পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▶ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

রূপা পরিবারের বড় মেয়ে। ঘরের বিভিন্ন কাজের সাথে পরিবারের সদস্যদের পোশাকও তাকে পরিষ্কার করতে হয়। কয়েকদিন আগে কমলা রঙের রেশমি কাপড়টি ধোয়ার পর তিনি দেখতে পান তার কাপড়টির রং ওঠে গেছে এবং সাদা কাপড়ের জমিনে সে রং লেগে গেছে। কাপড়টিও সংকুচিত হয়ে গেছে। কিন্তু তার নাইলন, পলিয়েস্টার কাপড়গুলো নষ্ট হয়নি।

ক. রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য ঠিক করতে কী ব্যবহার করা হয়? ১

খ. কাপড়ে রিফু করা হয় কেন? ২

গ. নাইলন ও পলিয়েস্টার কাপড়গুলো নষ্ট না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রঙিন রেশমি বস্ত্রটি যথাযথ নিয়মে ধোয়াটাই যুক্তিযুক্ত ছিল– এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর :

ক রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য ঠিক করতে গঁদ ব্যবহার করা হয়।

খ পোশাকের কোনো স্থানে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেলে বা ফেঁসে গেলে ছেঁড়া স্থানের পড়েন সুতা সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে সুচের সাহায্যে ভরে দেওয়াকে রিফু বলা হয়। পোশাকের ছেঁড়া অংশটি রিফু করা না হলে আরও ছিঁড়ে কাপড়টি পরার অযোগ্য হতে পারে। অনেক সময় অনেক দামি কাপড় খোঁচা লেগে একটু ছিঁড়ে যায় তখন ঐ ছেঁড়া জায়গাটুকু রিফু করে নিলে কাপড়টি ব্যবহারে উপযোগী হয়ে যায়।

গ নাইলন, পলিয়েস্টার ইত্যাদি কৃত্রিম তন্তুর সিনথেটিক বস্ত্রাদি পানিতে ভিজিয়ে রাখলে সহজে নষ্ট হয় না।

বেশি ময়লা বস্ত্রাদি ঈষদুষ্ণ সাবান জলে ভিজিয়ে রাখলে সহজে পরিষ্কার হয়। সাবানের গুঁড়া, বার ব্যবহার করা যায়। ধোয়ার সময় কখনো মোচড়াতে হয় না। আস্তে আস্তে থুপে থুপে ধুতে হয়। পরিষ্কার পানি একাধিকবার ব্যবহার করে ময়লা ও সাবান দূর করতে হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, রূপা কমলা রঙের রেশমি কাপড়টি ধোয়ার পর দেখতে পান, কাপড়টির রং উঠে গেছে এবং সংকুচিতও হয়ে গেছে। কিন্তু তার নাইলন, পলিয়েস্টার কাপড়গুলো নষ্ট হয়নি। এর কারণ সব ধরনের কাপড় একই নিয়মে ধোয়া উচিত না।

সুতরাং বলা যায়, রূপা যে পদ্ধতি অনুসরণ করে নাইলন ও পলিয়েস্টার কাপড় ধুয়েছিলেন তা যথার্থ ছিল বলেই কাপড়গুলো নষ্ট হয়নি।

ঘ রঙিন রেশমি কাপড়টি যথাযথ নিয়মে ধোয়াটাই যুক্তিযুক্ত ছিল বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকের রূপা কমলা রঙের রেশমি কাপড়টি ধোয়ার পর দেখতে পান, কাপড়টির রং উঠে গেছে এবং সংকুচিতও হয়ে গেছে। কারণ রেশমি বস্ত্র বেশি উত্তাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঘাম, ময়লাযুক্ত রেশমি বস্ত্র দ্রুত ধোয়া উচিত। কারণ ঘামের এসিড রেশমকে দুর্বল করে। এ ধরনের বস্ত্র ধৌতকরণে কিছু বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত। যেমন–

- ধোয়ার সময় সাদা ও রঙিন রেশমি বস্ত্র আলাদা করে নিতে হয়। কারণ রঙিন রেশমি বস্ত্র ভিজিয়ে রাখলে রং উঠে এবং সাদা রেশমি বস্ত্রের সাথে একত্রে ধুলে সাদা বস্ত্রে রং লেগে যায়।
- সবসময় রেশমি বস্ত্রে মৃদু গরম পানি এবং কম ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করতে হয়। রেশমি বস্ত্র ধোয়ার জন্য ডিটারজেন্ট হিসেবে রিঠা, ভালো সাবান বা সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করা উচিত। এই ধরনের যেকোনো একটি পরিষ্কারক উপকরণ প্রয়োগ করে সামান্য মৃদু পানি সহযোগে অল্প সময় ধরে নেড়ে-চেড়ে নিলে ময়লা বের হয়ে যায়।
- রঙিন রেশমি কাপড় শেষবার প্রক্ষালনের সময় ঠান্ডা পানিতে প্রতি গ্যালনে বড় এক চামচ লবণ ও সমপরিমাণ ভিনিগার মিশিয়ে নেওয়া উচিত। এতে রঙিন রেশমের উজ্জ্বলতা ঠিক থাকে।
- রেশমি বস্ত্রের কাঠিন্য ঠিক রাখার জন্য এরারুটের দ্বারা তৈরি মাঁড় প্রয়োগ করা হয়। গাঁদও রেশমি বস্ত্রের কাঠিন্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হয়।
- রেশমি বস্ত্র সবসময় ছায়ায় শুকাতে হয়। সূর্যের তাপ রেশমি বস্ত্রের রং ও উজ্জ্বলতা নষ্ট করে।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ২ ▶ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ২নং সৃজনশীল প্রশ্ন

তানহা একটি গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য সাদা রঙের সালোয়ার-কামিজ পরে সাজসজ্জা করে উপস্থিত হয়। অনুষ্ঠানে যাওয়ার পর তাকে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তার মন খারাপ দেখে বাবা তাকে বললেন, 'পরিবেশের সাথে মানানসই পোশাক ও সাজসজ্জা ব্যক্তিকে আকর্ষণীয় করে।'

ক. আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত কী?	১
খ. পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন কেন?	২
গ. তানহাকে বিমর্ষ দেখানোর কারণ ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. তানহার জন্য বাবার মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।	৪

২নং প্রশ্নের উত্তর :

ক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত হলো সুস্বাস্থ্য।

খ ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত হলো সুস্বাস্থ্য। সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য প্রয়োজন পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন। তাই দেহের সঠিক পরিচ্ছন্নতা আনয়নের জন্য পোশাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন। পোশাকের পরিচ্ছন্নতার সাথে দেহের সুস্থতার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

গ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মানানসই পোশাক না হওয়ায় তানহাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখি, তানহা একটি গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে সাদা রঙের সালোয়ার কামিজ পরে। অনুষ্ঠানে যাওয়ার পর তাকে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছে। নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই মানুষ সাজসজ্জা করে। সময়োপযোগী পোশাক নির্বাচন ও পরিধান করা পারিপাট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী আমাদের পোশাক নির্বাচন করা উচিত। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তি তার মনের অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে প্রকাশ করে। পরিবেশের সাথে মানানসই পোশাক পরতে হয়। তাহলে নিজের মধ্যে কোনো সংকোচ থাকে না। দেহের সাথে মানানসই পোশাক ব্যক্তির পারিপাট্য বাড়ে। অনুষ্ঠান বিবেচনা করে মানানসই পোশাক পরা উচিত। কারণ সকল পোশাক সকল জায়গায় প্রযোজ্য নয়। অতএব বোঝা গেল, অনুষ্ঠান উপযোগী মানানসই পোশাক না হওয়ায় তানহাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

ঘ তানহার জন্য বাবার মন্তব্যটি ছিল যথোপযুক্ত ও প্রয়োজনীয়।

পরিবেশ অনুয়ায়ী সঠিক পোশাক নির্বাচন করা না হলে মনের মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি হয় এবং জড়তা তৈরি হয়। ফলে শরীর মন আড়ষ্ট হয়ে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তখন নিজেকে আড়াল করার প্রবণতা দেখা যায়। সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ রেখে পোশাক পরিধান করলে অধিক ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে হয়। সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তির মনের অন্তর্নিহিত অনুভূতি প্রকাশ পায়। পরিবেশের সাথে পোশাক মানানসই হলে মনে কোনো সংশয় থাকে না। নিঃসংকোচে নিজেকে প্রকাশ করা যায়। উদ্দীপকে দেখি, গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে সাদা পোশাক পরায় তানহাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। সে অনুষ্ঠানে তানহা সাদা সালোয়ার কামিজ পরে। তানহার পোশাক দেখে তার বাবা তাকে বলেন, পরিবেশের সাথে মানানসই পোশাক ও সাজসজ্জা ব্যক্তিকে আকর্ষণীয় করে। সুতরাং বলা যায়, তানহার জন্য বাবার মন্তব্যটি সঠিক ছিল।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ৩ ▸ ঢাকা, রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

রজনীর স্কুলের পোশাক সবসময় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকে। এজন্য সকলেই রজনীর প্রশংসা করে। রজনী বলে, তার মা বস্ত্র ধৌতকরণের পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করেন এবং পোশাকের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার জন্য পরিষ্কার কাপড়ে আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করেন। কাপড় শুকানোর পর তা মসৃণ ও পরিপাটি করার জন্য সঠিক নিয়মে ইস্ত্রিও করেন।

ক. পোশাক ব্যক্তির কোন পরিচয় তুলে ধরে?	১
খ. পোশাকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন কেন?	২
গ. উদ্দীপকে রজনীর মা বস্ত্র ধৌতকরণে পদ্ধতিটি কীভাবে অনুসরণ করেন বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. তোমার স্কুলের পোশাকে পরিপাট্যতা আনয়নের জন্য ধৌতকরণের পর আর কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।	৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর :

ক পোশাক ব্যক্তির সৌন্দর্যবোধ, রুচি ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরে।

খ পোশাকের স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য ও ব্যবহারোপযোগিতা বজায় রাখার জন্য যথাযথভাবে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সঠিক নিয়মে পোশাকের যত্ন নিলে কাপড়-চোপড় অনেক দিন টেকে, সুন্দর অবস্থায় থাকে এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। পরিষ্কার ও পরিপাটি পোশাক দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখে। তাই পোশাকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে রজনীর মা বস্ত্র ধৌতকরণের পদ্ধতিটি সঠিকভাবে অনুসরণ করেন বলে আমি মনে করি।

প্রতিদিনই আমাদের ব্যবহার্য কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতে হয়। এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার করার সুবিধার্থে ময়লার তারতম্য অনুযায়ী কাপড় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। আবার বিভিন্ন ধরনের তন্তুর কাপড়ে একই পরিষ্কারক দ্রব্য বা ধৌতকরণ পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে বাছাইকরণের সময় যেসব কাপড়ের প্রকৃতি এবং ধোয়ার পদ্ধতি একই রকম সেগুলো একত্রে রাখা উচিত। বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বেই তন্তুর প্রকৃতি, ময়লার ধরন, রং, আকার, আয়তন ইত্যাদি বিবেচনা করে উপযুক্ত পরিষ্কারক দ্রব্য সংগ্রহ করতে হবে। বস্ত্র অনুযায়ী গরম বা ঈষদুষ্ণ পানি কিংবা ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা হয়। আবার কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য নীল, মাড় ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া সাবান মাখানোর পর প্রায় আধাঘন্টা মতো রেখে দিলে কাপড়ের ময়লা আলগা হয়। এতে কাপড় ভালো পরিষ্কার হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে রজনীর মা বস্ত্র ধৌতকরণে এসব বিষয় অনুসরণ করেন বলে আমি মনে করি।

ঘ আমার স্কুলের পোশাকে পরিপাট্যতা আনয়নের জন্য ধৌতকরণের পর রোদে শুকানো, ইস্ত্রি করা ও সঠিক স্থানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

আমরা নানা ধরনের কাপড় ব্যবহার করি। এগুলোর উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সঠিকভাবে যত্ন ও সংরক্ষণ করতে হয়। কাপড় সংরক্ষণের আগেই নিয়ম অনুযায়ী ধোয়া, শুকানো ও ইস্ত্রির কাজটি করে নিতে হবে। ইস্ত্রি করা বস্ত্রের জলীয় বাষ্প ভালোভাবে দূর করতে হবে। তা না হলে ফাঙ্গাস সৃষ্টি হয়ে বস্ত্রের তন্তু দুর্বল হয় এবং ব্যবহারের সময় ফেঁসে যায়। দামি কাপড়, সাধারণ কাপড় ভাগ ভাগ করে রাখলে সুবিধা হয়। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হয়। লেপের কভার, বিছানার চাদর, কম্বল প্রভৃতির ভাঁজে ভাঁজে কালোজিরা, শুকনা চা পাতা, নিমপাতা দিয়ে রাখা যায়। এছাড়া মাঝে মাঝে কাপড়গুলো রোদে শুকিয়ে নিলে কাপড়ের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর হয়।

সুতরাং বলা যায়, উল্লিখিত উপায়ে ব্যবহৃত কাপড়গুলো সংরক্ষণ করলে কাপড়ের পরিপাট্য দীর্ঘকাল বজায় থাকে।

প্রশ্ন ৪ ▶ ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩

শম্পার বিবাহ বার্ষিকীতে তার স্বামী একটা সিল্কের শাড়ি উপহার দেয়। কিছুদিন পর সে আলমারি থেকে শাড়িটি বের করে দেখল সেটি পোকায় কেটেছে। মেরামত না করেই শাড়িটি সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে সে দেখল যে শাড়ির রং নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি ছেঁড়া জায়গাটা আরও বড় হয়ে গেছে। ফলে সেটি আর ব্যবহারের উপযোগী নেই।

ক. রিঠা কী? ১

খ. প্রক্ষালন বলতে কী বোঝ? ২

গ. শম্পার শাড়ির ছিদ্র মেরামতের জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শম্পার শাড়ির জন্য উপযুক্ত ধৌতকরণ পদ্ধতিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর :

ক রিঠা একটি ফল, যা পরিষ্কারক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খ কাপড়ের ময়লা ও সাবান ছাড়ানোর জন্য বারবার পানি বদলানোর প্রক্রিয়াকে প্রক্ষালন বলে। কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করার জন্য বড় বালতি বা গামলায় বেশি করে পানি নিয়ে কাপড় ধুয়ে ময়লা ও সাবান ছাড়াতে হয়।

গ উদ্দীপকের শম্পার শাড়ি মেরামতের জন্য রিফু করা প্রয়োজন ছিল। ধৌত করার পূর্বে পোশাকের বা বস্ত্রের প্রয়োজনীয় মেরামত করে নিতে হয়। কাপড়ের কোনো অংশে ছেঁড়া থাকলে তা রিফু বা তালি দিয়ে ঠিক করে নিতে হয়। তা না হলে ধৌত করার সময় কাপড়ের রং নষ্ট বা আরও বেশি ছিঁড়ে যেতে পারে। এ ছেঁড়া বড় হলে পোশাক পরার অযোগ্য হয়ে পড়ে। উদ্দীপকে শম্পার সিল্কের শাড়ি কিছুদিন পর আলমারি থেকে বের করে দেখে পোকায় কেটে ফেলেছে। সে শাড়িটি মেরামত না করেই সাবান দিয়ে পরিষ্কার করার কারণে শাড়িটির রং নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি ছেঁড়া জায়গাটাও আরও বড় হয়ে গেছে। ফলে সেটি আর ব্যবহারের উপযোগী নেই।

ঘ উদ্দীপকের শম্পার শাড়ির জন্য শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতি সর্বোত্তম। পানি ব্যবহার না করে বিশেষ কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাকেই শুষ্ক ধৌতকরণ বলা হয়। এ পদ্ধতিতে কাপড়ের রং আকার-আকৃতিতে ঠিক থাকে, উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। বস্ত্রে কোনো গন্ধ থাকে না। উদ্দীপকে শম্পার শাড়িটি রেশমি তন্তুর তৈরি। রেশম বস্ত্র উজ্জ্বল। এটি বেশি উত্তাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঘাম ও ময়লাযুক্ত রেশমি বস্ত্র দ্রুত ধোয়া উচিত। শম্পা সাবান দিয়ে শাড়িটি ধোয়ার সময় ঘর্ষণ লাগে এবং রং নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ এটি সাধারণ পদ্ধতিতে ধোয়ার উপযোগী নয়। শাড়িটি শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতিতে ধোয়াই ছিল সর্বোত্তম উপায়।

প্রশ্ন ৫ ▶ ঢাকা, কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ড ২০২২

রুমি ও তার দাদু দুজনেই খুব শৌখিন। রুমি তার দাদুর সাদা কাপড়গুলো ধুয়ে এতটাই যত্ন করে রাখে যে, তার দাদুর কাপড়ের উজ্জ্বলতা সাধারণত কমে না। এদিকে তার নিজের রেশমি কাপড়গুলো পেট্রোল, বেনজল ও টেট্রাক্লোরাইড জাতীয় দ্রব্যাদি দিয়ে ধৌত করে।

ক. রিঠা কী? ১

খ. কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করার উপায় ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রুমি কীভাবে তার দাদুর কাপড়ের যত্ন নেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রুমির ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মাধ্যমে কাপড় ধৌতকরণ কৌশলটি কতটা যুক্তিযুক্ত তা মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর :

ক রিঠা বা রিঠা ফল হলো একটি বিশেষ পরিষ্কারক দ্রব্য, যা রেশমি ও পশমি কাপড়ের উজ্জ্বলতা, কোমলতা ও রং উজ্জ্বল রাখে।

খ সাধারণত কাপড়ের হলদে ভাব দূর করে নীলাভ শুভ্রতা সৃষ্টিতে নীলের ব্যবহার জনপ্রিয় হলেও কখনো অতিরিক্ত নীলের ভুল প্রয়োগে সে প্রচেষ্টা বিপরীত হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করতে সীমিত পরিমাণ হালকা গরম পানিতে অধিক নীলযুক্ত কাপড়টি কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে। এতে কাপড়ে বসে যাওয়া নীল ধীরে ধীরে ভিজিয়ে রাখা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে শুভ্র কাপড়ের অধিক নীল রংটিকে হালকা করে দেবে। আর এভাবেই কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকের রুমি তার দাদুর সাদা কাপড়গুলো ধুয়ে এতটাই যত্ন করে রাখে যে, তার দাদুর কাপড়ের উজ্জ্বলতা সাধারণত কমে না। এক্ষেত্রে রুমি সাধারণত যথাযথ পরিষ্কারকের মাধ্যমে কাপড়গুলোকে সঠিক উপায়ে ধুয়ে, শুকিয়ে অতঃপর তা সংরক্ষণ করে। কাপড়গুলো যদি পশমের হয়, তবে সে ক্ষেত্রে সাদা জামাকাপড় শেষবার পানি দিয়ে ধোয়ার সময় পানির মধ্যে কয়েক ফোঁটা সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস মিশিয়ে থাকবে রুমি। কারণ এতে কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া রঙিন পশমি কাপড় ধোয়ার সময় পানিতে ভিনেগার মিশিয়ে নিলেও কাপড়ের রং ভালো থাকে। শুধু যথাযথ উপায়ে কাপড় পরিষ্কার করাই সব নয়, পোশাকের সঠিক যত্নে পোশাক সংরক্ষণ পদ্ধতিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংরক্ষণ বলতে এখানে সঠিক নিয়মে রেখে দেওয়াকে বোঝায়। যেমন— স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য কাপড়ের সংরক্ষণ হবে আলাদাভাবে। এছাড়া দামি কাপড় ও সাধারণ কাপড়ের সংরক্ষণ করতে হবে আলাদা আলাদা। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন, কালোজিরা, শুকনা চা পাতা কাপড়ের পুটলিতে বেঁধে রেখে দিলে কাপড় ভালো থাকে। শুধু তাই নয়, সংরক্ষিত কাপড় মাঝে মাঝে রোদে শুকিয়ে নিয়ে কাপড়ের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করতে হয়। উদ্দীপকের রুমি এভাবেই যথাযথ উপায়ে তার দাদুর কাপড়ের যত্ন নিয়ে থাকে বিধায় কাপড়ের উজ্জ্বলতা থাকে অটুট।

ঘ উদ্দীপকে রুমির ব্যবহৃত কাপড়গুলো হলো রেশমি কাপড়। রেশমি কাপড় ধৌতকরণে পরিষ্কারক দ্রব্য হিসেবে সে ব্যবহার করে পেট্রল, বেনজল, টেট্রাক্লোরাইড প্রভৃতি দ্রব্যাদি। এগুলো ব্যবহার করে কাপড় ধৌতকরণকে বলা হয় শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতি। আর রেশমি কাপড় ধৌতকরণে এ পদ্ধতিটিই যুক্তিযুক্ত। এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— পানি ব্যবহার না করে বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করা হয়। কারণ, কিছু কিছু রেশমি ও পশমি কাপড় আছে, যা সাবান পানিতে ধুলে রং সংকুচিত হয় বা চটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সে ক্ষেত্রে শুষ্কক্রণ পদ্ধতি কাপড়ের আকৃতি ও উজ্জ্বলতা অটুট রাখে। এ পদ্ধতিতে কিছু তরল আছে যা অধিক দামি, আবার কিছু তরল দামে সস্তা। অনুরূপভাবে কিছু তরল অধিক উদ্বায়ী হওয়ায় তা সহজে উড়ে যায় এবং খরচ বেশি পড়ে। আবার কিছু পদার্থ কম উদ্বায়ী হওয়ায় কাপড় দেরিতে শুকায়। সে ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক তরল পদার্থের মিশ্রণ শুষ্ক ধৌত পদ্ধতিটি উত্তম ফলাফল দেয়। উদ্দীপকের রুমির পোশাকসমূহ যেহেতু রেশমি এবং সেগুলো যেহেতু সে পেট্রল, বেনজল, টেট্রাক্লোরাইড প্রভৃতি উদ্বায়ী জাতীয় পদার্থের সমন্বয়ে ধৌত করে, সেহেতু কাপড়ের যথাযথ যত্নে তার কৌশলটি যুক্তিযুক্ত হিসেবেই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন ৬ ▶ ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ড ২০২০

মিতা খুব শৌখিন এবং মেধাবী। সে নিজে খুব পরিপাটি থাকে এবং তার কাপড়চোপড়ের অনেক যত্ন নেয়। সে তার ব্যবহৃত কাপড়গুলো আলমারিতে ভাঁজ করে ন্যাপথ্যালিন দিয়ে গুছিয়ে রাখে। ইদানীং মিতার ছোট বোনের চুল পড়ে যাচ্ছে। তাই মিতা ছোট বোনকে চুলের যত্নের কতকগুলো উপায় বলে দেয়।

ক. প্রক্ষালন কাকে বলে? ১

খ. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষায় দৈহিক পরিচ্ছন্নতার প্রভাব কী? ২

গ. উদ্দীপকে মিতা কীভাবে তার কাপড়চোপড়ের যত্ন নেয় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চুলের যত্নে মিতার বোনকে দেওয়া পরামর্শগুলো কেমন হতে পারে তা নিজের ভাষায় লেখ। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর :

ক কাপড়ের ময়লা ও সাবান ছাড়ানোর জন্য বারবার পানি বদলানোর প্রক্রিয়াকেই প্রক্ষালন বলা হয়।

খ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষায় দৈহিক পরিচ্ছন্নার প্রভাব অনস্বীকার্য। ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত হলো সুস্বাস্থ্য। আর সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য প্রয়োজন দেহের পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতার সার্বিক রূপই হলো দৈহিক পরিচ্ছন্নতা। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অটুট রাখাই দৈহিক পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্নের মাধ্যমে দাঁত, ত্বক, চুল তথা সমগ্র দেহাবয়ব মোহনীয় হয়ে উঠলে মানসিক জড়তা দূর হয়ে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মিতা ব্যবহার্য পোশাক ও বস্ত্রাদি পোশাকের ধরন অনুযায়ী বিশেষভাবে যত্ন নেন।

পরিবারে নানা ধরনের কাপড়চোপড় ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে ঘরোয়া পোশাক, বাইরের পোশাক, উৎসব-অনুষ্ঠানের পোশাক, মৌসুমি পোশাক অন্তর্গত। এছাড়াও রয়েছে বিছানাপত্র এবং গৃহসজ্জার নানা টেবিলক্লথ, কুশন কভার, ন্যাপকিন, ট্রে ক্লথ প্রভৃতি। মিতা কাপড়চোপড়ের যত্নে নিম্নলিখিত বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখেন। যেমন–

* দামি কাপড়, সাধারণ কাপড় ভাগ ভাগ করে রাখেন।
* বড় কাপড়, ছোট ছোট কাপড় ভাগে ভাগে সংরক্ষণ করেন যেন প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।
* কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন দেন।
* লেপের কভার, বিছানার চাদর, কম্বল প্রভৃতির ভাঁজে ভাঁজে কালোজিরা, শুকনা চা পাতা কাপড়ের পুঁটলিতে বেঁধে রেখে দেন।
* কাপড়ের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করার জন্য মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে শুকিয়ে নেন।

পরিশেষে বলা যায়, মিতা পোশাকের স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য ও ব্যবহারোপযোগিতা বজায় রাখার জন্য উপরিউক্ত উপায়ে যত্ন নেন।

ঘ উদ্দীপকে আমরা দেখি, মিতার ছোট বোনের ইদানীং চুল পড়ে যাচ্ছে। সে তার বোনকে চুলের যত্নে কতকগুলো উপায় বলে দেয়। এক্ষেত্রে চুলের জন্য মিতার বোনকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং চুলের যত্ন নিতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল ও মসৃণ এবং সুবিন্যস্ত চুল ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। চুলের সৌন্দর্য ও সুস্থতা রক্ষায় যেসব নিয়ম মানতে হবে সেগুলো হলো–

* নিয়মিত চুল আঁচড়াতে হবে এবং পরিষ্কার করতে হবে। এজন্য অল্প ক্ষারযুক্ত সাবান, প্রাকৃতিক উপকরণ যেমন– মসুর ডালের পানি, মেথি বাটা ও ডিমের মিশ্রণ, লেবুর রস ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
* খুশকি দূর করার জন্য মিতার বোনকে লেবুর রস, মেথি বাটা, নিমপাতার পানি, ডিমের কুসুম ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
* চুলের মসৃণতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত তেলের সাথে লেবুর রস, চায়ের লিকার, টক দই ব্যবহার করতে হবে।
* 'ভিটামিন' এ জাতীয় খাবার গ্রহণ করলে চুল ভালো থাকে। তাই মিতার বোনকে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খেতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করে মিতার বোন তার চুলকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ৭ ▸ রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২০

রেবার জন্মদিনে তার বাবার দেওয়া সিল্ক শাড়িটি পরে এবং পরের দিন শাড়িটিকে আলমারিতে তুলে রাখে। কিছুদিন পর আলমারি থেকে শাড়ি বের করে দেখে, শাড়িটি পোকায় কাটা ও ময়লা। রেবা সাবান দিয়ে শাড়িটি পরিষ্কার করে দেখল যে, শাড়ির রং নষ্ট হয়ে ছেঁড়া অংশটা আরও বড় হয়েছে। রেবার মা শাড়িটি দেখে বলেন, তোমার শাড়ি ধোয়ার পদ্ধতি সঠিক হয়নি। শাড়িটির ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম ইথার, বেনজল ও পেট্রোল ব্যবহারের পদ্ধতিটি সর্বোত্তম।

ক. রিফু কাকে বলে? ১
খ. পানিতে কাপড় বার বার ধোয়াকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রেবার শাড়ি ছিদ্র হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রেবার শাড়ি ধোয়ার ক্ষেত্রে মায়ের বলা পদ্ধতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর :

ক পোশাকের কোনো স্থানে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেলে ছেঁড়া স্থানের পড়েন সুতা সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে সুচের সাহায্যে ভরে দেওয়াকে রিফু বলা হয়।

খ পানিতে কাপড় বারবার ধোয়াকে প্রক্ষালন বলা হয়। ময়লা কাপড় সাবান দিয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখার পর বেশি ময়লা অংশগুলো ঘষে পরিষ্কার করতে হয়। তারপর বড় বালতি বা গামলায় বেশি করে পানি নিয়ে কাপড় বারবার ধুয়ে ময়লা ও সাবান ছাড়াতে হয়। ময়লা ও সাবান ছাড়ানোর জন্য বারবার পানি বদলানোর এ প্রক্রিয়াই প্রক্ষালন।

গ উদ্দীপকের রেবার শাড়িটি মেরামত না করে ধোয়ার কারণে ছিদ্র হয়ে গেছে।

পোশাক ধোয়ার পূর্বে প্রয়োজনীয় মেরামত করে নিতে হয়। কাপড়ের কোনো অংশে ছেঁড়া থাকলে তা রিফু বা তালির মাধ্যমে ঠিক করে নিতে হয়। তা না হলে ধোয়ার সময় আরও বেশি ছিঁড়ে যেতে পারে। সাধারণত পোশাকের কোনো স্থানে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে বা ফেসে গেলে রিফু করা কিংবা তালি দেওয়া হয়। ছেঁড়া বা ফেঁসে যাওয়া জায়গায় পড়েন সুতা সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে সুচের সাহায্যে ভরে দেওয়াকে রিফু বলা হয়। উদ্দীপকে আমরা দেখি, রেবা সঠিক উপায়ে তার সিল্কের শাড়িটি সংরক্ষণ করেনি; তাই শাড়িটি পোকায় কাটে। সে শাড়িটি রিফু না করেই ধুয়ে দেয়। ফলে শাড়ির ছেঁড়া অংশটি আরও বড় হয়ে যায়। এতে শাড়িটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, রেবা তার শাড়ির পোকায় কাটা অংশটি রিফু না করে ধোয়ার কারণেই ছিদ্র হয়ে গেছে।

ঘ রেবার শাড়ির জন্য মায়ের বলা শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতিটিই সর্বোত্তম।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রেবা তার সিল্কের শাড়ি সাবান দিয়ে পরিষ্কার করার পর শাড়ির রং নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় রেবার মা শাড়িটি দেখে বলেন, "শাড়ি ধোয়ার পদ্ধতি সঠিক হয়নি। শাড়িটির ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম ইথার, বেনজল ও পেট্রোল ব্যবহারের পদ্ধতিটি সর্বোত্তম।" পানি ব্যবহার না করে বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্য যেমন : পেট্রোলিয়াম ইথার, বেনজল ও পেট্রোল ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাকেই শুষ্ক ধৌতকরণ বলা হয়। এ পদ্ধতিতে কাপড়ের রং, আকার-আকৃতি ঠিক থাকে, উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। শুষ্ক ধৌতকরণে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ সম্পূর্ণ পানিশূন্য থাকে। শুষ্ক ধৌতকরণের পর কাপড় ছায়ায় শুকাতে হয়। এ সময় কাপড়ের মূল আকার সংরক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে টেনে আগের আকারে নিতে হয়। এতে কাপড়ের আকার সংকুচিত হয় না। কাপড়টি শুকানোর পর এর উপর ভেজা কাপড় বিছিয়ে ইস্ত্রি করতে হয়। এতে কাপড়ের আকৃতি ও রং ঠিক থাকে। যেহেতু রেবার শাড়িটি রেশম তন্তু দিয়ে তৈরি; যা বেশি উত্তাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না। তাই সাবান দিয়ে শাড়িটি ধোয়ার সময় ঘর্ষণ লাগে এবং রং নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ এটি সাধারণ পদ্ধতিতে ধোয়ার উপযোগী নয়। সুতরাং শাড়িটি শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতিতে ধোয়াই ছিল সর্বোত্তম।

প্রশ্ন ৮ ▸ সকল বোর্ড ২০১৭

শম্পার বিবাহ বার্ষিকীতে তার স্বামী একটা সিল্কের শাড়ি উপহার দেয়। কিছুদিন পর সে শাড়িটা আলমারি থেকে বের করে দেখল পোকায় কেটেছে। সে শাড়িটা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে দেখল যে শাড়ির রং নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি ছেঁড়া জায়গাটা আরও বড় হয়ে গেছে। ফলে সেটা তার ব্যবহারের উপযোগী নেই।

ক. রিঠা কী? ১
খ. প্রক্ষালন বলতে কী বোঝ? ২
গ. শম্পার শাড়ির ছিদ্র বড় হলো কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শম্পার শাড়ির জন্য শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতিই ছিল সর্বোত্তম উপায়– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর :

উত্তরসূত্র : ৪৬১ পৃষ্ঠার ৪নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৯ ▶ সকল বোর্ড ২০১৫

ডলি দেখতে মোটা ও খাটো। তার চুলগুলো লম্বা হলেও রং ফিকে ও অমসৃণ। একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে জাঁকজমকপূর্ণ নকশাবহুল বড় ছাপা ও ভারী জমিনে দামি বস্ত্র পরিধান করেও সে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।

ক. পোশাকে ছন্দ আনার পদ্ধতি কয়টি? ১
খ. রিফু বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চুলের যত্নে ডলির করণীয় ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ডলির ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে কোন ধরনের পোশাক নির্বাচন করা উচিত বলে তুমি মনে কর? ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর :

ক পোশাকে চারটি পদ্ধতিতে ছন্দ আনা যায়। যথা—
১. পুনরাবৃত্তি, ২. বিকিরণ, ৩. ক্রমবিন্যাস ও ৪. নিরবচ্ছিন্নতা।

খ পোশাকের কোনো স্থানে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেলে বা ফেঁসে গেলে ছেঁড়া স্থানে পড়েন সুতা সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে সুচের সাহায্যে ভরে দেওয়াকে রিপু বলা হয়। এজন্য বস্ত্রের সুতা অনুযায়ী সুচ ও সুতার প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে ডলির চুলগুলো লম্বা হলেও রং ফিকে ও অমসৃণ। চুলের জন্য ডলির কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং চুলের যত্ন নিতে হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল ও মসৃণ এবং সুবিন্যস্ত চুল ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। যেসব নিয়ম ডলিকে মানতে হবে তা হলো–

* নিয়মিত চুল আঁচড়াতে হবে এবং পরিষ্কার করতে হবে। এ জন্য অল্প ক্ষারযুক্ত সাবান, প্রাকৃতিক উপকরণ যেমন– মসুর ডালের পানি, মেথি বা ডিমের মিশ্রণ, লেবুর রস ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
* খুশকি দূর করার জন্য ডলিকে লেবুর রস, মেথি বাটা, নিমপাতার পানি, ডিমের কুসুম ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
* চুলের মসৃণতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত তেলের সাথে লেবুর রস, চায়ের লিকার, টক দই ব্যবহার করতে হবে।
* 'ভিটামিন' এ জাতীয় খাবার গ্রহণ করলে চুল ভালো থাকে। তাই ডলিকে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খেতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করে ডলি তার চুলকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় করতে সক্ষম হবে।

ঘ পোশাক ব্যক্তিসত্তার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। মানানসই পোশাক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে আরও মাধুর্যময় করে তোলে।

প্রত্যেকের নিজের দেহের আকৃতি, ব্যাপ্তি অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত। এক্ষেত্রে লম্বা, খাটো, বেঁটে, মোটা, পাতলা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। অনেক সময় মোটা ও খাটো মেয়েরা বড় ছাপা ও ভারী জমিনের পোশাক পরলে তাদের উচ্চতা কম দেখায় এবং আরও বেশি মোটা মনে হয়। ডলি খাটো ও মোটা হওয়ায় তার জন্য ভারী জমিন ও বড় ছাপা মানানসই নয়। তার সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশের জন্য এবং আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ছোট প্রিন্ট বা ছাপার হালকা জমিনের পোশাক নির্বাচন করতে হবে। একই রঙের জামা সালোয়ার বা শাড়ি ব্লাউজ এবং লম্বা রেখার পোশাক তার জন্য বেশি উপযুক্ত হবে। এছাড়া আনুষঙ্গিক জিনিস যেমন ছোট কানের দুল লম্বা আকারের মালা ঝুলানো ব্যাগ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করলে ডলি নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ডলির ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে তার দেহ অবয়বের সাথে মিল রেখে পোশাক নির্বাচন করাই হবে সঠিক উপায়।

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ১০ ▶ রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

রহিমা বেগম একজন ফ্যাশন ডিজাইনার। তিনি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি পোশাকের আকার, নকশা, জমিনের রং ইত্যাদি বিবেচনা করে পোশাক নির্বাচন করেন। তার বান্ধবী সোহেলী বলেন, দেহের ত্বক, চুল, চোখের রঙের সাথে মানানসই পোশাক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক।

ক. পরিপাট্য বলতে কী বোঝায়? ১
খ. ব্যক্তিত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রহিমা বেগম পোশাক নির্বাচনে কোন বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সোহেলীর মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর :

ক পরিপাট্য বলতে ব্যক্তির দেহের সাথে মানানসই পোশাক-পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন কার্যের মিলিত অবস্থাকে বোঝায়।

খ ব্যক্তিত্ব বলতে সাধারণত ব্যক্তির যেসব বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যেগুলোর দ্বারা সে অন্য ব্যক্তির থেকে আলাদা হয়ে থাকে।

মানুষের চালচলন, কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও রুচিবোধে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। একজন গৃহ ব্যবস্থাপককে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। গৃহ ব্যবস্থাপকের আচার-ব্যবহার এমন হওয়া উচিত যাতে তিনি পরিবারের সকলের নিকট পছন্দনীয় হতে পারেন।

গ উদ্দীপকের রহিমা বেগম একজন ফ্যাশন ডিজাইনার। তিনি ব্যক্তিত্ব বিকাশে পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আকার, নকশা, জমিনের রং ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করেন।

পোশাক ব্যক্তিসত্তার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। পোশাকের আকার, নকশা, জমিন, রং ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব ফেলে। জাঁকজমকপূর্ণ নকশাবহুল, বড় ছাপা ও ভারী জমিনের বস্ত্রের পোশাকে মোটা মেয়েদের আরও মোটা দেখায়, কম নকশাযুক্ত ছোট ছোট ছাপা এবং হালকা জমিনের বস্ত্রের তৈরি পোশাক খাটো, মোটা দেহাকৃতির মেয়েদের জন্য উপযোগী। পাতলা মেয়েদের জন্য ঢিলেঢালা, পুরো হাতা, বড় ছাপা, গাঢ় রং ও ছোট গলার পোশাক উপযোগী। চেক বা ডুরে কাপড় ব্যবহারও দেহের ওপর প্রভাব ফেলে। যেমন— লম্বা বা খাড়া রেখার পোশাকে খাটো মেয়েদের দেহাকৃতি কিছুটা লম্বা দেখায়। অপরদিকে আড়াআড়ি রেখায় অতিরিক্ত লম্বা মেয়েদের কিছুটা খাটো দেখায়।

সুতরাং বলা যায়, রহিমা বেগম পোশাক নির্বাচনে আকার, নকশা, জমিনের রং বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেন।

ঘ উদ্দীপকে সোহেলী বলেন, দেহের ত্বক, চুল, চোখের রঙের সাথে মানানসই পোশাক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক। তার এ উক্তিটি যথার্থ।

গৃহ বিজ্ঞান

ব্যক্তিত্ব বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে বা হাতিয়ার হচ্ছে পোশাক। দেহের ত্বক, চুল, চোখের রঙের সাথে মানানসই পোশাকের রং নির্বাচন করে দেহের ক্ষীণতা বা স্থূলতা ঢাকা যায়। নীল, সবুজ, নীলাভ, সবুজ ইত্যাদি স্নিগ্ধ রঙের পোশাকগুলো স্থূল দেহের মেয়েদেরকে আপাতদৃষ্টিতে হালকা দেখায়। অন্যদিকে, লাল, হলুদ, কমলা ইত্যাদি প্রখর রংগুলো খাটো ও পাতলা মেয়েদের জন্য উপযোগী। যাদের দেহের বর্ণ উজ্জ্বল তাদের সব রঙের পোশাক মানায়। শ্যামলা ও অনুজ্জ্বল বর্ণের মেয়েদের হালকা কমলা, হলুদ, গোলাপি ইত্যাদি রঙের প্রতিফলনে দেহের বর্ণ কিছুটা উজ্জ্বল দেখায়। ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা রুচিতে প্রভাব ফেলে। কিন্তু যে ধরনের ব্যক্তিত্বেরই হোক না কেন সুরুচিপূর্ণ মানানসই পোশাক ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে।

সুতরাং বলা যায়, দেহের ত্বক, চুল ও চোখের রঙের সাথে মানানসই পোশাকই ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক। তাই উদ্দীপকের সোহেলীর উক্তিটি আমি যথার্থ বলে মনে করি।

প্রশ্ন ১১ ▶ হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

শায়লা একজন শিক্ষক। তিনি বিশ্বাস করেন সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য প্রয়োজন দেহের পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন। তিনি প্রতিদিনই তার চুলের ও ত্বকের যত্ন নিয়ে থাকেন। শায়লা তার পোশাকের ব্যাপারেও খুব শৌখিন। তিনি বলেন, পোশাক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহি:প্রকাশের মাধ্যম বা হাতিয়ার।

ক. গঁদ কী? ১
খ. তুষের জলকে পরিষ্কারক দ্রব্য বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শায়লা কীভাবে তার দেহের যত্ন নেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শায়লার শেষ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর :

ক গঁদ হলো রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য সৃষ্টি করতে হবে এবং বস্ত্রের উজ্জ্বলতা আনতে ব্যবহৃত হয়।

খ তুষের জলকেও পরিষ্কার দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তুষের জল দিয়ে সিনটেজ এবং কিটোন জাতীয় ছাপা ও রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করা হয়। তুষকে ভুসিও বলা হয়। তুষকে একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পানিতে ভিজিয়ে রেখে যখন পানি বাদামি বর্ণ ধারণ করবে তখনই তুষের পানি ব্যবহার উপযোগী হবে।

গ শায়লা দৈহিক পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে তার দেহের যত্ন নেন।

নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা মানুষের সহজত প্রবৃত্তি। এজন্য সে নিজেকে মনের মতো সাজায়। কোনো ব্যক্তির সাজসজ্জার পরিপাট্য বলতে ব্যক্তির দেহের সাথে মানানসই পোশাক পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক প্রসাধন কার্যের মিলিত অবস্থাকে বোঝায়।

ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অন্যতম শর্ত হলো সুস্বাস্থ্য। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য প্রয়োজন দেহের পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে মানবদেহ গঠিত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর পরিচ্ছন্নতার সার্বিক রূপই হলো দৈহিক পরিচ্ছন্নতা। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অটুট রাখাই দৈহিক পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত্নের মাধ্যমে দাঁত, ত্বক, চুল তথা সমগ্র দেহাবয়ব মোহনীয় হয়ে উঠলে মানসিক জড়তা দূর হয়ে ব্যক্তির দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। উদ্দীপকে শায়লা একজন শিক্ষক। তিনি বিশ্বাস করেন সুস্বাস্থ্য গঠনের জন্য প্রয়োজন দেহের পরিচ্ছন্নতা ও যত্ন। তাই তিনি প্রতিদিন তার চুলের ও ত্বকের যত্ন নেন। তাই বলা যায়, দেহের যত্ন নেওয়ার জন্য দৈহিক পরিচ্ছন্নতার বিকল্প নেই।

ঘ পোশাক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম বা হাতিয়ার– শায়লার উক্তিটি যথার্থ।

পোশাক পরিবেশের সাথে মানানসই হলে মনে কোনো সংশয় থাকে না। নিজেকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করা যায়। ব্যক্তিকে সাবলীল ভাব ফুটে ওঠে। পরিবেশ অনুযায়ী সঠিক পোশাক না হলে মনে অস্বস্তি সৃষ্টি হয় এবং জড়তা তৈরি হয়। ফলে শরীর, মন আড়ষ্ঠ হয়ে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ বাধা সৃষ্টি করে। পোশাকের আকার, নকশা জমিন, রং ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব ফেলে। কম নকশাযুক্ত, ছোট ছোট ছাপা এবং হালকা জমিনের বস্ত্রের তৈরি পোশাক খাটো মোটা দেহাকৃতির মেয়েদের জন্য উপযোগী। পাতলা মেয়েদের জন্য ঢিলেঢালা, পুরো হাতা, বড় ছাপা, গাঢ় রং ও ছোট গলার পোশাক উপযোগী। চেক লম্বা বা খাড়া রেখার পোশাকে খাটো মেয়েদের দেহাকৃতি কিছুটা লম্বা দেখায়। অপরদিকে আড়াআড়ি রেখায় অতিরিক্ত লম্বা মেয়েদের কিছুটা খাটো দেখায়। নীল, সবুজ, নীলাভ সবুজ ইত্যাদি স্নিগ্ধ রঙের পোশাকগুলো স্থূল দেহের মেয়েদের আপাতভাবে হালকা দেখায়। অন্যদিকে, লাল, হলুদ, কমলা ইত্যাদি প্রখর রংগুলো খাটো ও পাতলা মেয়েদের জন্য উপযোগী। যাদের দেহের বর্ণ উজ্জ্বল তাদের সব রকমের রঙের পোশাকে মানায়। শ্যামলা ও অনুজ্জ্বল বর্ণের মেয়েদের জন্য হালকা প্রতিফলনকারী কমলা, হলুদ, গোলাপি ইত্যাদি রঙের প্রতিফলনে দেহের বর্ণ কিছুটা উজ্জ্বল দেখায়। বিভিন্ন আনন্দ উৎসবে এই রংগুলো পোশাকে ব্যবহার করা হলে ব্যক্তিত্বেও তার প্রভাব পড়ে। আবার কোনো শোক অনুষ্ঠানে হালকা রং, সাদাসিধে ডিজাইনের পোশাক পরা হলে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ রেখে পোশাক পরিধান করা হলে অধিক ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে হয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শায়লার শেষ উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১২ ▶ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম

সুপরিপাটি ও আধুনিকা মিসেস জেবা সুগৃহিণী হিসেবে বেশ পরিচিত, বাড়িতে কাজের সহকারীকে কাপড় ধোয়া, যত্ন ও সংরক্ষণের নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন তাই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন।

ক. তীর্যক রেখা কীসের পরিচয় বহন করে? ১
খ. পোশাকের প্রাধান্য বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে করণীয়গুলো বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সঠিক নিয়মে পশমি বস্ত্র ধোয়া এবং সংরক্ষণের কারণেই একই পশমি বস্ত্র অনেকদিন পরিধান করা যায়– উক্তিটির পক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর :

ক তীর্যক রেখা সংযমের পরিচয় বহন করে।

খ পোশাকের যে অংশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাই হচ্ছে প্রাধান্যের কেন্দ্রবিন্দু। শরীরের কাঠামোর সাথে প্রাধান্যের বিন্দু সম্পর্কযুক্ত। কেননা দেখা গেছে যে দেহের যে অংশ বেশি আকর্ষণীয় সে অংশেই সাধারণত প্রাধান্য আনা হয়। প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য গাঢ় বা বিপরীত রঙের বেল্ট, বোতাম, লেস ইত্যাদি বাছাই করা যেতে পারে।

গ বস্ত্র ধৌতকরণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রতিনিয়তই ব্যবহার্য কাপড় পরিষ্কার করে ধৌতকরণ করতে হয়। বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে কিছু করণীয় আছে। যেমন–

i. **ময়লা কাপড় বাছাই করা :** পরিষ্কার করার সুবিধার জন্য ময়লার তারতম্য অনুসারে জামাকাপড়, বিছানার চাদর, নিত্যব্যবহার্য কাপড়, ছোট কাপড় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিলে সুবিধা হয়। আবার বিভিন্ন ধরনের তন্তুর কাপড়ে (যেমন– সুতি, লিনেন, রেশম, নাইলন, টেট্রন ইত্যাদি) একই পরিষ্কারক দ্রব্য বা ধৌতকরণ পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। কাজেই বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বে তন্তু, রং, আকার ও ময়লা অনুযায়ী বস্ত্র বাছাই করতে হবে।

ii. **মেরামত করা :** ধৌত করার পূর্বে পোশাকের বা বস্ত্রের প্রয়োজনীয় মেরামত করে নিতে হবে। কাপড়ের কোনো অংশে ছেঁড়া থাকলে তা রিফু বা তালি দিয়ে ঠিক করে নিতে হয়। তা না হলে ধৌত করার সময় আরও বেশি ছিঁড়ে যেতে পারে। এ ছেঁড়া বড় হলে পোশাক পরার অযোগ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং উক্ত কারণে কাপড় ধৌতকরণের পূর্বে মেরামত করে নিতে হবে।

ঘ সঠিক নিয়মে পশমি বস্ত্র ধোয়া এবং সংরক্ষণের কারণেই একই পশমি বস্ত্র অনেকদিন পরিধান করা যায়— এ উক্তিটি আমি যৌক্তিক বলে মনে করি।

পোশাকের স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য ও ব্যবহার উপযোগিতা বজায় রাখার জন্য যথাযথভাবে যত্ন ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। সঠিক নিয়মে যত্ন নিলে পোশাক অনেকদিন টেকসই, সুন্দর থাকে এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। পরিষ্কার পরিপাটি পোশাক দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখে। তাই সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করতে পারলে পশমি কাপড় অনেকদিন পর্যন্ত পরিধান করা যায়।

পশমি কাপড় ধোয়ার কাজে ঈষদুষ্ণ পানি ব্যবহার করতে হয়। কম ক্ষারযুক্ত গুঁড়া সাবান যেমন— জেট পাউডার ইত্যাদি পশমি বস্ত্র ধোয়ার জন্য উপযোগী। পশমের সাদা জামাকাপড় শেষবার পানি দিয়ে ধোয়ার সময় পানির মধ্যে কয়েক ফোঁটা সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস মিশিয়ে নিলে কাপড়ের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

পশমের সবচেয়ে বড় শত্রু মথ পোকা। ময়লা পশমি কাপড়ে এদের আরও বেশি উপদ্রব হয়। মথা পোকার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে কাপড় সংরক্ষণের আগেই সঠিক নিয়মে ধুয়ে নিতে হবে। কাপড়ের ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হবে। এছাড়া শুকনো নিমপাতা, তামাক পাতা কাপড়ে জড়িয়ে ভাঁজে ভাঁজে রাখা যায়। পশমি কোট, প্যান্ট, জ্যাকেট প্রভৃতি আলমারির ভেতরে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলে ভালো থাকে।

সুতরাং বলা যায়, উপরিউক্ত পদ্ধতিতে পশমি বস্ত্র ধোয়া ও সংরক্ষণ করলে অনেকদিন পর্যন্ত ভালো থাকে।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

প্রশ্ন ১৩ ▶ বিষয়বস্তু : লন্ড্রিতে কাপড় পরিষ্কার, যত্ন নেওয়ার পদ্ধতি, কাপড়ের যত্নে বিভিন্ন পরিষ্কার দ্রব্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবহার

নরেনের বাবার মৃত্যুর পর সে বাবার লন্ড্রির দোকানটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নরেনের লন্ড্রিতে কাপড়ের বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় বলে মহল্লার সবাই তার কাছেই যত্নের জন্য কাপড়চোপড় দেয়। কারণ সে কাপড়ের যত্নের জন্য বিভিন্ন পরিষ্কারক দ্রব্য ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক বেশি দক্ষ। এজন্য তার লন্ড্রিতে কোনো সেবাগ্রহীতার কাপড় নষ্ট হয় না।

ক. কাপড়ের ময়লা দূর করার জন্য কী ব্যবহার করা হয়? ১

খ. কাঁচা রং পাকা করতে লবণের ব্যবহার ব্যাখ্যা কর। ২

গ. নরেনের লন্ড্রিতে সেবাগ্রহীতার কাপড় নষ্ট না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "কাপড়ের যত্নে নরেন বিভিন্ন পরিষ্কারক দ্রব্য ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক বেশি দক্ষ"— তুমি কি এ উক্তিটির সাথে একমত— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর :

ক কাপড়ের ময়লা দূর করার জন্য কাপড় কাচার সাবান, গুঁড়া সাবান, সোডা, তুষের জল, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি পরিষ্কারক ব্যবহার করা হয়।

খ নতুন রঙিন কাপড়ের কাঁচা রং পাকা করার জন্য লবণের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। রঙিন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করার সময় সাবান পানিতে সামান্য পরিমাণে লবণ গুলে নিলে কাপড়ের রং নষ্ট হয় না। কাপড়ের দাগ তুলতেও লবণ ব্যবহার করা হয়। যে কাপড়ের রং ওঠে যায় সেই কাপড় ধোয়ার সময় পরিষ্কারকের সাথে লবণ গুলে নিলে সহজে কাপড়ের রং ওঠে যায় না।

গ নরেনের লন্ড্রিতে সেবাগ্রহীতার কাপড় নষ্ট হয় না। কারণ তার লন্ড্রিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাপড়ের যথোপযুক্তভাবে যত্ন নেওয়া হয়। কোনো পুরাতন বা জীর্ণ বস্ত্র বা পোশাককে উপযুক্ত সংস্কারের সাহায্যে নতুনভাবে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা যায়। পোশাকের স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য ও ব্যবহারোপযোগিতা বজায় রাখার জন্য যথাযথভাবে সঠিক নিয়মে যত্ন নিলে কাপড়চোপড় অনেকদিন টেকে, সুন্দর অবস্থায় থাকে এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। নরেনের লন্ড্রিতে সবধরনের কাপড়চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করা হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য কাপড়ের মান ও ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পরিষ্কার সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। যেমন— সাবান, কাপড় কাচার সোডা, গুঁড়া সাবান, তুষের জল, অ্যামোনিয়া, রিঠা, সিনথেটিক, ডিটারজেন্ট, টার্চ, নীল, কাপড় মোলায়েমকারক, জীবাণুনাশক ভিনিগার ও লবণ। উপরিউক্ত আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করে জীর্ণ ও পুরাতন কাপড় পরিষ্কার করা যায়। এতে কাপড়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরে আসে।

ঘ আমার মতে, উক্তিটি সঠিক। কারণ বিভিন্ন ধরনের কাপড় পরিষ্কার সামগ্রী ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করে পুরাতন কাপড় ও জীর্ণ কাপড়ের হারানো ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু কোনোটির মাত্রা কমবেশি হলে এবং সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করতে না পারলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে নরেনের যথোপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকার কারণে কোন কাপড়ে কোন পরিষ্কারক দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করবে এ সম্পর্কে তার খুব ভালো ধারণা আছে। যেমন বাজারে বিভিন্ন ধরনের সাবান পাওয়া যায়। কিন্তু সব সাবানই সব বস্ত্রের পরিষ্কারক হিসেবে উপযুক্ত নয়। বস্ত্র পরিষ্কারক সাবানের কিছু গুণ থাকতে হয়। সাবান দেখতে হলদে বা গাঢ় রঙের হবে না। সাবান এমন শক্ত হবে যাতে আঙুলের সাহায্যে চাপ দিলে গর্ত হবে না, সাবানের গা মসৃণ হবে, সাবান পানির প্রসারণ ক্ষমতা ও ভিজানোর ক্ষমতা বাড়াবে ইত্যাদি। আবার অ্যামোনিয়া এক প্রকার তীব্র গ্যাস। রঙিন বস্ত্রাদি অ্যামোনিয়া মিশ্রিত মৃদু জলে পরিষ্কার করা হয় না। কারণ অ্যামোনিয়ার ফলে রং চটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সিনথেটিক ডিটারজেন্ট ব্যবহারে রঙিন বস্ত্রাদি রং চটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কাপড় মোলায়েমকারক সিনথেটিক কাপড় মোলায়েম করার জন্য বেশি ব্যবহার করার ফলে কাপড়ের পানি শোষণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। লবণ নতুন রঙিন কাপড়ের কাঁচা রং পাকা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য সৃষ্টি করতে এবং বস্ত্রের উজ্জ্বলতা আনতে ব্যবহৃত হয় গঁদ। উপরিউক্ত বিষয়গুলোর আলোকে আমি উক্তিটির সাথে একমত পোষণ করছি।

প্রশ্ন ১৪ ▸ বিষয়বস্তু : কাপড় রিফু করার পদ্ধতি এবং রেশমি ও পশমি বস্ত্র ধোলাই পদ্ধতিতে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার

দিয়া একজন সুগৃহিণী। সে তার পরিবারের প্রত্যেকটি বিষয়ে অনেক যত্নশীল ও সচেতন। সে প্রতি সপ্তাহে, মাসে ও বছরে পোশাকের বিশেষ যত্ন নেয়। তার একটি রেশমি শাড়ি ধোয়ার জন্য নিলে শাড়িতে ছেঁড়া খুঁজে পায়। শাড়িটি ধোয়ার পূর্বে সে তার নিপুণ হাতে রিফু করে নেয়। এরপর তার শাড়িটির জন্য কোন ধরনের পরিষ্কারক ও ধোয়ার পদ্ধতি কোনটি উপযুক্ত তা নির্বাচন করে শাড়িটির যত্ন নেয়।

ক. ধোয়ার পর প্রায় সব কাপড়েই কী সৃষ্টি হয়? ১
খ. রেশমি বস্ত্রের যত্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দিয়ার শাড়িটির রিফু করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দিয়া কীভাবে তার শাড়িটি শুষ্ক পদ্ধতিতে ধুয়ে পরিষ্কার করল? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর :

ক ধোয়ার পর প্রায় সব কাপড়েই কুঞ্চন সৃষ্টি হয়।

খ রেশমি বস্ত্র বেশি উত্তাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঘাম, ময়লাযুক্ত রেশমি বস্ত্র দ্রুত ধোয়া উচিত। কারণ ঘামের এসিড রেশমকে দুর্বল করে। এ জাতীয় বস্ত্র সবসময় ছায়ায় শুকাতে হয়। সূর্যের তাপ রেশমি বস্ত্রের রং ও উজ্জ্বলতা নষ্ট করে। রেশমি বস্ত্র কিছুটা আর্দ্র অবস্থায় ইস্ত্রি করতে হয়। সুতি কাপড়ের মতো রেশমি বস্ত্রে পানি ছিটানো বা স্প্রে করতে হয় না। এতে কাপড়ে পানির ফোঁটার দাগ বসে যায়। রেশমি বস্ত্র উল্টো করে মৃদু তাপে ইস্ত্রি করে কাপড়ের জলীয় বাষ্প শুকিয়ে গেলে যথাস্থানে সংরক্ষণ করতে হয়।

গ দিয়া তার রেশমি কাপড়ের শাড়িটি পরিষ্কার করতে নিলে শাড়িতে ছেঁড়া বের হয়। মূলত কোনো বস্ত্র ধৌত করার পূর্বে পোশাকের বা বস্ত্রের প্রয়োজনীয় মেরামত করে নিতে হয়। তা না হলে ধৌত করার সময় আরও বেশি ছিঁড়ে যেতে পারে। এ ছেঁড়া বড় হলে পোশাক পড়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে। এ কারণেই দিয়া তার শাড়িটি ধোয়ার পূর্বে রিফু করে নেয়। রিফু হলো পোশাকের কোনো স্থানে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেলে বা ফেঁসে গেলে ছেঁড়া স্থানে পড়েন সুতা সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে সুচের সাহায্যে ভরে দেওয়াকে বোঝায়। এজন্য বস্ত্রের সুতা অনুযায়ী সুচ ও সুতার প্রয়োজন। তাছাড়া রিফু করার সুতা ও কাপড়ের রং এক হতে হবে। রিফু করার সময় ছেঁড়া অংশের চারদিকে প্রথমে পেন্সিলের দাগ দিয়ে নিতে হয়। দাগের উপর দিয়ে ছোট করে ঘ্রান ফোঁড় দিয়ে সেলাই করলে কাপড়ের সুতা খুলে আসবে না। এরপর এক একটি স্ট্রতার ভিতর দিয়ে সুচ দিয়ে প্রথম টানা সুতার অংশ পরিপূরণ করতে হয়। ছেঁড়া অংশের সম্পূর্ণটা টানা সুতায় ভরে তোলে একই পদ্ধতিতে ছুরা সুতার অংশের একটা সুতার ওপর ও নিচ দিয়ে সেলাই করে পূরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে ফ্রেম ব্যবহার করলে সুবিধা হয়। উপরিউক্ত নিয়মে দিয়া তার শাড়িটি রিফু করে নেয়।

ঘ দিয়ার শাড়িটি রেশম বস্ত্রের এবং মূল্যমানও অনেক। তাই সে সিদ্ধান্ত নিল শাড়িটি শুষ্ক ধোলাই করবে। শুষ্ক ধোলাই হলো পানি ব্যবহার না করে বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করে কাপড় পরিষ্কার করাকেই শুষ্ক ধৌতকরণ বলে। কিছু কিছু রেশমি ও পশমি কাপড় সাবান পানিতে ধুলে সংকুচিত হয় কিংবা রং চটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু শুষ্ক পদ্ধতিতে কাপড় ধোয়া হলে কাপড়ের আকার-আকৃতি ও উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। শুষ্ক ধোলাইয়ের জন্য অনেক প্রকার রাসায়নিক দ্রাবক ব্যবহৃত হয়। এসব তরল পদার্থ সম্পূর্ণ পানিশূন্য থাকে। যেমন— পেট্রোলিয়াম ইথার, টারপেনটাইন কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেনজল, বেনজিন ও পেট্রোল উল্লেখযোগ্য।

ধোয়ার নিয়ম হলো— প্রথমে কাপড় থেকে আলগা ময়লা ঝেড়ে ফেলতে হয়, পরিষ্কারক তরল পদার্থটিকে পানিশূন্য করে নিতে হয়। পর পর চারটি পাত্রে ঐ তরল পদার্থ ঢেলে নিতে হয়। প্রথম পাত্রের তরলে কিছুটা বেনজিন, সাবান বা লিসাপল জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য মেশালে ভালো হয়। কাপড়টি প্রথম পাত্রের তরলে চুবিয়ে রগরিয়ে তুলতে হয়। তারপর কাপড়টি হাতে চেপে যথাসম্ভব তরল পদার্থ বের করে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাত্রের তরলে ধুয়ে নিতে হয়। চতুর্থ পাত্রের তরলে কিছুটা ভিনিগার মিশিয়ে নেওয়া উত্তম। এভাবেই ধোয়ার পর কাপড়টি ছায়ায় শুকাতে হয়।

প্রশ্ন ১৫ ▸ বিষয়বস্তু : রেশমিবস্ত্র ধৌতকরণ ও শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতি

রাবেয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য রেশমি বস্ত্র পরিধান করে। সে পোশাকের যত্ন সম্পর্কে খুবই সচেতন। সে তার বস্ত্র ধৌতকরণ ও শুষ্ক ধৌতকরণে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে।

ক. পশমি কাপড় কোন তন্তু থেকে উৎপন্ন হয়? ১
খ. কৃত্রিম তন্তুর কাপড় ধোয়ার পদ্ধতি বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকের রাবেয়া কীভাবে রেশমি বস্ত্র ধৌত করে আলোচনা কর। ৩
ঘ. শুষ্ক ধৌতকরণে রাবেয়া আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর :

ক পশমি কাপড় প্রাণিজ তন্তু থেকে উৎপন্ন হয়।

খ নাইলন, পলিয়েস্টার হচ্ছে কৃত্রিম তন্তুর কাপড়। এসব বস্ত্রাদি পানিতে ভিজিয়ে রাখলে সহজে নষ্ট হয় না। বেশি ময়লা বস্ত্রাদি ঈষদুষ্ণ সাবান পানিতে ভিজিয়ে রাখলে সহজে পরিষ্কার হয়। ধোয়ার সময় কখনো মোচড়াতে হয় না। আস্তে থুপে থুপে ধুতে হয়। পরিষ্কার পানি একাধিকবার ব্যবহার করে ময়লা ও সাবান দূর করতে হয়। ছায়াযুক্ত স্থানে দড়িতে টানিয়ে শুকাতে হয়। এ তন্তুর বস্ত্রগুলো ধৌতকরণের ফলে তেমন কুঞ্চন পড়ে না বলে ইস্ত্রি করার প্রয়োজন হয় না।

গ উদ্দীপকের রাবেয়া নিম্নোক্ত উপায়ে রেশমি বস্ত্র ধৌত করে-

- রাবেয়া তার বস্ত্র ধোয়ার সময় সাদা ও রঙিন রেশমি বস্ত্র আলাদা করে। কারণ রঙিন রেশমি বস্ত্র ভিজিয়ে রাখলে রং উঠে এবং সাদা রেশমি বস্ত্রের সাথে একত্রে ধুলে সাদা বস্ত্রে রং লেগে যেতে পারে। তাই সাদা ও রঙিন বস্ত্র আলাদা ধোয়া উচিত।
- সে সব সময় রেশমি বস্ত্রে মৃদু গরম পানি এবং কম ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করে। যেমন- ডিটারজেন্ট হিসেবে রিঠা, ভালো সাবান বা সাবানের গুঁড়া। এই ধরনের যে কোনো একটি পরিষ্কারক উপকরণ প্রয়োগ করে সামান্য মৃদু পানি সহযোগে অল্প সময় ধরে নেড়ে-চেড়ে নিলে ময়লা বের হয়ে যায়।
- সে ময়লা ও সাবান দূর করার জন্য বড় গামলা বা বালতিতে পরিষ্কার পানিতে একাধিকবার নেড়ে-চেড়ে নেয়। এতে রঙিন রেশমের উজ্জ্বলতা ঠিক থাকে। সে হাত দিয়ে চেপে পানি বের করে।
- অনেকবার ধোয়া হয়েছে এমন রেশমি বস্ত্রের কাঠিন্য ঠিক রাখার জন্য সে এরারুটের দ্বারা তৈরি মাড় প্রয়োগ করে। গাঁদও রেশমি বস্ত্রের কাঠিন্য ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হয়।
- সে তার রেশমি বস্ত্র সব সময় ছায়ায় শুকায়। কারণ সূর্যের তাপ রেশমি বস্ত্রের রং ও উজ্জ্বলতা নষ্ট করে।

ঘ উদ্দীপকের রাবেয়া তার বস্ত্র শুষ্ক ধৌতকরণে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে।

শুষ্ক ধৌতকরণের জন্য অনেক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। এসব তরল পদার্থ সম্পূর্ণ পানিশূন্য থাকে। কেননা এ জাতীয় তরলে পানি থাকলে তা দিয়ে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা যায় না। শুষ্ক ধৌতকরণের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। যেমন-

- প্রথমে কাপড় থেকে আলগা ময়লা ঝেড়ে ফেলতে হয়।
- পরিষ্কারক তরল পদার্থটিকে পানিশূন্য করে নিতে হয়।
- পরপর চারটি পাত্রে ওই পানিশূন্য তরল পদার্থ ঢেলে নিতে হয়।
- প্রথম পাত্রের তরলে কিছুটা বেনজিন সাবান বা লিসাপল জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য মেশালে ভালো হয়। কাপড়টি প্রথম পাত্রের তরলে ডুবিয়ে রগড়িয়ে তুলতে হয়।
- তারপর কাপড়টি হাতে চেপে যথাসম্ভব তরল পদার্থ বের করে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাত্রের তরলে ধুয়ে নিতে হয়। চতুর্থ পাত্রের তরলে কিছুটা ভিনিগার মিশিয়ে নেওয়া উত্তম।
- এভাবে ধোয়ার পর কাপড়টি ছায়ায় শুকাতে হয়। শুকানোর সময় কাপড়টির মূল আকার সংরক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে টেনে পূর্বাকারে এনে নিতে হয়। এতে কাপড়ের আকার সংকুচিত হয় না।
- কাপড়টি এভাবে শুকানোর পর এর ওপর ভেজা কাপড় বিছিয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হয়।
- শুষ্ক ধৌতকরণ পদ্ধতিতে কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। যেমন- কাপড় ধোয়ার স্থানে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার।
- কাপড় ধোয়ার স্থানে বা কাছাকাছি স্থানে যেন আগুন না থাকে।
- কাপড় ধোয়ার তরল যেন মেঝেতে না পড়ে। এভাবে রেশমি ও পশমি বস্ত্র শুষ্ক উপায়ে বাড়িতেও ধোয়া যায়।

প্রশ্ন ১৬ ▶ বিষয়বস্তু : কাপড় সংরক্ষণে লক্ষণীয় বিষয় এবং পদ্ধতি

শীতের শেষে রেহানা বেগম তার পরিবারের সকল সদস্যদের ব্যবহার্য পোশাক ও বস্ত্রাদি সংরক্ষণের জন্য বিশেষভাবে যত্ন নিয়েছেন এবং সংরক্ষণের জন্য পোশাকের ধরন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

ক. সংরক্ষণের একক হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়? ১
খ. কাপড় সংরক্ষণের লক্ষণীয় বিষয়গুলো কী? বর্ণনা কর। ২
গ. কাপড় সংরক্ষণে রেহানা বেগমের সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রেহানা বেগমের কাপড় সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো কী যথার্থ? এর সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর :

ক সংরক্ষণের একক হিসেবে স্টিল ও কাঠের আলমারি, বড় স্টিলের বক্স, স্যুটকেস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

খ কাপড় সংরক্ষণের লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো–

১. দামি কাপড় সাধারণ কাপড় ভাগ ভাগ করে রাখলে সুবিধা হয়।
২. বড় কাপড়, ছোট ছোট কাপড় ভাগে ভাগে সংরক্ষণ করা হলে প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।
৩. কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হয়।
৪. লেপের কাভার, বিছানার চাদর, কম্বল প্রভৃতি ভাঁজে ভাঁজে কালোজিরা, শুকনা চা পাতা কাপড়ের পুটলিতে বেঁধে রেখে দেওয়া যায়। শুকনো নিমপাতাও রাখা যায়।
৫. মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে শুকিয়ে নিলে কাপড়ের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর হয়।

গ শীত শেষ হওয়ায় রেহানা বেগম তার পরিবারের শীতের ব্যবহার্য বস্ত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কারণ শীতে যে ধরনের পশমি বস্ত্র ব্যবহার করা হয় সেগুলো তুলনামূলক একটু বেশি দাম। তাই এ বস্ত্রগুলো ব্যবহারের পর সংরক্ষণ করলে পরের বছর ব্যবহার করা যায়। এতে পরিবারের অর্থের অপচয় রোধ করা যায়। আমাদের ব্যবহার্য নানা ধরনের বস্ত্রের মধ্যে ঘরোয়া পোশাক, বাইরের পোশাক, উৎসব অনুষ্ঠানের পোশাক, মৌসুমি পোশাক অন্তর্গত। আমাদের ব্যবহার্য বস্ত্রের উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সঠিকভাবে যত্ন ও সংরক্ষণ করতে হয়। সংরক্ষণের একক হিসেবে স্টিল ও কাঠের আলমারি, বড় স্টিলের বক্স, স্যুটকেস ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। তবে সংরক্ষণ করার আগেই নিয়মানুযায়ী ধৌতকরণ, শুকানো ও ইস্ত্রির কাজটি করে নিতে হবে। এরপর ইস্ত্রি করে বাতাসে শুকিয়ে আর্দ্রতামুক্ত করে নিতে হয়। তারপর ভাগে ভাগে আলমারি বা বক্সের মধ্যে ভরে রাখতে হয়।

সংরক্ষণ করার আগে আলমারি বা বক্সের কীটনাশক স্প্রে করে নিতে হয়। সংরক্ষিত কাপড়গুলো মাঝে মাঝে বের করে হালকা রোদে মেলে বাতাসে লাগিয়ে স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করতে হয়।

ঘ রেহানা বেগম শীত শেষে তার পরিবারের বস্ত্র সংরক্ষণ করে রাখেন। তিনি যেভাবে বা যে পদ্ধতিতে তার পরিবারের বস্ত্রগুলো সংরক্ষণ করেছে তা আমার মতে যথার্থ। কেননা তিনি বস্ত্রগুলো সংরক্ষণের জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তাতে পোশাকের উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব বাড়ায়। পোশাকের স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য ও ব্যবহার উপযোগিতা বজায় রাখার জন্য যথাযথভাবে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সঠিক নিয়মে যত্ন নিলে কাপড়চোপড় অনেকদিন টেকসই সুন্দর অবস্থায় থাকে এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। পরিষ্কার পরিপাটি পোশাক দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখে। তাই সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করতে পারলে পশমি কাপড় অনেকদিন পর্যন্ত টেকে। আর শীতকাল ছাড়া বছরের অন্য সময়ে পশমি বস্ত্র ব্যবহৃত হয় না। বছরের ২-৩ মাস পশমি বস্ত্র ব্যবহার হয়। বছরের বাকি সময় এগুলো সংরক্ষিত থাকে। পশমি বস্ত্রের দাম তুলনামূলকভাবে একটু বেশি থাকে। বস্ত্র সংরক্ষণ করতে হলে প্রথমে নিয়মানুযায়ী ধৌতকরণ, শুকানো ও ইস্ত্রির কাজটি করে নিতে হবে।

পশমের সবচেয়ে বড় শত্রু মথ পোকা। ময়লা পশমি কাপড়ে এদের আরও বেশি উপদ্রব হয়। মথ পোকার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে কাপড় সংরক্ষণের আগেই সঠিক নিয়মে ধুয়ে নিতে হবে। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হবে। এছাড়া শুকনো নিমপাতা, তামাকি পাতা কাপড়ে জড়িয়ে ভাঁজে ভাঁজে রাখা যায়। পশমি কোট, প্যান্ট, জ্যাকেট প্রভৃতি আলমারির ভিতরে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলে ভালো থাকে।

প্রশ্ন ১৭ ▶ বিষয়বস্তু : পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ

ঝুমকোর বান্ধবী লায়লার বিয়েতে চার বন্ধু মিলে যোগদান করে। সবাই অনেক সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে। কিন্তু তার পোশাকটি মলিন হওয়ায় সে মনমরা হয়ে বন্ধুদের থেকে আলাদা হয়ে থাকে। কারও সাথে মিশতে পারে না। সে উপলব্ধি করে পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ।

ক. কোন রংকে আনন্দদায়ক রং বলে? ১
খ. সাদা ও রঙিন বস্ত্র আলাদাভাবে ধোয়া উচিত কেন? ২
গ. উদ্দীপকে পোশাক ঝুমকোকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ। ঝুমকোর আলোকে উক্তিটির তাৎপর্য তুলে ধর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর :

ক উজ্জ্বল রংকে আনন্দদায়ক রং বলা হয়।

খ রঙিন রেশমি বস্ত্র ভিজিয়ে রাখলে রং ওঠে যায়। আর রেশমি রঙিন বস্ত্র সাদা রেশমি বস্ত্রের সাথে ধুলে সাদা বস্ত্রে রং লেগে যেতে পারে। তাই সাদা ও রঙিন বস্ত্র আলাদাভাবে ধোয়া উচিত।

গ আলোচ্য উদ্দীপকে ঝুমকো অন্য বন্ধুদের সাথে বিয়ে বাড়িতে যায়। কিন্তু তার পোশাক মলিন হওয়ায় সে কারও সাথে মিশতে পারে না। তার মনে সংকোচ দেখা দেয়। সে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। সবার মাঝ থেকে সে নিজেকে আলাদা করে রাখে। তার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রবণতা দেখা যায়। মন খারাপ থাকায় তার চেহারায় নিষ্প্রাণ ও মলিন মনে হয়। তার সকল বন্ধুরা আনন্দ, ফুর্তি করলেও সে আনন্দে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। তার মনে সবসময় অস্বস্তিবোধ কাজ করে। মলিন পোশাক পরার কারণে অন্যান্য বন্ধুর থেকে তাকে অনাকর্ষণীয় দেখায়। তার চেহারায় সাবলীল ভঙ্গি ফুটে ওঠে না। মলিন পোশাক ঝুমকোর ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। আর এভাবে পোশাক ঝুমকোকে প্রভাবিত করে মানসিকভাবে দুর্বল করে।

ঘ যে ধরনের ব্যক্তিত্বেরই হোক না কেন সুরুচিপূর্ণ মানানসই পোশাক ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে। মানুষের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ হলো পোশাক।

পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তি তার মনের অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে প্রকাশ করে থাকে। মলিন পোশাক ঝুমকোর ব্যক্তিত্বকে প্রকাশে বাধাগ্রস্ত করে। পুরাতন পোশাক পরার কারণে মানুষের মনে প্রফুল্লতার অভাব দেখা দেয়। চেহারায় অনুজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়। পরিবেশের সাথে মানানসই পোশাক হলে মনে কোনো সংশয় থাকে না। নিজেকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করা যায়। ব্যক্তিত্বে সাবলীল ভাব ফুটে ওঠে। পরিবেশ অনুযায়ী পোশাক সঠিক না হলে মনে অস্বস্তি সৃষ্টি হয় এবং জড়তা তৈরি হয়। ফলে শরীর মন আড়ষ্ট হয়ে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। নিজেকে আড়াল করার প্রবণতা দেখা যায়। আবার পোশাকের আকার, নকশা, জমিন রং ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব ফেলে, বিভিন্ন রঙের পোশাকও ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। যেমন শোক অনুষ্ঠানে হালকা রঙের পোশাক ব্যবহার করা উচিত। সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ রেখে পোশাক পরিধান করলে অধিক ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে হয়। যেমন– পহেলা বৈশাখে সবাই লাল সাদা পোশাক পরিধান করে। আবার পোশাক পরলেই হবে না সেটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কি না সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মলিন এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করার কারণে ঝুমকোর ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তাই বলা যায়, পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

প্রশ্ন ১৮ ▶ বিষয়বস্তু : নকশি কাঁথা পুরাতন কাপড়ের গুরুত্ব এবং পুরাতন কাপড় চোপড় দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির পদ্ধতি

সীমা তার অব্যবহৃত কাপড়গুলো অযত্ন অবহেলায় ফেলে রাখে। তার মা এগুলো পরিষ্কার করে তুলে রাখতে চাইলে সে বলে, পুরনো জিনিস দিয়ে কী হবে। তখন তার মা পুরনো কাপড়ের প্রয়োজনীয়তা তাকে বুঝিয়ে বলে।

ক. পাপোশ কাকে বলে? ১

খ. নকশি কাঁথা কীভাবে তৈরি করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে সীমার মায়ের করণীয় কাজ দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সীমার মায়ের বক্তব্যের আলোকে পুরনো বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর :

ক পা মোছার জন্য যে কাপড় বা জিনিস ব্যবহার করা হয় তাকে পাপোশ বলে।

খ পুরনো কাপড়ের সাহায্যে গ্রামের মেয়েরা প্রথমে কাঁথা বানায়। সে কাঁথার ওপর তারা মনের মাধুরি মিশিয়ে সুই-সুতার সাহায্যে নানা ধরনের ফুল-লতা, পাতা, পশুপাখির চিত্র তুলে ধরে, অনেক সময় গ্রামীণ জীবনের নানা দৃশ্য সেখানে ফুটিয়ে তোলা হয়। এভাবে একের পর এক নকশি এঁকে কাঁথাটিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলা হয়। বাহারি রং-বেরঙের সুতার সাহায্যে এ সকল কাঁথা তৈরি হয়। আর এভাবে তৈরি হয় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথা।

গ আলোচ্য উদ্দীপকে সীমার মায়ের করণীয় কর্মকান্ড থেকে আমরা শিখতে পারি পুরাতন জিনিস ফেলনা নয়। পুরাতন বস্ত্র, শাড়ি, বিছানার চাদর, পর্দা ইত্যাদির রং চটে গেলে, সামান্য ছিঁড়ে গেলে সেগুলো ফেলে না দিয়ে বাহারি জিনিস তৈরি করা হয়। যেমন– বাজার করার যে নেটগুলো পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে বিভিন্ন ওয়ালমেট তৈরি করা যায়। ডিমের খোসা, গমের নাড়া অব্যবহৃত টুকরা কাচ দিয়ে গৃহের সৌন্দর্য বর্ধনকারী বিভিন্ন দেয়াল চিত্র তৈরি করতে পারি। অব্যবহৃত কাপড় থেকে নকশি কাঁথা বানানো যায়। তাই কোনো অব্যবহৃত বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমরা ফেলে দেব না, সযত্নে সংগ্রহ করব এবং তা থেকে নতুন কিছু সৃষ্টির চেষ্টা করব।

ঘ উদ্দীপকে সীমা তার অব্যবহৃত কাপড়গুলো অযত্নে ও অবহেলায় রেখেছে দেখে তার মা এগুলোকে তুলে রাখেন এবং তাকে পুরনো কাপড়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে বলেন। কারণ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিসের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে রংচটা পুরাতন কাপড় অন্যতম। এসব পুরনো কাপড় আমরা নানাভাবে কাজে লাগাতে পারি। যেমন পুরনো কাপড় দিয়ে আমরা সুন্দর সুন্দর সাধারণ কাঁথা, নকশি কাঁথা তৈরি করতে পারি। এগুলো একদিকে যেমন আমাদের শীত নিবারণ করে, অন্যদিকে বিছানার চাদর, সোফার কভার, দেয়ালসজ্জা, মেঝের আচ্ছাদন তৈরি করা যায়। পুরনো কাপড় কেটে ফুল করে বালিশের কভার তৈরি করা যায়। বর্তমানে অ্যাপালিকের কাজ খুব জনপ্রিয়। পুরনো কাপড় নিয়ে পা মোছার জন্য পাপোশ তৈরি করা যায়। আবার কাপড় কেটে আমরা রান্নাঘরের হাঁড়ি ধরার লুছনি তৈরি করতে পারি। তাই বলা যায়, সংসারের অপ্রয়োজনীয় বস্ত্র ফেলে না দিয়ে রেখে দিতে হবে। পরবর্তীতে আমরা এগুলো কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন জিনিস বানাতে পারি।

অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান

সৃজনশীল, সংক্ষিপ্ত, বহুনির্বাচনি ও দক্ষতা স্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর এবং চিন্তন দক্ষতা ও মেধাবিকাশে সহায়ক

পাঠ ১ ⊙ বস্ত্র ধৌতকরণ

কাজ ▶ গৃহে ব্যবহৃত পরিষ্কারক এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির একটি তালিকা তৈরি কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৭১

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : পোশাক পরিষ্কারক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সম্পর্কে জানা।

কাজের বিবরণ : পোশাক পরিষ্কারক ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির তালিকা নিচে দেওয়া হলো—

পরিষ্কারক দব্য	আনুষঙ্গিক দ্রব্য
সাবান : সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক উপকরণ। কস্টিক সোডার পরিমাণ বেশি হলে সাবান বস্ত্র পরিষ্কার করার উপযোগী নয়। সাবানের আবশ্যকীয় গুণাবলি হলো— হলদে বা গাঢ় রঙের হবে না; শক্ত হবে যেন আঙুলের চাপে গর্ত না হয়; সাবানের গা মসৃণ হবে। সাবান পানির প্রসারণ ক্ষমতা ও ভিজাবার ক্ষমতা বাড়ায়; কাপড়ের ময়লাকে বের করে ধরে রাখে; পানি দিয়ে ধুলে ময়লাসহ সাবান ধুয়ে কাপড় পরিষ্কার হয়।	**বোরাক্স :** আমাদের দেশে সহজলভ্য নয়। বর্তমানে সোডিয়াম কার্বোহাইড্রেট বরিক এসিড হতেও বোরাক্স তৈরি হচ্ছে। বোরাক্স জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় বলে কাপড়ে কাঠিন্য ও ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় কাপড়ের দাগ তুলতে ব্যবহৃত হয়।
কাপড় কাচা সোডা : এটি সোডিয়াম কার্বনেট। বেশি ময়লা তৈলাক্ত সুতি ও লিনেন কাপড় সিদ্ধ করা, জীবাণুমুক্ত করা ও দুর্গন্ধমুক্ত করার জন্য সোডা ব্যবহৃত হয়। এটি সব কাপড়ের উপযোগী নয়। সোডার অতিরিক্ত ক্ষার রেশমি ও পশমি কাপড় নষ্ট করে।	**স্টার্চ :** আলু, চাল, ভুট্টা থেকে স্টার্চ প্রস্তুত করা হয়। এতে কাপড়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য ও ঝকঝকে ভাব ফিরে আসে। এটি ব্যবহারের কাপড় সহজে ময়লা হয় না। **গঁদ :** রেশম বস্ত্রে কাঠিন্য ও উজ্জ্বলতা সৃষ্টিতে গঁদ ব্যবহৃত হয়।
গুঁড়া সাবান : পাত্রে পরিমাণমতো পানি নিয়ে গুঁড়া সাবান দিয়ে সহজে অনেক কাপড় কাচা যায়। এসব গুঁড়া সাবানে ক্ষার জাতীয় উপাদান বেশি থাকে বলে কাপড়ের ধরন বুঝে ব্যবহার করতে হয়।	**নীল :** কাপড় পরিষ্কারের পর নীল ব্যবহারে হলদে ভাব কেটে নীলাভ শুভ্রতা দেখা দেয়। কাপড়ে ব্যবহারের জন্য আলট্রামেরাইন, প্রুশিয়ান, ইন্ডিগো কিনতে পাওয়া যায়। নীল তরল ও পাউডাররূপে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।
তুষের জল : সিনটোজ ও ক্রিটোন জাতীয় ছাপা ও রঙিন বস্ত্রে প্রয়োগ করা হয়। একে ভুসি বলে। তুষ ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পানিতে ভিজিয়ে রেখে যখন পানি বাদামি বর্ণ ধারণ করবে তখন তুষের পানি ব্যবহার উপযোগী হবে।	**কাপড় মোলায়েমকারক :** সিনথেটিক কাপড় নরম ও কোমল রাখতে এটি ব্যবহৃত হয়। তবে অধিক ব্যবহারে কাপড়ের পানি শোষণ ক্ষমতা হ্রাস পায়।
অ্যামোনিয়া : এটি তীব্র গ্যাস। পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায়। সাদা রেশম ও পশম বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য খর পানি এর সাহায্যে মৃদু করা হয়। রঙিন বস্ত্রে এটি ব্যবহৃত হয় না। কারণ রং চটে যেতে পারে। কাপড়ের দাগ উঠাতে এটি ব্যবহৃত হয়।	**জীবাণুনাশক :** সংক্রামক রোগ থেকে আরোগ্য লাভের পর ব্যবহৃত জামাকাপড় জীবাণুমুক্ত করতে জীবাণুনাশক ব্যবহার করা হয়। যেমন : ক্লোরিন, ব্লিচিং।
রিঠা : রিঠা ফল রেশম ও পশমের বস্ত্র পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর খোসায় স্যাপোনিন নামে একটি পদার্থ আছে যা ময়লা পরিষ্কার করে। এতে কাপড়ের উজ্জ্বলতা, কোমলতা বাড়ায়, রং ভালো থাকে।	**ভিনিগার :** কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। আবার রঙিন কাপড়ের রং চটে গেলে পানিতে সামান্য ভিনিগার মিশিয়ে কিছুক্ষণ রাখলে রং ফিরে আসে।
সিনথেটিক ডিটারজেন্ট : এটি ক্ষারবিহীন পরিষ্কারক উপকরণ। রেশম, পশম ইত্যাদি মূল্যবান বস্ত্র ডিটারজেন্টের সাহায্যে নির্ভয়ে পরিষ্কার করা যায়। এতে রঙিন বস্ত্রের রং চটে যাবার সম্ভাবনা থাকে না।	**লবণ :** নতুন রঙিন কাপড়ের কাচা রং পাকা করার জন্য লবণ বহুল ব্যবহৃত হয়। রঙিন বস্ত্র পরিষ্কারের সময় সাবান পানিতে সামান্য লবণ গুলে নিলে কাপড়ের রং নষ্ট হয় না; দাগ তুলতেও লবণ ব্যবহার করা হয়।

পাঠ ৪ ⊙ শুষ্ক ধৌতকরণ

কাজ ▶ বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বপ্রস্তুতি বর্ণনা কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৭৭

সমাধান :

কাজের বিবরণ : বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি পরিবারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার একটা উল্লেখযোগ্য দিক। বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্ব প্রস্তুতির ধাপগুলো হলো—

১. **ময়লা কাপড় বাছাই করা :** পরিষ্কার করার সুবিধার জন্য ময়লার তারতম্য অনুসারে জামাকাপড়, বিছানার চাদর, নিত্যব্যবহার্য কাপড়, ছোট কাপড় ভিন্ন ভিন্ন ভাগ করে নিলে সুবিধা হয়। ভিন্ন ভিন্ন তন্তুর কাপড় যেমন— সুতি, লিনেন, রেশম, পশম, নাইলন ইত্যাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিষ্কারক দ্রব্য প্রযোজ্য। কাপড়ে বা পোশাকের গায়ে কোনো নির্দেশনা থাকলে অনুসরণ করতে হবে।

২. **মেরামত করা :** ধৌত করার আগে বস্ত্র মেরামত করে নিতে হয়। কোনো অংশ ছেঁড়া থাকলে রিফু বা তালি দিতে হবে। এছাড়া বোতাম হুক, বকলেস ইত্যাদি ঢিলা কি না দেখতে হবে। কোনো আলঙ্কারিক বোতাম, ক্লিপ থাকলে খুলে রাখতে হবে।

৩. **দাগ অপসারণ করা :** নানা কারণে কাপড়ে দাগ লাগে। এ দাগ যেন স্থায়িভাবে কাপড়ে বসে না যায় সেজন্য ধোয়ার আগেই দাগ অপসারণ করে নিতে হবে।

৪. **বস্ত্র পরিষ্কারক উপকরণ নির্বাচন :** তন্তুর প্রকৃতি, ময়লার ধরন, রং, আকার-আয়তন ইত্যাদি বিবেচনা করে পরিষ্কারক উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করতে হবে। বস্ত্র অনুযায়ী গরম বা ঈষদুষ্ণ বা ঠান্ডা পানি ব্যবহার করতে হবে। উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য নীল, মাড় ব্যবহার করতে হবে।

পাঠ ৫ ● সংরক্ষণ

কাজ ▸ বিভিন্ন ধরনের তন্তুর বস্ত্র সংরক্ষণে সতর্কতামূলক বিষয় সম্পর্কে লেখ। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৭৯

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : বিভিন্ন ধরনের তন্তুর বস্ত্র সংরক্ষণে সতর্ক হওয়া।

কাজের বিবরণ : সংরক্ষণ বলতে সঠিক নিয়মে রেখে দেওয়াকে বোঝায়। বস্ত্রের তন্তুর ধরন অনুযায়ী সংরক্ষণের সতর্কতা ভিন্ন হয়। পশম ও রেশম তন্তুর বস্ত্রের সংরক্ষণের সতর্কতাগুলো নিচে দেওয়া হলো–

পশম	রেশম
১. পশমের সবচেয়ে বড় শত্রু মথ। ময়লা কাপড়ে এদের আরও বেশি উপদ্রব হয়। তাই সংরক্ষণের আগেই বস্ত্র ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।	১. সংরক্ষণের আগেই নিয়ম অনুযায়ী ধৌতকরণ, শুকানো ও ইস্ত্রি করতে হবে।
২. ইস্ত্রি করে বাতাসে শুকিয়ে ভাগে ভাগে বক্সে বা আলমারিতে সংরক্ষণ করতে হবে।	২. ইস্ত্রি করা রেশমি বস্ত্রের জলীয় বাষ্প ভালোভাবে দূর করতে হবে। তা না হলে ফাঙ্গাস সৃষ্টি হয়ে তন্তু দুর্বল হয়ে ফেঁসে যাবে।
৩. কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ন্যাপথলিন দিতে হবে। শুকনো নিম পাতা, তামাক পাতাও দেওয়া যায়।	৩. রেশমি কাপড়ের সবচেয়ে বড় শত্রু কাপড় কাটার রুপালি পোকা। তাই অবশ্যই সংরক্ষণ স্থানটি আর্দ্রতামুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাঝে মাঝে হালকা রোদে বাতাস চালনা করে শুকিয়ে নিতে হবে।
৪. সংরক্ষণের আগে সংরক্ষণ স্থানে কীটনাশক স্প্রে করে নিতে হবে।	
৫. সংরক্ষিত কাপড় মাঝে মাঝে হালকা রোদে মেলে বাতাস লাগিয়ে স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করতে হবে।	
৬. পশমি কোট, প্যান্ট, জ্যাকেট প্রভৃতি আলমারিতে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।	

পাঠ ৬ ● পারিপাট্য ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতা

কাজ ▸ পারিপাট্যের উপায়গুলো কী বর্ণনা কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৮১

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : পারিপাট্যের কারণগুলো জানা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : নিজেকে পারিপাট্য রাখতে হলে এর উপায়গুলো জানা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : পারিপাট্যের উপায়গুলো নিচে বর্ণনা করা হলো–

১. পোশাক পরিচ্ছদের নিয়মিত যত্ন, তথা ধোয়া, ইস্ত্রি ও মেরামত প্রয়োজন।

২. সময়োপযোগী পোশাক নির্বাচন ও পরিধান করা পারিপাট্যের গুরুত্বপূর্ণ।

৩. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা যেমন– চুল, চোখ, দাঁত, নখ ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতা ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে হবে।

৪. দেহে সৌষ্ঠবের ভঙ্গিতে ঋজুতা ও সাবলীলতা এবং কথা বলার স্বাভাবিক ভঙ্গি বজায় রাখতে হবে।

৫. অনুষ্ঠান, উপলক্ষ্য, স্থান, আবহাওয়া, বয়স, পেশা, দেহের আয়তন ইত্যাদি বিবেচনা করে পোশাক পরা উচিত। সব ধরনের ডিজাইন, সব ধরনের পোশাক সবার জন্য প্রযোজ্য নয়।

৬. পরিপাটি হওয়ার জন্য দামি পোশাকের প্রয়োজন নেই। অত্যাধুনিক পোশাক না পরেও প্রচলিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করে পরিপাটি হওয়া যায়।

৭. সাধারণ পোশাকের সঙ্গে আনুষঙ্গিক প্রসাধনীর সুসমন্বয় ঘটিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠা যায়।

৮. সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা উচিত।

৯. পোশাকে শিল্পের সৃষ্টির উপকরণ ও নীতিগুলোর সমন্বয় ঘটাতে পারলে পরিধানকারী আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। পোশাকের বিভিন্ন অংশের সাথে রং, রেখা ও জমিনের মিল পারিপাট্য আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– শাড়ির সাথে উপযুক্ত ব্লাউজ মার্জিত রুচির পরিচয় বহন করে।

১০. পোশাকের সাথে জুতা, হাতব্যাগ, গহনা, মেকআপ ইত্যাদির সমন্বয় সাধন করা সুপারিপাট্যের অন্যতম শর্ত। যেমন– শাড়ির সাথে কেডস মানানসই নয়। অর্থাৎ পারিপাট্যের জন্য পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হবে।

পাঠ ৭ ● পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ

কাজ ▸ পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কীভাবে ঘটে বুঝিয়ে লেখ। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৮২

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে শেখা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : অনেক সময় দেখা যায় যে, ভালো ব্যক্তিটি পোশাকে মার্জিত না থাকায় সে অপমানিত হয়। তাই ব্যক্তিত্ব বিকাশে পোশাকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : ব্যক্তিত্বের সাথে পোশাকের সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পোশাক ব্যক্তিত্ব প্রকাশের মাধ্যম বা হাতিয়ার। পোশাকের মাধ্যমে যেভাবে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে।

১. পুরাতন পোশাক বদলিয়ে নতুন পোশাক পরলে মন প্রফুল্লতায় ভরে ওঠে। চেহারায় উজ্জ্বলতা দেখা দেয়।

২. পোশাক পরিবেশের সাথে মানানসই হলে মনে কোনো সংশয় থাকে না। নিজেকে নিঃসংকোচে সাবলীলভাবে প্রকাশ করা যায়।

৩. পরিবেশ অনুযায়ী পোশাক না হলে মনে অস্বস্তি সৃষ্টি হয় এবং জড়তা তৈরি হয়। ফলে শরীর, মন আড়ষ্ট হয়ে ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। নিজেকে আড়াল করার প্রবণতা দেখা যায়।

৪. পোশাকের আকার, নকশা, জমিন, রং ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব ফেলে। জাঁকজমক নকশাবহুল, বড় ছাপা ও ভারি

জমিনের বস্ত্রের পোশাকে মোটা মেয়েদের আরও মোটা দেখায়। কম নকশার ছোট ছোট ছাপ ও হালকা জমিনের বস্ত্রের পোশাক খাটো, মোটা ব্যক্তির জন্য উপযোগী। পাতলা মেয়েদের জন্য ঢিলেঢালা, পুরো হাতা, বড় ছাপা, গাঢ় রং ও ছোট গলার পোশাক উপযোগী। চেক বা ডুরে কাপড়েও দেহে প্রভাব পড়ে। যেমন— লম্বা বা খাড়া রেখার পোশাকে খাটোদের লম্বা দেখায়।

৫. দেহের ত্বক, চুল, চোখের রঙের সাথে মানানসই পোশাকের রং নির্বাচন করে দেহের ক্ষীণতা ও স্থূলতা ঢাকা যায়। নীল, সবুজ, নীলাভ সবুজ ইত্যাদি স্নিগ্ধ রঙে স্থূলদের আপাতভাবে হালকা দেখায়। লাল, হলুদ, কমলা ইত্যাদি প্রখর রংগুলো খাটো ও পাতলা মেয়েদের জন্য উপযোগী। যাদের দেহ বর্ণ উজ্জ্বল তাদের সব রঙের পোশাকে মানায়। শ্যামলা ও অনুজ্জ্বল বর্ণের জন্য হালকা প্রতিফলনকারী কমলা, হলুদ, গোলাপি ইত্যাদি বর্ণ উপযোগী।

৬. উজ্জ্বল রংকে আনন্দদায়ক রং বলা হয়। বিভিন্ন আনন্দ উৎসবে এ রংগুলো পোশাকে ব্যবহার করা হলে ব্যক্তিরও তার প্রভাব পড়ে। আবার শোক অনুষ্ঠানে হালকা রং, সাদাসিধে ডিজাইনের পোশাক পরা হলে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে।

৭. সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে পোশাক পরিধান করা হলে অধিক ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে হয়। উগ্র, অমার্জিত পোশাক সুন্দর ব্যক্তিত্বের পরিপন্থি।

৮. পোশাক ও ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক ঐক্য স্থাপনের সাজসজ্জার আনুষঙ্গিক উপকরণগুলোর যেমন— জুতা, ব্যাগ, বেল্ট, কেশ বিন্যাস ইত্যাদির সমন্বয় ঘটাতে হবে।

৯. পোশাকের মাধ্যমে সামগ্রিক সাজসজ্জায় পারিপাট্য সৃষ্টি করার একটা অন্যতম শর্ত হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। এলোমেলো চুল, ময়লাযুক্ত বড় বড় নখ পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করে।

পাঠ ৮ ⊙ অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবহার

কাজ ▶ গৃহে অপ্রয়োজনীয় বস্ত্র ব্যবহার করে পাপোশ তৈরি করে দেখাও। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৮৩

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : পাপোশ তৈরি করতে শেখা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : : গৃহে অপ্রয়োজনীয় বস্ত্রগুলো কাজে লাগাতে হলে পাপোশ তৈরি করা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : সবার ঘরেই ব্যবহার্য পুরোনো কাপড় থাকে। ঘরের সেসব পুরোনো কাপড় দিয়ে সহজেই পাপোশ তৈরি করা যায়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং বিভিন্ন আকার ও আকৃতির পাপোশ তৈরি করা যায়।

প্রয়োজনীয় সামগ্রী :

১. পুরোনো শাড়ি
২. সুচ
৩. সুতা।

প্রস্তুতপ্রণালি : গৃহে অপ্রয়োজনীয় পুরাতন কাপড়, শাড়ি দিয়ে পাপোশ তৈরি করব যেভাবে—

১. প্রথমে শাড়ির এক মাথায় গিট দিয়ে নেব।
২. এবার শাড়িটিকে লম্বালম্বিভাবে তিন ভাগে ভাগ করে নেব।
৩. তারপর শাড়িটিকে কোথাও ঝুলিয়ে নিয়ে লম্বালম্বি করে শক্তভাবে বেনি করে নেব।
৪. এখন বেনিটাকে ঘুরিয়ে একটার সাথে অন্যটা সুচ সুতা দিয়ে আটকিয়ে ফেলব।
৫. এ পাপোশ গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির হবে।

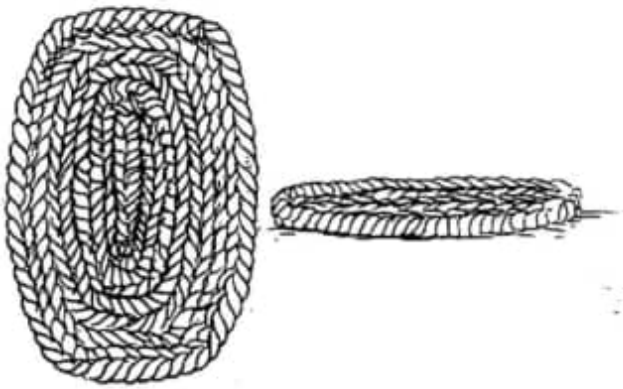

পর্যবেক্ষণ : পাপোশ তৈরি হলো।

সিদ্ধান্ত : পাপোশের উপরের অংশে রঙিন কাপড় ব্যবহার করলে রং উজ্জ্বল হয়। এটি বসার ঘরের দরজার পাশেও বিছানো যায়।

PART 03 এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স
Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

▷ স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5★ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 02 (অনুশীলন অংশ) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল এবং এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর	২, ৪, ৬, ৯, ১২, ১৭, ১৯, ২০, ২৩, ২৬, ৩১, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪৩, ৪৬, ৫২	১, ৭, ৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৬, ২১, ২২, ২৪, ২৭, ২৯, ৩০, ৩২, ৪২, ৪৮, ৫৩	৩, ৫, ১১, ১৪, ১৮, ২৫, ২৮, ৩৩, ৩৪, ৫০
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৪, ৮, ১৪, ২০, ২৩, ২৬, ৩০, ৩২	২, ৯, ১৮, ২২, ২৭, ২৮, ৩১	৩, ১২, ১৬, ২৫, ২৯
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৪, ৮, ১৩, ১৭, ২০	২, ৫, ৬, ১১, ১৮	৩, ৯, ১৯
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	২, ৪, ৮, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮	১, ৩, ১০, ১৪	৬, ১১, ১৬

PART 04

যাচাই ও মূল্যায়ন
Assessment & Evaluation

অধ্যায়ের প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নব্যাংক এবং মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নব্যাংক

১। বস্ত্র ধৌতকরণের মূল উদ্দেশ্য কী?
২। বস্ত্র পরিষ্কারক হিসেবে সাবানের গুণ লেখ।
৩। সোডার ব্যবহার সংক্ষেপে লেখ।
৪। রিঠা দিয়ে কীভাবে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা হয়?
৫। নীলের ব্যবহার লেখ।
৬। প্রক্ষালন কী? সংক্ষেপে লেখ।
৭। রেশমি বস্ত্র দ্রুত ধোয়া উচিত কেন?
৮। ইস্ত্রি করা রেশমি বস্ত্রে জলীয়বাষ্প দূরীভূত করতে হয় কেন?
৯। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা কী? সংক্ষেপে লেখ।
১০। চোখের নিরাপত্তার কোন বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হয়?
১১। কীভাবে নকশি কাঁথা তৈরি করা হয়?

☑ উত্তরসূত্র : নিজে চেষ্টা কর। উত্তরের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য এ বইয়ের ৪৫৩–৪৫৬ পৃষ্ঠার **সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন** অংশ দেখ।

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ১ ▸ ইন্নির স্কুলের পোশাক সবসময় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকে। এজন্য সকলেই ইন্নির প্রশংসা করে। ইন্নি বলে, তার মা বস্ত্র ধৌতকরণের পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করেন এবং পোশাকের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার জন্য পরিষ্কার কাপড়ে আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করেন। কাপড় শুকানোর পর তা মসৃণ ও পরিপাটি করার জন্য সঠিক নিয়মে ইস্ত্রিও করেন।

ক. পোশাক ব্যক্তির কোন পরিচয় তুলে ধরে? ১
খ. পোশাকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে ইন্নির মা বস্ত্র ধৌতকরণে পদ্ধতিটি কীভাবে অনুসরণ করেন বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তোমার স্কুলের পোশাকে পরিপাট্যতা আনয়নের জন্য ধৌতকরণের পর আর কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

☑ উত্তরসূত্র : ৪৬০ পৃষ্ঠার ৩নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ২ ▸ এশা ও তার দাদু দুজনেই খুব শৌখিন। এশা তার দাদুর সাদা কাপড়গুলো ধুয়ে এতটাই যত্ন করে রাখে যে, তার দাদুর কাপড়ের উজ্জ্বলতা সাধারণত কমে না। এদিকে তার নিজের রেশমি কাপড়গুলো পেট্রোল, বেনজল ও টেট্রাক্লোরাইড জাতীয় দ্রব্যাদি দিয়ে ধৌত করে।

ক. রিঠা কী? ১
খ. কাপড়ের অতিরিক্ত নীল দূর করার উপায় ব্যাখ্যা কর। ২
গ. এশা কীভাবে তার দাদুর কাপড়ের যত্ন নেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. এশার ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মাধ্যমে কাপড় ধৌতকরণ কৌশলটি কতটা যুক্তিযুক্ত তা মূল্যায়ন কর। ৪

☑ উত্তরসূত্র : ৪৬১ পৃষ্ঠার ৫নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৩ সুইটি খুব শৌখিন এবং মেধাবী। সে নিজে খুব পরিপাটি থাকে এবং তার কাপড়চোপড়ের অনেক যত্ন নেয়। সে তার ব্যবহৃত কাপড়গুলো আলমারিতে ভাঁজ করে ন্যাপথ্যালিন দিয়ে গুছিয়ে রাখে। ইদানীং সুইটির ছোট বোনের চুল পড়ে যাচ্ছে। তাই সুইটি ছোট বোনকে চুলের যত্নের কতকগুলো উপায় বলে দেয়।

ক. প্রক্ষালন কাকে বলে? ১
খ. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষায় দৈহিক পরিচ্ছন্নতার প্রভাব কী? ২
গ. উদ্দীপকে সুইটি কীভাবে তার কাপড়চোপড়ের যত্ন নেয় তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চুলের যত্নে সুইটির বোনকে দেওয়া পরামর্শগুলো কেমন হতে পারে তা নিজের ভাষায় লেখ। ৪

☑ উত্তরসূত্র : ৪৬১ পৃষ্ঠার ৬নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৪ ▸ বিউটি জন্মদিনে তার বাবার দেওয়া সিল্ক শাড়িটি পরে এবং পরের দিন শাড়িটিকে আলমারিতে তুলে রাখে। কিছুদিন পর আলমারি থেকে শাড়ি বের করে দেখে, শাড়িটি পোকায় কাটা ও ময়লা। বিউটি সাবান দিয়ে শাড়িটি পরিষ্কার করে দেখল যে, শাড়ির রং নষ্ট হয়ে ছেঁড়া অংশটা আরও বড় হয়েছে। বিউটির মা শাড়িটি দেখে বলেন, তোমার শাড়ি ধোয়ার পদ্ধতি সঠিক হয়নি। শাড়িটির ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম ইথার, বেনজল ও পেট্রোল ব্যবহারের পদ্ধতিটি সর্বোত্তম।

ক. রিফু কাকে বলে? ১
খ. পানিতে কাপড় বার বার ধোয়াকে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বিউটির শাড়ি ছিদ্র হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিউটির শাড়ি ধোয়ার ক্ষেত্রে মায়ের বলা পদ্ধতি বিশ্লেষণ কর। ৪

☑ উত্তরসূত্র : ৪৬২ পৃষ্ঠার ৭নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৫ ▸ বিলকিস দেখতে মোটা ও খাটো। তার চুলগুলো লম্বা হলেও রং ফিকে ও অমসৃণ। একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে জাঁকজমকপূর্ণ নকশাবহুল বড় ছাপা ও ভারী জমিনে দামি বস্ত্র পরিধান করেও সে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।

ক. পোশাকে ছন্দ আনার পদ্ধতি কয়টি? ১
খ. রিফু বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চুলের যত্নে বিলকিসের করণীয় ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিলকিসের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে কোন ধরনের পোশাক নির্বাচন করা উচিত বলে তুমি মনে কর? ৪

☑ উত্তরসূত্র : ৪৬৩ পৃষ্ঠার ৯নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৬ স্বপ্না একজন ফ্যাশন ডিজাইনার। তিনি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি পোশাকের আকার, নকশা, জমিনের রং ইত্যাদি বিবেচনা করে পোশাক নির্বাচন করেন। তার বান্ধবী তমা বলেন, দেহের ত্বক, চুল, চোখের রঙের সাথে মানানসই পোশাক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক।

ক. পরিপাট্য বলতে কী বোঝায়? ১
খ. ব্যক্তিত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. স্বপ্না পোশাক নির্বাচনে কোন বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তমার মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

☑ উত্তরসূত্র : ৪৬৩ পৃষ্ঠার ১০নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৭৫

সময়—২৫ মিনিট বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১) মান—২৫

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. সহজলভ্য উত্তম পরিষ্কারক দ্রব্য কোনটি?
(ক) রিঠা (খ) গঁদ
(গ) সাবান (ঘ) ডিটারজেন্ট

২. সোডার ক্ষারে কোন কাপড় নষ্ট হয়ে যায়?
(ক) সুতি (খ) লিনেন
(গ) নাইলন (ঘ) রেশমি

৩. কলেরা রোগীর জামাকাপড় জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহার করা হয় কোনটি?
(ক) ক্লোরিন
(খ) অ্যামোনিয়া
(গ) তুষের জল
(ঘ) সোডিয়াম কার্বনেট

৪. জামিল সাহেব চাল, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি দিয়ে এক ধরনের দ্রব্য তৈরি করেন। উক্ত দ্রব্য নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে?
(ক) ব্লিচিং (খ) সাবান
(গ) স্টার্চ (ঘ) ক্লোরিন

৫. রেশম বস্ত্রের কাঠিন্য সৃষ্টি করতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
(ক) রিঠা
(খ) স্টার্চ
(গ) গঁদ
(ঘ) ভিনিগার

৬. শীতের ক্ষেত্রে ঝুমা তার ব্যবহৃত শালটি ধোয়ার পর কীভাবে শুকাবে?
i. রোদে
ii. বাতাসপূর্ণ খোলামেলা জায়গায়
iii. ছায়াযুক্ত কোনো সমতল জায়গায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. নকশা তালির ক্ষেত্রে কোন ফোঁড় ব্যবহৃত হবে?
(ক) রান (খ) হেম
(গ) বোতাম (ঘ) বখেয়া

৮. পশম কত ডিগ্রি তাপে ইস্ত্রি করা হয়?
(ক) ৩০০° ফাঃ
(খ) ৪০০° ফাঃ
(গ) ৪০০°-৫০০° ফাঃ
(ঘ) ৬০০° ফাঃ

৯. কীভাবে পাপোস তৈরি করা হয়?
(ক) পুরাতন শাড়ি দিয়ে
(খ) বিছানার চাদর দিয়ে
(গ) পুরাতন বস্ত্র দিয়ে
(ঘ) পুরাতন পর্দা দিয়ে

১০. সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করাকে কী বলে?
(ক) সামাজিকতা (খ) সাম্যতা
(গ) মানবিকতা (ঘ) ব্যক্তিত্ব

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ফারহানা বেগম সাদা কাপড় ধোয়ার পর কাপড়ে নীল ব্যবহার করেন। কিন্তু কাপড়ে নীল বেশি হওয়ায় তিনি এক ধরনের আনুষঙ্গিক দ্রব্য ব্যবহার করেন।

১১. সাদা কাপড়ে ফারহানা বেগমের ব্যবহৃত দ্রব্যের কাজ—
i. জীবাণুমুক্ত করা
ii. উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা
iii. হলুদ ভাব দূর করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২. উদ্দীপকে উল্লিখিত আনুষঙ্গিক দ্রব্য কোনটি?
(ক) স্টার্চ (খ) গঁদ
(গ) লবণ (ঘ) ভিনেগার

১৩. পোশাক ধৌত করার মূল উদ্দেশ্য হলো—
(ক) ময়লাকরণ (খ) ইস্ত্রিকরণ
(গ) অপরিষ্কারকরণ (ঘ) পরিষ্কারকরণ

১৪. গ্রীষ্মকালের জন্য আরামদায়ক পোশাক কোনটি?
(ক) শার্ট (খ) ফতুয়া
(গ) পাঞ্জাবি (ঘ) সাফারি

১৫. কাপড়ের কাঠিন্য এবং ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?
(ক) ভিনেগার (খ) স্টার্চ
(গ) বোরাক্স (ঘ) অ্যামোনিয়া

১৬. বস্ত্র ধৌত করার মূল উদ্দেশ্য কয়টি?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

১৭. কাপড়ের ছেঁড়া অংশের ওপর অন্য কাপড় দিয়ে সেলাই করাকে বলে—
(ক) রিফু করা (খ) বোতাম লাগানো
(গ) হুক লাগানো (ঘ) তালি দেওয়া

১৮. কাপড় রিফু করতে প্রয়োজন—
i. সুচ
ii. সুতা
iii. পেন্সিল রবার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯. পোশাক পরিপাট্যের জন্য প্রয়োজন—
i. ধোয়া
ii. ইস্ত্রি করা
iii. মেরামত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২০. রিঠা কোন ধরনের পোশাক পরিষ্কার করতে ব্যবহৃত হয়?
(ক) সুতি ও লিনেন (খ) রেয়ন ও নাইলন
(গ) রেশম ও পশম (ঘ) সুতি ও রেশম

২১. রেশমি কাপড়ে ব্যবহার করা হয়—
i. মৃদু গরম পানি
ii. বেশি ক্ষারযুক্ত সাবান
iii. কম ক্ষারযুক্ত সাবান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নিলুফা বেগম তার পরিবারের কাপড়গুলো ময়লা হলে আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করে ধৌত করে। তিনি ছেঁড়া কাপড়গুলো ধৌত করার আগে ঠিক করে নেয়।

২২. নিলুফা বেগম ছেঁড়া কাপড়গুলো ধৌত করার আগে কী করে?
(ক) বোতাম লাগায়
(খ) সুতা লাগায়
(গ) রিফু করে
(ঘ) হুক লাগায়

২৩. উক্ত কাজ করতে প্রয়োজন—
i. সুচ
ii. চক
iii. সুতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৪. কোন বস্ত্র বেশি উত্তাপ, ক্ষার ও ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না?
(ক) সুতি (খ) রেশমি
(গ) পশমি (ঘ) লিনেন

২৫. ছেঁড়া অংশ অপেক্ষা তালির কাপড় হবে—
(ক) লম্বা (খ) তিন কোনাচে
(গ) ছোট (ঘ) বড়

☑ উত্তরমালা ▶ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	গ	২	ঘ	৩	ক	৪	গ	৫	গ	৬	খ	৭	ঘ	৮	ক	৯	গ	১০	ক	১১	গ	১২	ঘ	১৩	ঘ
১৪	খ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	গ	২১	খ	২২	গ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ঘ		

সময়—২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন) মান—৫০

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২ × ৫ = ১০

১। বস্ত্র পরিষ্কারক হিসেবে সাবানের গুণ লেখ।
২। সোডার ব্যবহার সংক্ষেপে লেখ।
৩। রিঠা দিয়ে কীভাবে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা হয়?
৪। রিফু কাকে বলে? সংক্ষেপে লেখ।।
৫। রেশমি বস্ত্র দ্রুত ধোয়া উচিত কেন?
৬। ইস্ত্রি করা রেশমি বস্ত্রে জলীয়বাষ্প দূরীভূত করতে হয় কেন?
৭। টুকরা কাপড়কে কীভাবে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয়?

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

যেকোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ৪ = ৪০

১। রজনীর স্কুলের পোশাক সবসময় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকে। এজন্য সকলেই রজনীর প্রশংসা করে। রজনী বলে, তার মা বস্ত্র ধৌতকরণের পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করেন এবং পোশাকের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার জন্য পরিষ্কার কাপড়ে আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করেন। কাপড় শুকানোর পর তা মসৃণ ও পরিপাটি করার জন্য সঠিক নিয়মে ইস্ত্রিও করেন।
ক. পোশাক ব্যক্তির কোন পরিচয় তুলে ধরে? ১
খ. পোশাকের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে রজনীর মা বস্ত্র ধৌতকরণে পদ্ধতিটি কীভাবে অনুসরণ করেন বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তোমার স্কুলের পোশাকে পরিপাট্যতা আনয়নের জন্য ধৌতকরণের পর আর কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। মিতা খুব শৌখিন এবং মেধাবী। সে নিজে খুব পরিপাটি থাকে এবং তার কাপড়চোপড়ের অনেক যত্ন নেয়। সে তার ব্যবহৃত কাপড়গুলো আলমারিতে ভাঁজ করে ন্যাপথ্যালিন দিয়ে গুছিয়ে রাখে। ইদানীং মিতার ছোট বোনের চুল পড়ে যাচ্ছে। তাই মিতা ছোট বোনকে চুলের যত্নের কতকগুলো উপায় বলে দেয়।
ক. প্রক্ষালন কাকে বলে? ১
খ. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষায় দৈহিক পরিচ্ছন্নতার প্রভাব কী? ২
গ. উদ্দীপকে মিতা কীভাবে তার কাপড়চোপড়ের যত্ন নেয় তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চুলের যত্নে মিতার বোনকে দেওয়া পরামর্শগুলো কেমন হতে পারে তা নিজের ভাষায় লেখ। ৪

৩। ডলি দেখতে মোটা ও খাটো। তার চুলগুলো লম্বা হলেও রং ফিকে ও অমসৃণ। একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে জাঁকজমকপূর্ণ নকশাবহুল বড় ছাপা ও ভারী জমিনে দামি বস্ত্র পরিধান করেও সে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।
ক. পোশাকে ছন্দ আনার পদ্ধতি কয়টি? ১
খ. রিফু বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চুলের যত্নে ডলির করণীয় ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ডলির ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে কোন ধরনের পোশাক নির্বাচন করা উচিত বলে তুমি মনে কর? ৪

৪। সুপরিপাটি ও আধুনিকা মিসেস জেবা সুগৃহিণী হিসেবে বেশ পরিচিত, বাড়িতে কাজের সহকারীকে কাপড় ধোয়া, যত্ন ও সংরক্ষণের নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন তাই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন।
ক. তীর্যক রেখা কীসের পরিচয় বহন করে? ১
খ. পোশাকের প্রাধান্য বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বস্ত্র ধৌতকরণের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে করণীয়গুলো বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সঠিক নিয়মে পশমি বস্ত্র ধোয়া এবং সংরক্ষণের কারণেই একই পশমি বস্ত্র অনেকদিন পরিধান করা যায়— উক্তিটির পক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

৫। রাবেয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য রেশমি বস্ত্র পরিধান করে। সে পোশাকের যত্ন সম্পর্কে খুবই সচেতন। সে তার বস্ত্র ধৌতকরণ ও শুষ্ক ধৌতকরণে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে।
ক. পশমি কাপড় কোন তন্তু থেকে উৎপন্ন হয়? ১
খ. কৃত্রিম তন্তুর কাপড় ধোয়ার পদ্ধতি বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকের রাবেয়া কীভাবে রেশমি বস্ত্র ধৌত করে আলোচনা কর। ৩
ঘ. শুষ্ক ধৌতকরণে রাবেয়া আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে— বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। শীতের শেষে রেহানা বেগম তার পরিবারের সকল সদস্যদের ব্যবহার্য পোশাক ও বস্ত্রাদি সংরক্ষণের জন্য বিশেষভাবে যত্ন নিয়েছেন এবং সংরক্ষণের জন্য পোশাকের ধরন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।
ক. সংরক্ষণের একক হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়? ১
খ. কাপড় সংরক্ষণের লক্ষণীয় বিষয়গুলো কী? বর্ণনা কর। ২
গ. কাপড় সংরক্ষণে রেহানা বেগমের সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রেহানা বেগমের কাপড় সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো কী যথার্থ? এর সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৭। শৈলী পোশাকের আকার, নকশা, জমিনের রং ইত্যাদি বিবেচনা করে পোশাক নির্বাচন করেন। তার মামাতো বোন শম্পা বলল, দেহের আকার, ত্বকের রং, সুস্থতা, চুলের রং, স্বাস্থ্য, চোখের রং ইত্যাদির সাথে মানানসই পোশাক ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
ক. গৌণ রং কী? ১
খ. পোশাকে নিরবচ্ছিন্নতা সৃষ্টি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. শৈলী পোশাক নির্বাচনে কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করে থাকে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শম্পার মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরসূত্র ▶ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১ ▶ ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৩ ▶ ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৫ ▶ ৪৫৫ পৃষ্ঠার ২৫ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৭ ▶ ৪৫৬ পৃষ্ঠার ৫৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▶ ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৫ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৪ ▶ ৪৫৪ পৃষ্ঠার ১৭ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৬ ▶ ৪৫৫ পৃষ্ঠার ৩৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর

উত্তরসূত্র ▶ সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ▶ ৪৬০ পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৩ ▶ ৪৬৩ পৃষ্ঠার ৯ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৫ ▶ ৪৬৬ পৃষ্ঠার ১৪ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৭ ▶ ৪৬৮ পৃষ্ঠার ১৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▶ ৪৬১ পৃষ্ঠার ৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৪ ▶ ৪৬৪ পৃষ্ঠার ১১ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৬ ▶ ৪৬৭ পৃষ্ঠার ১৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর